কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

اَلْقُرْآنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

اَلصَّفُّ السَّابِعُ لِلدَّاخِلِ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْقُرْآنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দাখিল
সপ্তম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন
মাওলানা আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ
মাওলানা আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম
মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৮
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, তাকওয়াসম্পন্ন, সৎ এবং সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফলন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি নৈতিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সৎ ও দক্ষ জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত এবং অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি এবং কুরআন মাজিদ থেকে উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আল-কুরআনুল কারীম এর অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর চেতনাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর মিঞা মোঃ নূরুল হক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

আল কুরআনের পরিচয় ও ইতিহাস

১ম পাঠ: ওহির বিবরণ ১
২য় পাঠ: কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাজভিদসহ পঠন ও অর্থসহ মুখস্থকরণ

১. সূরা আশ শামস	১০	২. সূরা আল লায়ল	১২
৩. সূরা আদ দোহা	১৩	৪. সূরা আল ইনশিরাহ	১৪
৫. সূরা আত তিন	১৪	৬. সূরা আল আলাক	১৫
৭. সূরা আল কদর	১৬	৮. সূরা আল বাইয়্যিনাহ	১৭
৯. সূরা আল যিলযাল	১৮	১০. সূরা আল আদিয়াত	১৯

তৃতীয় অধ্যায় : আল কুরআন

১ম পরিচ্ছেদ: (ইমান)

১ম পাঠ : ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস ২০
২য় পাঠ : আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস ২৮
৩য় পাঠ : তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস ৩৪

২য় পরিচ্ছেদ (ইবাদত)

১ম পাঠ : সালাত ৪১
২য় পাঠ : সাওম ৪৮
৩য় পাঠ : জাকাত ৫৬

৩য় পরিচ্ছেদ (আখলাক)

ক. আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্র

১ম পাঠ : তাকওয়া ৬৩
২য় পাঠ : আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি আনুগত্য ৬৯
৩য় পাঠ : ধৈর্যশীলতা ৭৯
৪র্থ পাঠ : প্রতিবেশী ও সঙ্গী-সাথিদের সাথে সদাচারণ ৮৪
৫ম পাঠ : অঙ্গীকার পূরণের গুরুত্ব ৯২

খ. আখলাকে যামিমা বা অসচ্চরিত্র

১ম পাঠ : খারাপ ধারণা ৯৭
২য় পাঠ : ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস করা থেকে বিরত থাকা ১০২
৩য় পাঠ : দ্বিমুখী স্বভাব ১০৭
৪র্থ পাঠ : জুলুম ১১৩
৫ম পাঠ : লৌকিকতা ১১৯

৪র্থ অধ্যায়

তাজভিদ শিক্ষা

১ম পাঠ : তায়া'উজ ও তাসমিয়া পড়ার নিয়ম ১২৬
২য় পাঠ : মাদ্দের বর্ণনা ১২৯
৩য় পাঠ : হায়ে জমির পড়ার নিয়ম ১৩৩
৪র্থ পাঠ : জমিরে আনা পড়ার নিয়ম ১৩৪
৫ম পাঠ : পোর ও বারিকের বিবরণ ১৩৫
৬ষ্ঠ পাঠ : লাহান ১৩৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

আল কুরআনের পরিচয় ও ইতিহাস

১ম পাঠ

ওহির বিবরণ

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম ৩টি। যথা- (১) পঞ্চ ইন্দ্রিয় (২) আকল এবং (৩) ওহি। প্রথম দুটি দ্বারা কেবল বাহ্যিক ও চাক্ষুষ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও আকল যেখানে অকার্যকর সে জ্ঞান একমাত্র ওহি দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। যেমন- আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির জ্ঞান। তদ্রূপ মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য শুধু বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় যথেষ্ট নয়, বরং ওহির জ্ঞান প্রয়োজন। এভাবে দীনের আকিদা সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ করাও ওহির কাজ; বুদ্ধির কাজ নয়। তাইতো আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রসুল পাঠিয়েছেন ওহির জ্ঞান দিয়ে। তার ধারাবাহিকতায় সবশেষে মহানবি হযরত মোহাম্মদ (ﷺ) কে সর্বশেষ ওহি তথা আল কুরআন দিয়ে প্রেরণ করেন।

ওহির পরিচয় : ওহি আরবি শব্দ। এর অর্থ اَلْإِعْلَامُ بِخَفَاءٍ গোপনে জানিয়ে দেওয়া, ইলহাম, চিঠি ইত্যাদি। পরিভাষায় ওহি বলা হয়- هُوَ كَلَامُ اللهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ তা (অহি) আল্লাহর বাণী, যা তার নবিগণের মধ্যে কোন নবির উপর নাজিল হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন- اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ (النساء- ١٦٣)

অর্থ : আমি আপনার নিকট 'ওহি' প্রেরণ করেছি, যেমনিভাবে নুহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহি প্রেরণ করেছিলাম (সূরা নিসা- ১৬৩)। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, নবি ছাড়া অন্য কারো উপর ওহি অবতীর্ণ হয় না।

ওহির প্রকার : আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) বলেন: মাধ্যম অনুযায়ী ওহি তিন প্রকার। যথা-

১. وَحْيٌ قَلْبِيٌّ: যে ওহি আল্লাহ কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি নবির কলবে ঢেলে দেন।

২. كَلَامٌ إِلٰهِيٌّ : সরাসরি আল্লাহ তাআলার বাণী।

৩. وَحْيٌ مَلَكِيٌّ : ফেরেশতার মাধ্যমে ওহি প্রেরণ।

মহানবি (ﷺ) সহ সকল নবির কাছে যে ফেরেশতা ওহি নিয়ে আসতেন, তার নাম হজরত জিবরীল আমিন (عليه السلام)।

উক্ত তিন প্রকার ওহির প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ} [الشورى:٥١]

অর্থ : আর মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ব্যতিত অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিত অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিত, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা শুরা- ৫১)

রাসুল (ﷺ) এর উপর যে ওহি অবতীর্ণ হয়েছে তা ২ প্রকার। যথা-

১. وحي متلو : পঠিত ওহি। যেমন : কুরআন ।

২. وحي غير متلو : অপঠিত ওহি। যেমন : হাদিস।

ওহি নাজিলের পদ্ধতি: অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় কুরআন মাজিদ মহানবি (ﷺ) এর উপর একত্রে নাজিল হয়নি। বরং প্রথমত এ কুরআন মাজিদ لوح محفوظ হতে ليلة القدر এ দুনিয়ার আকাশে بيت العزة এ অবতীর্ণ হয়। তারপর সেখান হতে নবি-জীবনের ২৩ বৎসরব্যাপী প্রয়োজন অনুযায়ী নাজিল হয়। আল্লামা সুহাইলি মহানবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর ওহি নাজিলের সাতটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন। যথা -

১. مثل صلصلة الجرس : ঘন্টা ধ্বনির ন্যায়। অর্থাৎ, যখন ওহি নাজিল হতো, মহানবি (ﷺ) তখন ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় এক প্রকার আওয়াজ শুনতে পেতেন। এটা ছিল ওহি গ্রহণের ক্ষেত্রে মহানবি (ﷺ) এর জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টকর অবস্থা।

২. تمثل الملك بشرا : ফেরেশতার মানবরূপ ধারণ করা। সাধারণত হজরত দেহিয়া কালবি (رضي الله عنه) এর রূপ ধরে জিবরীল (عليه السلام) আসতেন।

৩. إتيان الملك في صورته : ফেরেশতার নিজস্ব আকৃতিতে আগমন করা। যেমন : হেরা গুহায় ও সিদরাতুল মুনতাহায় নবি (ﷺ) জিবরীল (عليه السلام)- কে স্বীয় আকৃতিতে দেখেছেন।

৪. الرؤيا الصالحة : সত্য স্বপ্ন। এটা নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। ওহি শুরু হয়েছে সত্য স্বপ্ন দিয়ে।

৫. التكليم من وراء حجاب : পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহর সাথে কথোপকথন।

৬. النفث في الروع : অন্তরে ভাব জাগ্রত করা।

৭. وحي إسرافيل : মাঝে মাঝে ইসরাফিল (عليه السلام) ওহি নিয়ে আসতেন।

কুরআন মাজিদ সংকলনের ইতিহাস

মহাগ্রন্থ আল কুরআন গ্রন্থাকারে একবারে নাযিল হয়নি, বরং প্রয়োজনানুসারে ধীরে ধীরে দীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ নাজিল হয়েছে। যার সূচনা হয়েছিল মহানবি (ﷺ) এর ৪০ বছর বয়সকালে সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতের মাধ্যমে। তখন তিনি মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। পরবর্তীতে কুরআন মাজিদ সংকলন করে গ্রন্থাকারে সাজানো হয়েছে। জানা প্রয়োজন যে, কুরআন মাজিদ সংকলনের ইতিহাস কয়েকটি যুগে বিভক্ত। যথা-

মহানবি (ﷺ) -এর যুগ

মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় কুরআন মাজিদ সংরক্ষণ ও সংকলনের জন্য মহানবি (ﷺ) নিজে মুখস্থ করা ছাড়াও আরো ২টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। যথা-

১. একদল সাহাবি কুরআন মুখস্থ করে নিতেন। তাদেরকে হাফেজ বলা হতো।

২. আরেক দল সাহাবি নাযিলকৃত কুরআনকে কাঠ, বাকল, চামড়া, হাড়, পাথর ইত্যাদিতে লিখে নিতেন। তাদেরকে কাতিবে ওহি বলা হতো। নবি (ﷺ) -এর দরবারে মোট বিয়াল্লিশ জন কাতিবে ওহি ছিলেন।

হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) -এর যুগ

মহানবি (ﷺ) এর যুগে কুরআন মাজিদকে গ্রন্থাকারে সাজানো হয়নি। তবে কোন সূরার অবস্থান কোথায়, আবার কোন আয়াত আগে, কোন আয়াত পরে, তা নির্ধারিত হয়। হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর আমলে ভণ্ডনবি মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের হাফেজগণের একটি বড় অংশ শাহাদত বরণ করেন। তখন হযরত ওমর (رضي الله عنه) -এর পরামর্শে হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) প্রধান কাতিবে ওহি জায়েদ বিন সাবেত (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্বে ১টি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন। তারা অনেক চেষ্টা করে হাফেজদের স্মৃতি হতে এবং কাঠ, হাড়, পাতা, চামড়া ইত্যাদিতে লিখিত কুরআন একত্রিত করে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) -এর ইন্তিকালের পর উক্ত গ্রন্থখানা ওমর (رضي الله عنه)-এর কাছে ছিল। ওমর (رضي الله عنه) শাহাদাতের পূর্বে সেটা স্বীয় কন্যা ও উম্মুল মুমিনিন

হাফসা (رضي الله عنها)-এর কাছে রেখে যান। হযরত উসমান (رضي الله عنه) তার কাছ থেকে নিয়েই কুরআনের কপি তৈরি করেন।

হযরত উসমান (رضي الله عنه) -এর যুগ

হযরত ওমর (رضي الله عنه)-এর আমলে ইসলাম বিজয়ী বেশে পৃথিবীর দূরদূরান্তে ছড়িয়ে যায়। হযরত উসমান (رضي الله عنه)-এর আমলে হযরত হুযাইফা (رضي الله عنه) ইয়ামান, আরমিনিয়া, আজারবাইজান সীমান্তে জিহাদে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় দেখলেন সেখানে মানুষের মাঝে কুরআনের পঠন রীতি নিয়ে মতবিরোধ চলছে। এমন কি একদল অপর দলকে কাফের পর্যন্ত বলছে। তিনি জিহাদ থেকে ফিরে হযরত উসমান (رضي الله عنه)-কে এক রীতিতে কুরআন পড়ার রেওয়াজ জারি করার পরামর্শ দেন । উসমান (رضي الله عنه) জায়েদ বিন সাবেত (رضي الله عنه)-এর সাথে আরো ৩জন কুরাইশ ক্বারিকে দিয়ে পুনরায় কুরআন সংকলন করালেন এবং সাতটি কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন। আর কুরায়শি লাহজা ছাড়া বাকি কপিগুলোকে পুড়িয়ে দিলেন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে উসমান (رضي الله عنه)-এর সে রীতির কুরআনই বিদ্যমান রয়েছে। উসমান (رضي الله عنه) এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখে জাতিকে কুরআন পাঠে বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন বিধায় তাকে جامع القرآن বা কুরআন একত্রকারী বলা হয়।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাছহাফে উসমানির অনুকরণে সুন্দর হস্তলিপি দ্বারা কুরআন লেখা হতো। ১৬১৬ সালে প্রথম জার্মানের হামবুর্গে কুরআন মুদ্রিত হয়, যার এক কপি এখনো মিশরে সংরক্ষিত আছে। কুরআন মাজিদে হরকত ও নুকতা সংযোজন করেছেন হযরত আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী (رحمه الله) এবং পরবর্তীতে খলীল আহমদ ফারাহিদী (رحمه الله)।

২য় পাঠ

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন মাজিদ মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জীবন গঠনের জন্য একে জানা একান্ত প্রয়োজন। কুরআন মাজিদকে জানতে হলে পড়তে হবে। কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ এ কুরআন তিলাওয়াতের উপর বান্দার উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নভাবে প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। সর্বপ্রথম পড়ার ব্যাপারে আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِیۡ خَلَقَ [سورة العلق: ١]

অর্থ : পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

তিনি অন্য আয়াতে বলেন-

فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ [سورة المزمل: ٢٠]

অর্থ : কাজেই তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজসাধ্য পাঠ কর।

আল্লাহ তাআলা নিজ নবিকেও কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের জন্য আদেশ করেছেন। যেমন-

اُتۡلُ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡكَ مِنَ الۡكِتٰبِ [سورة العنكبوت: ٤٥]

অর্থ : আপনি তেলাওয়াত করুন কিতাব হতে যা আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে।

সুতরাং কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব অনেক। আদেশ করা ছাড়াও আল্লাহ তাআলা কুরআন তিলাওয়াতের জন্য প্রতিদানের ব্যবস্থা করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَتۡلُوۡنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنۡفَقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ سِرًّا وَّ عَلَانِیَةً یَّرۡجُوۡنَ تِجَارَةً لَّنۡ تَبُوۡرَ ۔

لِیُوَفِّیَهُمۡ اُجُوۡرَهُمۡ وَ یَزِیۡدَهُمۡ مِّنۡ فَضۡلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوۡرٌ شَكُوۡرٌ [سورة الفاطر: ٢٩، ٣٠]

অর্থ : যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নাই।
এজন্য যে, আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

হযরত কাতাদা (রহ.) বলেন : ইমাম মুতাররিফ (রহ.) যখন এ আয়াতটি পাঠ করতেন তখন বলতেন, এটা ক্বারিদের আয়াত।

রাসুল (ﷺ) কুরআন পাঠের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন নিজে শিখে এবং তা অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারি,৫০২৭)

তিনি আরো বলেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ (الترمذي)

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি অক্ষর পাঠ করবে তার জন্য রয়েছে একটি নেকি এবং নেকিটিকে ১০ গুণ করা হবে। আমি বলি না الم একটি হরফ, বরং ا একটি হরফ, ل একটি হরফ এবং م একটি হরফ। (তিরমিজি, ২৯১০)

রাসুল (ﷺ) অন্যত্র বলেন- اقْرَءُوْا الْقُرْاٰنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيْامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهٖ (مسلم)

অর্থ : তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, উহা কিয়ামত দিবসে পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে। (মুসলিম, ৮০৪)

রাসুল (ﷺ) আরো বলেন- أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ (بيهقى)

অর্থ : সর্বোত্তম নফল ইবাদত হলো কুরআন তেলাওয়াত করা। (বায়হাকী, ২০২২)

তিনি আরো বলেন-

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْاٰنَ (ابن عساكر عن أبى أمامة)

অর্থ : তোমরা কুরআন পড়। কারণ আল্লাহ তাআলা ঐ অন্তরকে শাস্তি দিবেন না, যে অন্তর কুরআন আয়ত্ব করেছে। উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ দ্বারা কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত প্রমাণিত হয়। তাছাড়া সকল বালেগ মুসলিমের উপর যেহেতু সালাত আদায় করা ফরজ আর কুরআন পাঠ ছাড়া সালাত আদায় হয় না। তাই কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতের গুরুত্ব কতটুকু তা সহজেই বুঝা যায়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম কয়টি?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

২. নবির ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর কালামকে কী বলে?

ক. ইলহাম খ. ওহি

গ. মুজিজা ঘ. কারামত

৩. মহানবি (ﷺ) এর যুগে কুরআন সংরক্ষণের জন্য কয়টি পদক্ষেপ নেয়া হয়?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৪. ওহি নাযিলের পদ্ধতি কয়টি?

ক. ৩ খ. ৫

গ. ৭ ঘ. ১০

৫. ওহি নাযিলের কোন পদ্ধতিটি অধিক কষ্টকর ছিল?

ক. ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় খ. ফেরেশতার মানবরূপে আগমন

গ. সত্য স্বপ্ন ঘ. কলবে কালামে পাক ঢেলে দেওয়া

৬. কত বছর যাবৎ কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়েছিল?

ক. ২০ খ. ২৩

গ. ৪০ ঘ. ৬৩

৭. কাতিবে-ওহিগণের সংখ্যা মোট কতজন?

ক. ৭ খ. ২০

গ. ২৫ ঘ. ৪২

৮. আল্লাহ তাআলা নবিকে কিসের আদেশ দিয়েছেন?

ক. কুরআন শোনার খ. কুরআন লেখার

গ. কুরআন তিলাওয়াতের ঘ. কুরআন মুখস্থের

৯. الٓمٓ তিলাওয়াত করলে কতটি নেকি পাওয়া যায়?

ক. ১০ খ. ২০

গ. ৩০ ঘ. ৪০

১০. নিচের কোন গ্রন্থটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান?

ক. তাওরাত খ. যাবুর

গ. ইঞ্জিল ঘ. কুরআন

১১. প্রধান কাতিবে-ওহি কে ছিলেন?

ক. হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) খ. হযরত উসমান (رضي الله عنه)

গ. হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) ঘ. হযরত যায়েদ বিন সাবেত (رضي الله عنه)

১২. ভণ্ডনবি মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের নাম কী?

ক. তাবুকের যুদ্ধ খ. ইয়ামামার যুদ্ধ

গ. উষ্ট্রীর যুদ্ধ ঘ. সিফফীনের যুদ্ধ

১৩. جَامِعُ الْقُرْآنِ কার উপাধি?

ক. হযরত আবু বকর (رضي الله عنه)

খ. হযরত উসমান (رضي الله عنه)

গ. হযরত যায়েদ বিন সাবেত (رضي الله عنه)

ঘ. হযরত মুআবিয়া (رضي الله عنه)

১৪. সর্বোত্তম ইবাদত কোনটি?

ক. কুরআন তেলাওয়াত

খ. সাদাকাহ

গ. আল্লাহর যিকির

ঘ. সালাম প্রদান

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. وحي কাকে বলে? وحي কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করো।

২. وحي নাযিলের পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? উল্লেখ করো।

৩. রাসুল (ﷺ) এর যুগে কিভাবে কুরআন সংরক্ষণ করা হতো? বর্ণনা করো।

৪. হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর যুগে কেন ও কিভাবে কুরআন সংকলন করা হয়? বর্ণনা করো।

৫. কুরআন সংকলনে হযরত উসমান (رضي الله عنه) এর ভূমিকা উল্লেখ করো।

২০২৫

২য় অধ্যায়
তাজভিদসহ পঠন এবং অর্থসহ মুখস্থ করণ

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলাপ্রদত্ত এক মহাগ্রন্থ। এর পঠন বিধি নির্ধারিত। হযরত জিবরীল (عليه السلام) প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে তাজভিদ সহকারে কুরআন মাজিদ পাঠ করে শোনাতেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাজভিদ সহকারে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন [المزمل:٤] وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا অর্থাৎ, আর কুরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।

তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা ফরজ। তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত না করলে অনেক সময় ভুল তিলাওয়াতের কারণে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত করায় পাপ হয়। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত তাবেয়ি মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন-

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ (إحياء علوم الدين)

অর্থাৎ, "কুরআনের এমন কিছু পাঠক আছে, কুরআন যাকে লানত করে।"

কিয়ামতের ময়দানে কুরআন মাজিদ তাজভিদ সহকারে পাঠকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আর ভুল পাঠকারীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তাই তাজভিদের জ্ঞান অর্জন করা অতীব জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জাজারি (رحمه الله) বলেন-

اَلْأَخْذُ بِالتَّجْوِيْدِ حَتْمٌ لَازِمٌ + مَنْ لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْاٰنَ اٰثِمٌ

অর্থাৎ, "তাজভিদকে আকঁড়ে ধরা আবশ্যক, যে কুরআনকে তাজভিদ সহকারে পড়ে না সে পাপী।"

তাই ইলমে তাজভিদের কায়দাগুলো জানা অতীব জরুরি। কুরআনকে তাজভিদ অনুযায়ী পড়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক এর অর্থ জানাও জরুরি। কেননা, প্রয়োজন মত কুরআন মুখস্থ করণ ও ব্যাখ্যা জানা ফরজে আইন। অবশ্য পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা ও সমগ্র কুরআনের ব্যাখ্যা জানা ফরজে কেফায়া।

কুরআন মাজিদকে অর্থসহ বুঝা ও তা নিয়ে গবেষণার তাকিদও রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا [محمد: ٢٤]

অর্থ: তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

কুরআন মাজিদ মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাছাড়া দৈনন্দিন ফরজ ইবাদত তথা সালাত আদায়ের জন্য ইহা শিক্ষা করা অপরিহার্য। কারণ, সালাতে কেরাত পড়া ফরজ। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন– فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থ : কাজেই তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজসাধ্য পাঠ কর। (সুরা মুজ্জাম্মিল : ২০)

হাদিস শরিফে আছে –

عن عثمان عن النبي صلى الله عليه سلم قال خيركم تعلم القرآن وعلمه (رواه البخاري)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারি, ৫০২৭)

কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হলে রসুল (ﷺ) তা মুখস্থ করার জন্য বারবার উচ্চারণ করতেন তবে আল্লাহ তা রাসুল (ﷺ) -কে মুখস্থ করিয়ে দিতেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

অর্থ : "হে নবি, এ কুরআনকে দ্রুত মুখস্থ করার জন্য আপনার জিহ্বা বারবার সঞ্চালন করবেন না। আপনাকে তা মুখস্থ করানো ও পড়ানো আমারই দায়িত্ব।" (সূরা আল-কিয়ামাহ, ১৬ ও ১৭)

রাসুল (ﷺ) নিজে কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি তাঁর সাহাবীদেরকও মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তা মুখস্থ করতেন।

তাই আমাদেরকে কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে তা মুখস্থ করে নেওয়ার দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া নামাজে যে কেরাত পড়তে হয় তাও মুখস্থই পড়তে হয়।

কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে হাদিসে রয়েছে-

إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْاٰنَ (رواه ابن عساكر عن أبي أمامة)

অর্থ : যে অন্তর কুরআন মুখস্থ করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিবেন না।

মোটকথা, কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা তাজভিদসহ পড়া, অনুবাদ করা এবং মুখস্থ করণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মুখস্থকরণ ও অনুবাদ শিক্ষার নিমিত্তে ১০টি সূরা প্রদত্ত হলো।

৯১ . সূরা আশ শামস

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ১৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের	١. وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا
২. শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়	٢. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا
৩. শপথ দিবসের, যখন সে তাকে প্রকাশ করে	٣. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا

৪. শপথ রাতের যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে	٤. وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর	٥. وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর	٦. وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا
৭. শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন	٧. وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا
৮. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।	٨. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا
৯. সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে।	٩. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا
১০. এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে।	١٠. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا
১১. সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল।	١١. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَا
১২. তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগা, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল,	١٢. اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰىهَا
১৩. তখন আল্লাহর রসুল তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করার বিষয়ে সাবধান হও।'	١٣. فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا
১৪. কিন্তু তারা রসুলকে অস্বীকার করল এবং উষ্ট্রীকে জবাই করলো। তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।	١٤. فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا
১৫. এবং এর পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করেন না।	١٥. وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا

৯২. সূরা আল লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ২১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে	١. وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى
২. শপথ দিবসের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়	٢. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى
৩. এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।	٣. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰٓى
৪. অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।	٤. اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰى
৫. সুতরাং যে দান করে ও অন্যায় থেকে দূরে থাকে	٥. فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَاتَّقٰى
৬. এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করে।	٦. وَصَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰى
৭. আমি তার জন্য সহজ পথকে সুগম করে দিবো।	٧. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰى
৮. আর যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।	٨. وَاَمَّا مَنۡۢ بَخِلَ وَاسۡتَغۡنٰى
৯. আর যা উত্তম তা অস্বীকার করে।	٩. وَكَذَّبَ بِالۡحُسۡنٰى
১০. তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পথ ।	١٠. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡعُسۡرٰى
১১. এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে ।	١١. وَمَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى
১২. আমার কাজ তো কেবল পথনির্দেশ করা	١٢. اِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدٰى
১৩. আর আমি দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই মালিক।	١٣. وَاِنَّ لَنَا لَلۡاٰخِرَةَ وَالۡاُوۡلٰى
১৪. আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি ।	١٤. فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰى
১৫. তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগা।	١٥. لَا يَصۡلٰىهَاۤ اِلَّا الۡاَشۡقَى
১৬. যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় ।	١٦. الَّذِىۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

১৭. আর তা হতে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকিকে।	١٧. وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى
১৮. যে নিজ সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য।	١٨. الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى
১৯. এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়।	١٩. وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى
২০. কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় সে এ কাজ করে।	٢٠. اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى
২১. সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।	٢١. وَلَسَوْفَ يَرْضٰى

৯৩. সূরা আদ দোহা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ পূর্বাহ্নের।	١. وَالضُّحٰى
২. শপথ রাতের যখন তা হয় নিঝুম।	٢. وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى
৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।	٣. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى
৪. তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।	٤. وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى
৫. অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হবে।	٥. وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى
৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতিম অবস্থায় পান নাই অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?	٦. اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى
৭. তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি সঠিক পথের সন্ধান দিলেন।	٧. وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى
৮. তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।	٨. وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى
৯. সুতরাং তুমি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হবে না	٩. فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ
১০. এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবে না।	١٠. وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ
১১. আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।	١١. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

৯৪ . সূরা আল ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ০৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি?	١. اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
২. এবং আমি তোমার উপর থেকে ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি।	٢. وَوَضَعۡنَا عَنۡكَ وِزۡرَكَ
৩. যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিলো।	٣. الَّذِيۡۤ اَنۡقَضَ ظَهۡرَكَ
৪. এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি ।	٤. وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
৫. কষ্টের সঙ্গেই তো স্বস্তি আছে,	٥. فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا
৬. অবশ্যই কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে ।	٦. اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا
৭. অতএব তুমি যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর সাধনা করো।	٧. فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡ
৮. এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।	٨. وَاِلٰى رَبِّكَ فَارۡغَبۡ

৯৫ . সূরা আত তিন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ০৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

	আয়াত
১. শপথ ‘ত্বিন’ ও ‘যায়তুন’-এর	١. وَالتِّيۡنِ وَالزَّيۡتُوۡنِ
২. শপথ ‘সিনাই’ পর্বতের	٢. وَطُوۡرِ سِيۡنِيۡنَ
৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর,	٣. وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِ
৪. আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,	٤. لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِيۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِيۡمٍ

৫. অতঃপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সবচেয়ে নিম্নস্তরে।	٥. ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ
৬. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য আছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٦. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ
৭. সুতরাং এরপর কোন জিনিস তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?	٧. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ
৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?	٨. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ

৯৬ . সূরা আল আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।	١. اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ
২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে।	٢. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
৩. পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত।	٣. اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন	٤. الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।	٥. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
৬. বস্তুত মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে,	٦. كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى
৭. কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।	٧. اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى
৮. অথচ আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।	٨. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى
৯. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বাধা দেয়,	٩. اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى

২০২১

১০. এক বান্দাকে- যখন সে সালাত আদায় করে?	١٠. عَبۡدًا اِذَا صَلّٰى
১১. আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে বান্দা সৎপথে থাকে।	١١. اَرَاَیۡتَ اِنۡ کَانَ عَلَی الۡهُدٰۤی
১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়	١٢. اَوۡ اَمَرَ بِالتَّقۡوٰی
১৩. আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে বাধা দানকারী মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়,	١٣. اَرَاَیۡتَ اِنۡ کَذَّبَ وَتَوَلّٰی
১৪. তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?	١٤. اَلَمۡ یَعۡلَمۡ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰی
১৫. সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাকে অবশ্যই টেনে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলগুলো ধরে-	١٥. کَلَّا لَئِنۡ لَّمۡ یَنۡتَهِ ۬ۙ لَنَسۡفَعًۢا بِالنَّاصِیَةِ
১৬. মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের চুল।	١٦. نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
১৭. অতএব সে তার সমর্থকদেরকে আহ্বান করুক!	١٧. فَلۡیَدۡعُ نَادِیَهٗ
১৮. আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।	١٨. سَنَدۡعُ الزَّبَانِیَةَ
১৯. কখনোই নয়, আপনি তার অনুসরণ করবেন না এবং সিজদাহ করুন ও আমার নিকটবর্তী হন। (সাজদাহ)	١٩. کَلَّا ؕ لَا تُطِعۡهُ وَاسۡجُدۡ وَاقۡتَرِبۡ [السجدة]

৯৭. সূরা আল কদর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ০৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে ;	١. اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَیۡلَةِ الۡقَدۡرِ
২. আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?	٢. وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا لَیۡلَةُ الۡقَدۡرِ
৩. মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।	٣. لَیۡلَةُ الۡقَدۡرِ ۬ۙ خَیۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ

৪. সেই রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ।	٤. تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ
৫. শান্তিই শান্তি, সেই রাতের সকালের আবির্ভাব পর্যন্ত ।	٥. سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

৯৮. সূরা আল বাইয়্যিনাহ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ০৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা এবং মুশরিকরা আপন মতেঅবিচল ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসা পর্যন্ত।	١. لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
২. আল্লাহর নিকট হতে এক রাসুল, যিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র গ্রন্থ,	٢. رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
৩. যাতে আছে সঠিক বিধান ।	٣. فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
৪. যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর ।	٤. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ
৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটা সঠিক দীন ।	٥. وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ
৬. কিতাবিদের মধ্যে যারা কুফরি করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে ; তারাই সৃষ্টির অধম ।	٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ।	৭. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
৮. তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে । আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট । এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে ।	৮. جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ

৯৯. সূরা আল যিলযাল

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ০৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,	١. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا
২. এবং পৃথিবী যখন তার বোঝাসমূহ বের করে দিবে,	٢. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا
৩. এবং মানুষ বলবে, ‘এর কী হল?’	٣. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا
৪. সেই দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,	٤. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا
৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন,	٥. بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا
৬. সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়,	٦. يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ

৯. সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে	٧. فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَّرَهٗ
৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সেও তা দেখবে।	٨. وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

১০০. সূরা আল আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা ১১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,	١. وَالۡعٰدِيٰتِ ضَبۡحًا
২. যারা খুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে,	٢. فَالۡمُوۡرِيٰتِ قَدۡحًا
৩. যারা অভিযান করে প্রভাতকালে,	٣. فَالۡمُغِيۡرٰتِ صُبۡحًا
৪. এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;	٤. فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا
৫. অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।	٥. فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا
৬. মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ	٦. اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوۡدٌ
৭. এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত,	٧. وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيۡدٌ
৮. এবং অবশ্যই ধনসম্পদের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ রয়েছে।	٨. وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الۡخَيۡرِ لَشَدِيۡدٌ
৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয়? যখন কবর থেকে সবাইকে উঠানো হবে।	٩. اَفَلَا يَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِى الۡقُبُوۡرِ
১০. এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?	١٠. وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوۡرِ
১১. নিশ্চয় সেদিন তাদের রব তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত থাকবেন।	١١. اِنَّ رَبَّهُمۡ بِهِمۡ يَوۡمَئِذٍ لَّخَبِيۡرٌ

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন মাজিদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমান

প্রথম পাঠ : ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

কিয়ামতে নাজাত পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ওসিলা হলো ব্যক্তির ইমান। অদৃশ্য জগতের প্রতি বিশ্বাস করা ইমানের অঙ্গ। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অদৃশ্য জগতের প্রতি বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদ বলা হয়েছে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর জাহান্নাম থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। (সুরা তাহরিম- ০৬)	٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ
▪ যারা আরশ বহন করছে এবং যারা এর চারপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সঙ্গে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও দান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।'	٧- اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

▪ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	৮- رَبَّنَا وَاَدۡخِلۡهُمۡ جَنّٰتِ عَدۡنِ ۣالَّتِیۡ وَعَدۡتَّهُمۡ وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ
▪ এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এটাই তো মহাসাফল্য।' (সুরা গাফির, ৭-৯)	৯- وَقِهِمُ السَّیِّاٰتِ وَمَنۡ تَقِ السَّیِّاٰتِ یَوۡمَئِذٍ فَقَدۡ رَحِمۡتَهٗ وَذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

أمنوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

قوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الوقاية মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ তোমরা বাঁচাও বা রক্ষা কর।

أنفسكم : كم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর إنفس শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো نفس মাদ্দাহ ن+ف+س অর্থ তোমাদের অন্তরসমূহ।

أهليكم : অর্থ তোমাদের পরিবারসমূহ।

نار : শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো نيران অর্থ আগুন। এখানে نار দ্বারা জাহান্নামের আগুন উদ্দেশ্য।

وقودها : ها শব্দটি ضمير مجرور متصل আর وقود এর অর্থ ইন্ধন বা লাকড়ী। উভয় মিলে অর্থ হলো- তার ইন্ধন।

الناس : শব্দটি বহুবচন। একবচন হলো إنسان মাদ্দাহ ن+و+س অর্থ মানুষ।

الحجارة : শব্দটি বহুবচন। একবচন হলো الحجر মাদ্দাহ ح+ج+ر অর্থ পাথরসমূহ।

ملائكة : শব্দটি বহুবচন। একবচন হলো ملك মাদ্দাহ م+ل+ك অর্থ ফেরেশতাগণ।

لا يعصون: ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব ضرب মাসদার العصيان মাদ্দাহ ع+ص+ي জিনস ناقص يائي অর্থ তারা অমান্য করে না।

ما أمرهم : ما টি اسم موصول আর هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ+م+ر জিনস مهموز فاء অর্থ তিনি তাদেরকে যা আদেশ করেন।

يحملون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الحمل মাদ্দাহ ح+م+ل জিনস صحيح অর্থ তারা বহন করে।

يسبحون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التسبيح মাদ্দাহ س+ب+ح জিনস صحيح অর্থ তারা পবিত্রতা বর্ণনা করে বা করবে।

ويستغفرون : و টি حرف عطف ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستغفار মাদ্দাহ غ+ف+ر জিনস صحيح অর্থ আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে বা করবে।

وسعت : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার الوسع মাদ্দাহ و+س+ع জিনস مثال واوي অর্থ আপনি প্রশস্ত হয়েছেন।

أزواجهم : هم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর أزواج শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো زوج মাদ্দাহ ز+و+ج অর্থ তাদের স্ত্রীগণ।

ذريتهم : هم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর ذرية শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো ذريات অর্থ তাদের বংশধর।

السيئات : এটি বহুবচন, একবচনে السيئة অর্থ পাপসমূহ বা গুনাহসমূহ।

তারকিব

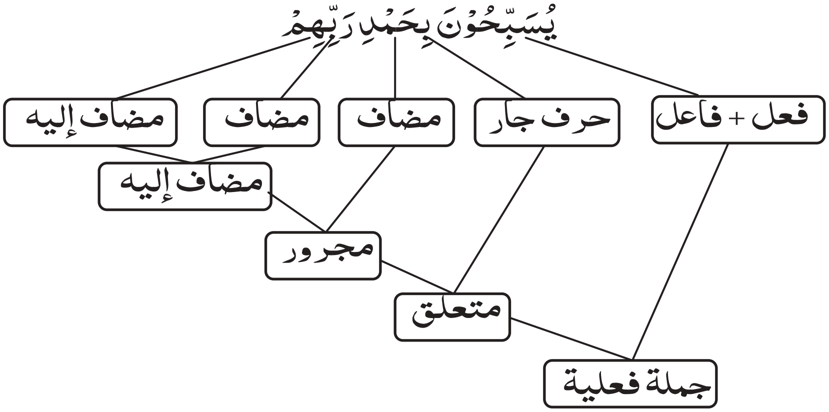

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তাআলা মানুষকে নিজেদের এবং নিজ পরিবার পরিজনদের জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর আদেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি জাহান্নামের ফেরেশতাদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। যেন, তারা আল্লাহর নির্দেশের অমান্য না করেন। আর সূরা গাফেরের মধ্যে আরশবাহী ফেরেশতাগণের গুণাবলি বর্ণনা এবং পাশাপাশি সৎ মুমিন ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাদের দোআর কথা বর্ণিত আছে।

টীকা

قوا أنفسكم و أهليكم نارا:

তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে একটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে মাআরেফুল কুরআনে আছে- এই আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে একথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামে নিপতিত হবে তারা কোনোভাবেই জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

أهليكم শব্দের মধ্যে পরিবার পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-নকর সবই অন্তর্ভুক্ত আছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর হজরত ওমর (رضي الله عنه) আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটি তো বুঝে আসে যে, আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহ তাআলার বিধি নিষেধ মেনে চলব, কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কীভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব?

রাসুল (ﷺ) বললেন : এর উপায় এই যে, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং সে সব করতে আদেশ কর যার ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন বা নিষেধ করছেন। এই কর্মপন্থা তাদের জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করবে। (রুহুল মাআনি)

যেমন হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে–

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا أولا دكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

অর্থাৎ, রাসুল (ﷺ) এরশাদ করেন, তোমরা সন্তানদেরকে সালাতের আদেশ দাও, যখন তাদের বয়স সাত বছর হবে। আর যখন তাদের বয়স দশ বছরে পৌঁছাবে তখন (সালাত না পড়লে) তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। (আবু দাউদ, ৪৯৫)

এ প্রসঙ্গে আল–কুরআনে বলা হয়েছে– وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ আপনি আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন এবং তাতে অবিচল থাকুন। এই আয়াতের উপর আমল করে জগতে উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন স্বয়ং রাসুল (ﷺ)। তিনি প্রত্যহ ফজরের সময় হযরত আলি ও ফাতেমা (রাঃ) এর গৃহে গমন করে الصلوة ، الصلوة বলে ডাকতেন। (কুরতুবি)

এমনিভাবে কোনো ধনকুবের ব্যক্তির ধন এবং জাঁকজমকের উপর যখন হজরত ওরওয়া ইবনে জুবায়ের (রাঃ)-এর দৃষ্টি পড়ত তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিতেন এবং আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। হজরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য জাগ্রত হতেন তখন পরিবার পরিজনদের জাগিয়ে দিতেন এবং এই আয়াত পড়ে শুনাতেন। (কুরতুবি)

عليها ملائكة غلاظ شداد .... الخ : আলোচ্য আয়াতে ও পাঠের পরবর্তী আয়াতে ফেরেশতাদের গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরেশতার পরিচয়

ফেরেশতা শব্দটি ফার্সি। এর আরবি প্রতিশব্দ হল ملك। ملك এর বহুবচন হলো- ملائكة যা الالوكة থেকে উৎকলিত। যার শাব্দিক অর্থ হলো বার্তা, চিঠি ইত্যাদি। যেহেতু ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের নিকট বিভিন্ন বার্তা নিয়ে আসে তাই তাদের ملائكة বা ফেরেশতা বলা হয়।

ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য

১. তাঁরা নূরের তৈরি। এ সম্পর্কে হাদিসে আছে- خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ (مسلم)

২. তাঁরা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা।

৩. তাঁরা আল্লাহর কোনো আদেশের অবাধ্যতা করে না।

৪. তাঁরা দিবারাত্রি আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করেন।

৫. তাঁরা নারীও নন, পুরুষও নন।

৬. তাঁদের দুই, তিন, চার বা ততোধিক ডানা থাকে।

৭. এমন কিছু ফেরেশতারা আছেন, যারা নেককার বান্দাদের জন্য সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

৮. আর আজাবের কতিপয় ফেরেশতা আছে, যারা জাহান্নাম পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন।

বিশেষ বিশেষ ফেরেশতাদের পরিচিতি

১. **জিবরীল** (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : তিনি হলেন ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল। তার আরেক নাম রুহুল আমিন। তাঁর কাজ হলো, নবি ও রাসুলগণের নিকট ওহি নিয়ে আসা।

২. **মিকাইল** (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : আল্লাহ তাআলা তাকে মেঘ পরিচালনা এবং রিজিক বণ্টনের দায়িত্ব দিয়েছেন।

৩. **ইসরাফিল** (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : তিনি কিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন।

৪. **মালাকুল মউত** : তাঁর দায়িত্ব হলো সকল প্রাণীর রুহ কবজ করা।

৫. **কিরামান কাতিবিন** : তাঁরা সম্মানিত লেখক ফেরেশতা। তাঁরা মানুষের ভালো-মন্দ আমলগুলো লিখে রাখেন এবং তার হিসাব রাখেন।

৬. **মালাকুল মউতের সাথি** : মালাকুল মউতের সাথি ফেরেশতারা থাকে দু'ধরনের। যথা- ১.রহমতের ফেরেশতা ২. আজাবের ফেরেশতা। মালাকুল মউত নেককার বান্দাদের রুহ কবজ করে রহমতের ফেরেশতাদের হাতে এবং বদকার বান্দাদের রুহ কবজ করে আজাবের ফেরেশতার হাতে দেন।

৭. হাফাজা : সকল প্রকার জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে তারা মানুষদের রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেন।

৮. যাবানিয়া : এরা হচ্ছে উনিশজন ফেরেশতা, যারা জাহান্নামিদের জাহান্নামে নিয়ে যান। তারা জাহান্নামের প্রহরীও।

৯. মুনকার নাকির : মুনকার এবং নাকির ফেরেশতা কবরে প্রত্যেক বান্দাকে তার রব, রাসুল (ﷺ) ও দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

১০. আরশবাহী ফেরেশতা : তারা চারজন ফেরেশতা, যারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার আরশ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

টীকা : الذين يحملون العرش : যারা আরশ বহন করে। আরশবাহী ফেরেশতা হলেন চার জন। কিয়ামতের সময় এই চারজনের সাথে আরও চারজন যোগ করা হবে। অর্থাৎ, আটজন হবে। আরশবাহী ফেরেশতাদের কাজ হলো–

১. তাঁরা সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা করেন।

২. মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. নিজে সংশোধন হওয়ার পাশাপাশি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধন করা আবশ্যক।
২. ফেরেশতা দু'ধরনের। রহমতের ফেরেশতা ও আজাবের ফেরেশতা।
৩. ইমানের ছয়টি রোকনের মধ্যে ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস করা অন্যতম একটি রোকন।
৪. রহমতের ফেরেশতারা নেককারদের জন্য দোআ করতে থাকে।
৫. ফেরেশতারা নূরের তৈরি। তারা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশিত কাজে ব্যস্ত থাকেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. কিয়ামতে নাজাতের শ্রেষ্ঠ অসিলা কী?

ক. ইমান　　খ. আমল

গ. দান　　ঘ. মহব্বত

২. ملائكة শব্দের একবচন কী?

ক. ملاك　　খ. ملك

গ. ملوك　　ঘ. ملكة

৩. مَآ أَمَرَهُمْ এর মধ্যে ما টি কোন প্রকারের?

ক. ما المصدرية　　খ. ما الموصولة

গ. ما النافية　　ঘ. ما الشرطية

৪. প্রয়োজনমত কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার বিধান কী?

ক. ফরযে আইন　　খ. ফরযে কিফায়াহ

গ. সুন্নাতে মুআক্কাদাহ　　ঘ. সুন্নাতে যায়েদাহ

৫. ইসরাফিল (عَلَيْهِ السَّلَامُ) এর দায়িত্ব কী?

ক. নবিদের নিকট ওহি নিয়ে আসা　　খ. রিযিক বণ্টন করা

গ. কিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া　　ঘ. রূহ কবয করা

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. قُوٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লেখ।

২. কুরআন ও হাদিসের আলোকে পরিবারকে নামাযের আদেশ করার গুরুত্ব বর্ণনা করো।

৩. ফেরেশতার পরিচয় দাও। তাঁদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

৪. বিশেষ কয়েকজন ফেরেশতার পরিচয় বর্ণনা করো।

৫. কিরামান-কাতিবিন, হাফাযা, যাবানিয়া ও মুনকার নাকির ফেরেশতাগণের পরিচয় ও কাজ বর্ণনা করো।

দ্বিতীয় পাঠ

আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান

ইমানের মৌলিক শাখা হলো তাওহিদ, রিসালাত এবং আখেরাত। আর এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যম হলো আসমানি কিতাব। কেননা কিতাবের মাধ্যমেই আমরা উক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

অনুবাদ	আয়াত
▪ এবং তোমার প্রতি যা নাজিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে তাতে যারা ইমান আনে ও আখেরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। (সূরা বাকারা, ৪)	وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. [البقرة: ٤]
▪ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তার রাসুল, তিনি যে কিতাব তার রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ইমান আন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ এবং আখেরাতকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা নিসা, ১৩৬)	يٰـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا. [النساء: ١٣٦]

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

يؤمنون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা বিশ্বাস করে বা করবে।

أنزل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإنزال মাদ্দাহ ن+ز+ل জিনস صحيح অর্থ- অবতীর্ণ করা হয়েছে।

أخرة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل অর্থ পরকাল।

يوقنون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيقان মাদ্দাহ ي+ق+ن জিনস مثال يائي অর্থ- তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে বা একিন রাখে।

اٰمِنُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো।

رسول : শব্দটি একবচন। বহুবচনে رسل

كتاب : শব্দটি একবচন। বহুবচনে كتب

نَزَّلَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التنزيل মাদ্দাহ ن+ز+ل জিনস صحيح অর্থ- তিনি অবতীর্ণ করেছেন।

أنزل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإنزال মাদ্দাহ ن+ز+ل জিনস صحيح অর্থ- তিনি অবতীর্ণ করেছেন।

يكفر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك+ف+ر জিনস صحيح অর্থ- সে অস্বীকার করে/কুফরি করে।

يوم : শব্দটি একবচন, বহুবচনে أيام

ضل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الضلالة মাদ্দাহ ض+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে পথভ্রষ্ট হলো।

তারকিব

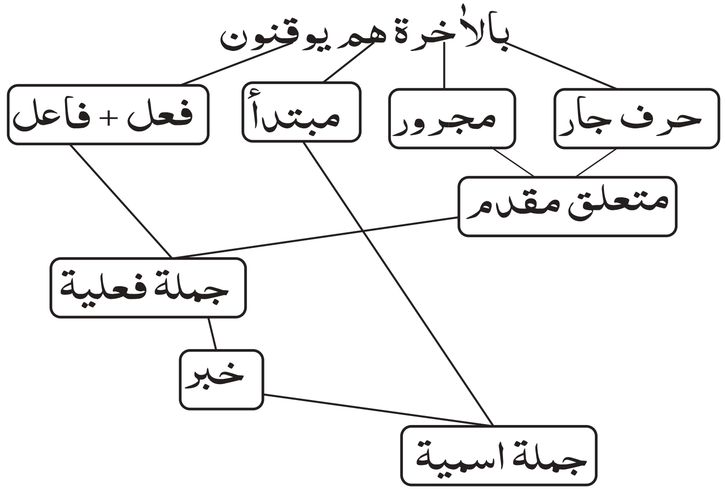

মূল বক্তব্য

সূরা বাকারার ৪নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসুল (ﷺ) ও তার পূর্ববর্তী নবি রাসুলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেই সাথে আখেরাতের উপর বিশ্বাস করা জরুরি বলে উল্লেখ করেছেন। পরে সূরা নিসার ১৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা, রাসুল (ﷺ) ও আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং এগুলো অবিশ্বাসকারীদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট হওয়ার কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

টীকা

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ : 'আর যারা বিশ্বাস করে আপনার ও আপনার পূর্ববর্তী নবি রাসুলগণের উপর নাজিলকৃত কিতাবের প্রতি।' আলোচ্য আয়াতে খতমে নবুয়ত এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবি (ﷺ)-ই শেষনবি এবং তার উপর অবতীর্ণ কিতাবই হলো শেষ কিতাব। কেননা কুরআনের পরে যদি আর কোনো কিতাব নাজিল করা হতো তাহলে পূর্ববর্তী কিতাবের ন্যায় পরবর্তী কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করার কথা বলা হতো। কুরআনের পর যদি অন্য কোনো ওহি নাজিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে তাওরাত, ইঞ্জিলে যেমনিভাবে কুরআন ও শেষনবি মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবৃতি দেওয়া আছে, ঠিক তেমনি কুরআনেও পরবর্তী ওহির প্রতি ইঙ্গিত থাকতো। যেহেতু কোনো ইঙ্গিত নেই, সেহেতু স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-ই শেষ নবি। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের প্রায় পঞ্চাশটি স্থানে ইমানের সাথে পূর্ববর্তী কিতাব ও নবি রাসুলগণের কথা উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী কোনো নবি-রাসুল কিংবা কিতাবের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত নেই। (মাআরেফুল কুরআন)

আসমানি কিতাবের পরিচয়

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি রাসুলগণের উপর ওহির মাধ্যমে যে কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বলে।

আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

ইমানের ছয়টি রোকনের মধ্যে আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান আনা অন্যতম একটি রোকন। আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ এবং অস্বীকার করা কুফরি। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا. [النساء: ١٣٦]

আসমানি কিতাবের সংখ্যা

প্রধান আসমানি কিতাব চার খানা। যথা:–

১. **তাওরাত:** এটি নাজিল হয়েছে ইবরানি ভাষায় হযরত মুসা (عَلَيْهِ السَّلَامُ) এর উপর।

২. **যাবুর:** এটি নাজিল হয়েছে ইউনানি ভাষায় হযরত দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) এর উপর।

৩. **ইঞ্জিল:** এটি নাজিল হয়েছে সুরিয়ানি ভাষায় হযরত ইসা (عَلَيْهِ السَّلَامُ) এর উপর।

৪. **কুরআন:** এটি নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায় শেষনবি হযরত মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) এর উপর।

এছাড়াও ইবরাহীম (عَلَيْهِ السَّلَامُ) ও মুসা (عَلَيْهِ السَّلَامُ) এর উপর আরো কিছু সহিফা নাজিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন –

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى

অর্থ : নিশ্চয় এটা উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ববর্তী সহিফাগুলোতে। ইবরাহীম ও মুসার সহিফাগুলোতেও উল্লেখ আছে। (সূরাতুল আ'লা, ১৮ ও ১৯)

কিন্তু, সহিফার সংখ্যা কুরআন ও সহিহ হাদিসে উল্লেখ নেই।

সর্বশেষ আসমানি কিতাব

সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল কুরআন নাযিল হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর। আল কুরআন নাযিল হওয়ার ফলে পূর্ববর্তী অন্যান্য সকল আসমানি কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্ববর্তী কোনো আসমানি কিতাবের হুকুমের অনুসরণ করা যাবে না। বরং কেবল মাত্র আল কুরআনকেই মানতে হবে। তবে সকল আসমানি কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখা জরুরি। যেমন হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে –

হযরত জাবের (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) মহানবি (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত ওমর (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) রাসুল (ﷺ) এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে রাসুল (ﷺ), আমরা ইহুদিদের থেকে পূর্ববর্তী অনেক ঘটনা শুনি। তার থেকে কিছু ঘটনা কি লিখে রাখব? তখন তিনি বললেন, ইহুদি নাসারাদের ন্যায় তোমরাও ধ্বংস হতে চাও ? আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট বিষয় নিয়ে এসেছি। অন্য হাদিসে আছে–

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهٗ إِلَّا اتِّبَاعِيْ (أحمد)

যদি মুসা (عَلَيْهِ السَّلَامُ)ও বেঁচে থাকতেন তবে তাকেও আমার অনুসরণ করতে হতো। (আহমদ, ১৫১৫৬)

সুতরাং, আল কুরআনই হলো সর্বশেষ নাযিলকৃত আসমানি কিতাব এবং সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। এমন কোনো বিষয় নেই, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এতে আলোচনা করেননি। এতে আলোচিত হয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন –

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الأنعام - ٣٨)

এ কিতাবে আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি। (সূরা আনআম, ৩৮)

অতএব আল কুরআনই হলো মানবজীবনের গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনবিধান।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. কুরআন মাজিদসহ পূর্ববর্তী সকল কিতাবের উপর ইমান আনা ফরজ।
২. আখিরাতের উপর অবিচল বিশ্বাস ইমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা।
৩. এর দ্বারা খতমে নবুয়ত প্রমাণিত হয়। কারণ মহানবি (ﷺ) এর পর কোনো নবি আসলে তার কাছে ওহি আসত এবং সে ওহির উপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা কুরআন মাজিদে বলা হতো। অথচ তা বলা হয়নি।
৪. ইমানের মূল ছয়টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস করা ফরজ এবং অস্বীকারকারী কুফরির মাঝে নিমজ্জিত।
৫. কুরআন মাজিদ নাযিলের পর পূর্ববর্তী সকল কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।
৬. আসমানি কিতাবের মধ্যে বর্তমানে কুরআন মাজিদই মানবজীবনের একমাত্র জীবনবিধান।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. رَسُوْلٌ শব্দের বহুবচন কী?

ক. راسلون	খ. رسل

গ. رسلة	ঘ. أرسلة

২. আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কী?

ক. ফরজ	খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত	ঘ. মুস্তাহাব

৩. প্রধান আসমানি কিতাব মোট কতটি?

ক. ৪টি	খ. ৫টি

গ. ৬টি	ঘ. ১০টি

৪. وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ বাক্যে هم টি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. ضمير فاصل	খ. تاكيد

গ. مبتدأ	ঘ. خبر

৫. ইঞ্জিল কিতাব কোন ভাষায় নাযিল হয়েছে?

ক. ইবরানি	খ. সুরিয়ানি

গ. আরবি	ঘ. ইউনানি

৬. মানব জাতির জন্য সর্বশেষ অবতীর্ণ জীবনবিধান কোনটি?

ক. তাওরাত	খ. যাবুর

গ. ইঞ্জিল	ঘ. কুরআন

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. আসমানি কিতাবের পরিচয় দাও। আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

২. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ... الخ আয়াতটির ব্যাখ্যা দাও।

৩. আসমানি কিতাবের সংখ্যা কয়টি? সেগুলো কোন কোন নবির প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে? লেখ।

৪. بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ বাক্যটির তারকিব করো।

৫. 'সর্বশেষ আসমানি কিতাব' হিসেবে আল-কুরআনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

তৃতীয় পাঠ

তাকদিরের প্রতি ইমান

তাকদিরের ভালো–মন্দ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তাকদির আল্লাহ তাআলার এক গুপ্ত রহস্য এবং তাঁর অসীম জ্ঞানের প্রমাণ। ইমানের পূর্ণতা এবং মানসিক শান্তির জন্য তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি। তাকদির সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

অনুবাদ	আয়াত
▪ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ।	مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ
▪ এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে। (সূরা হাদিদ, ২২-২৩)	لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

أصاب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مبفي معروف বাব إفعال মাসদার الإصابة মাদ্দাহ ص + و + ب জিনস أجوف واوي অর্থ- বিপদ আসে।

أنفسكم : كم + انفس এখানে كم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর انفس শব্দটি বহুবচন, একবচনে نفس অর্থ- তোমাদের অন্তরসমূহ।

نبرأها : ها শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার البرء মাদ্দাহ ب+ر+ء জিনস مهموزلام অর্থ-আমি উহাকে সৃষ্টি করি।

يسير : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব كرم মাসদার اليسر মাদ্দাহ ي + س + ر
জিনস مثال يائي অর্থ- সহজ।

لكيلا تأسوا: ل টি কারণ বুঝানোর জন্য। كي শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي معروف বাব سمع মাসদার الأسي মাদ্দাহ أ + س + ي জিনস مركب
অর্থ- যেন তোমরা দুঃখিত না হও।

لا تفرحوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي معروف বাব سمع মাসদার الفرح মাদ্দাহ ف + ر + ح জিনস صحيح অর্থ- তোমরা খুশি বা উল্লাসিত হবে না। (পূর্ববর্তী كي শব্দের কারণে শব্দটির শেষের ن পড়ে গেছে।)

لا يحب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح + ب + ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তিনি ভালোবাসেন না।

مختال : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاختيال মাদ্দাহ خ + ي + ل জিনস أجوف يائي অর্থ- অহংকারী, দাম্ভিক।

তারকিব :

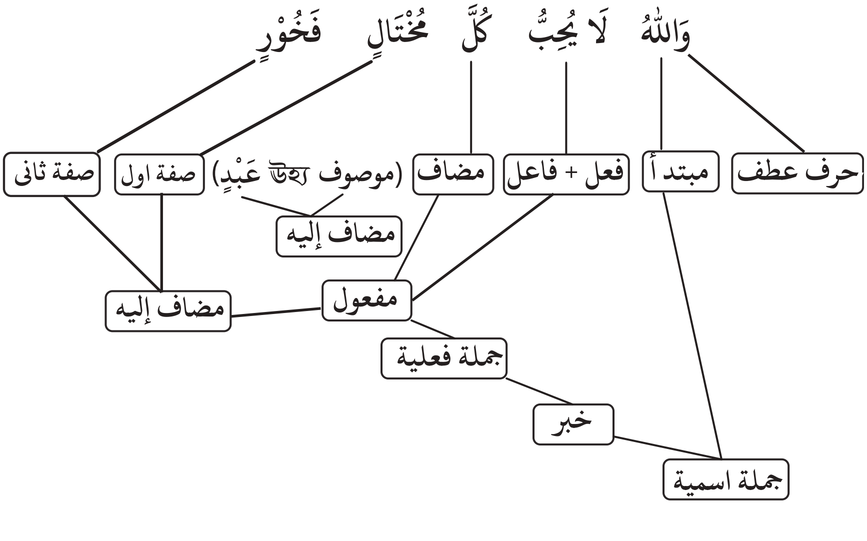

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুরই সম্মুখীন হয় না কেন, তা সব তিনি তাদেরকে সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যাতে সুখে বা দুঃখে যেন তারা সান্ত্বনা পায়, আর সীমালংঘন না করে । কেননা, সীমালঙ্ঘন করা বা গর্ব অহংকার করা আল্লাহ তাআলার অপছন্দ।

টীকা

ما أصاب من مصيبة ــ الخ

আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে মানুষ যে সকল বিপদের বা ঘটনার সম্মুখীন হয় যেমন, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি এবং নিজেদের মধ্যে যেগুলোর সম্মুখীন হয় যেমন, রোগ-ব্যধি ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকে লিখে রেখেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার অগাধ এবং ব্যাপক জ্ঞানের কথা ও তার তাকদির নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা হযরত (رضي الله عنه) বলেন, যে কারোর কোনো কাঠের খোঁচা, পায়ে হোচট বা রগের টান লাগুক না কেন তা তার গুনার কারণেই হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ তাআলা অনেক কিছু মাফ করেন। (ইবনে কাসির)

তাকদির

تقدير অর্থ নির্ধারণ করা। পরিভাষায়- বিশ্বজগত সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাতে ঘটিতব্য সব কিছু তার অনাদি জ্ঞান মোতাবেক লিখে রাখাকে তাকদির বলে।

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস করা ইমানের রোকন এবং অত্যাবশ্যকীয় ফরজ কাজ।

তাকদিরের প্রকার

তাফসিরে মাজহারিতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাকদির ২ প্রকার। যথা-

১. مبرم বা চূড়ান্ত অকাট্য

২. معلق শর্তযুক্ত।

অর্থাৎ, لوح محفوظ এ এভাবে লেখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণস্বরূপ ৬০ হবে এবং আনুগত্য না করলে ৫০ বছরে খতম করে দেওয়া হবে।

২য় প্রকার তাকদির শর্তের অনুপস্থিতিতে পরিবর্তন হতে পারে। উভয় প্রকার তাকদির কুরআনের এই আয়াতে উল্লেখ আছে- يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (الرعد: ٣٩)

অর্থাৎ আল্লাহ যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর তারই নিকট আছে উম্মুল কিতাব।

উম্মুল কিতাব বলতে সেই কিতাব বুঝানো হয়েছে যাতে অকাট্য তাকদির রয়েছে। কেননা, শর্তযুক্ত তাকদিরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্ত পূর্ণ করবে কি, করবে না। তাই চূড়ান্ত তাকদিরে অকাট্য ফায়সালা লিখা হয়। হাদিসে বলা হয়েছে –

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَلْمَانَ)

অর্থ : দো'আ ব্যতীত অন্য কিছু ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না। এবং সৎকাজ ছাড়া অন্য কিছু হায়াত বাড়াতে পারে না। (তিরমিজি, ২১৩৯)

এই হাদিসের মূল কথা এটাই যে, শর্তযুক্ত তাকদির এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে।

তাকদিরের স্তর

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন, তাকদিরের চারটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে। যথা–

১. **আল্লাহ তাআলার জ্ঞান** : মাখলুকাত সৃষ্টির পূর্বে তিনি অনাদিকাল থেকে জানেন যে, কে কী করবে। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। (সূরা মুলক, ১৪)

২. **আল্লাহ তাআলার লিখন** : হাদিস শরিফে আছে, আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে মাখলুকাতের তাকদির লিখে রেখেছেন। (মুসলিম) অন্য হাদিসে আছে, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে বললেন, লেখ। কলম বলল, কী লিখব : তিনি বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৃষ্টির তাকদির লিখ। (বুখারি)

৩. **আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা** : বান্দার প্রতিটি কাজ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ বান্দার ইচ্ছার সাথে আল্লাহর ইচ্ছা যুক্ত না হলে কোনো কাজ অস্তিত্ব পায় না।

৪. **আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি** : তাকদিরের সর্বশেষ পর্যায় হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক কাজটিকে সৃষ্টি করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– {وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ} প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও। (সুরা সফফাত, ৯৬)

তবে এ স্তরগুলো হলো মুতলাক তাকদিরের। যা একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। আর খাস তাকদির সম্পর্কে হাদিস শরিফে আছে, মায়ের পেটে প্রত্যেক মানব শিশুর রিজিক, মৃত্যুর সময় ইত্যাদি লেখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়।

তাকদিরের রহস্য

মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা সত্য বা মিথ্যার পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে তাকদিরের অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তাআলা লিখেছেন বিধায় আমরা সেভাবে করি এবং সে কারণে আমরা বাধ্য। কেননা, তাতে পাপ কাজ করলে বান্দার কোনো দোষ থাকে না। বরং তাকদির লেখার অর্থ হলো– যেহেতু, আল্লাহ তাআলা অনাদি ও অনন্ত ইলমের মালিক। তাই তিনি জানেন যে, এ বান্দা পৃথিবীতে যাওয়ার পর কোন কোন কাজ স্বেচ্ছায় আর কোন কোন কাজ নিরুপায় হয়ে করবে। আর আল্লাহ তাআলা তার জ্ঞান অনুযায়ী তাকদির লিখে রেখেছেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলার ইলমে কোনো ভুল নেই, তাই আমাদের সকল কাজ শতভাগ তাকদির মোতাবেক হয়ে থাকে। আমরা যদি ইমানের সাথে ভালো কাজ করি তাহলে নাজাত পাবো। আর কেউ যদি ঈমানদার না হয় তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে।

তাকদিরে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাকদির বিশ্বাস করা ইমানের অঙ্গ। কেননা মহানবি (ﷺ) ইমানের পরিচয়ে ছয়টি বিষয়ের মধ্যে তাকদিরে বিশ্বাসের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তাকদিরের ভালো-মন্দ সব আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি।

لِكَيْ لَا تَاسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ ـ الخ

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকদির নির্ধারণ করে তার কথা তোমাদেরকে বলে দিলেন এ কারণে যে, যাতে তোমরা বঞ্চিত বিষয়ে দুঃখ না পাও এবং অর্জিত বিষয়ে বেশী খুশি বা অহংকারী না হও। ইবনে কাসির র. বলেন, যাতে তোমরা নেয়ামত পেয়ে ফখর না কর। কেননা, এ নেয়ামত তোমাদের নেকির ফসল নয়, বরং তা আল্লাহ তাআলা দান এবং তাকদির। আল্লাহ তাআলা কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। হযরত ইকরিমা (رضي الله عنه) বলেন, সকলেই খুশি হয় বা চিন্তিত হয়। তাই তোমরা খুশিকে শোকর এবং চিন্তাকে সবরে পরিণত কর। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। যেমনঃ হযরত সাবেত বিন কায়েস ইবনে শাম্মাম (رضي الله عنه) বলেন, আমি একদা নবি (ﷺ)-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন এবং অহংকার ও তার অশুভ পরিণামের কথা উল্লেখ করলে আমি কেঁদে ফেললাম। তখন রাসুল (ﷺ) বললেন, তুমি কাঁদছ কেন ? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল ! আমি সৌন্দর্য পছন্দ করি। এমন কি আমার জুতার ফিতাটা সুন্দর হোক এটাও আমি ভালো মনে করি। তখন নবি (ﷺ)

বললেন, তোমার বাহন ও বাড়ি সুন্দর হোক এটা মনে করা অহংকার নয় ; বরং অহংকার হলো মানুষকে লাঞ্ছিত করা এবং সত্যকে পদদলিত করা। (রুহুল মাআনি)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. যাবতীয় ঘটনা তাকদিরে লেখা আছে ;
২. তাকদির সকল সৃষ্টির পূর্বে লেখা হয়েছে ;
৩. তাকদির নির্ধারণ আল্লাহ তাআলার জন্য সহজ ;
৪. তাকদিরের হেকমত হলো যাতে মানুষ চিন্তিত বা অহংকারী না হয় ;
৫. আল্লাহ তাআলা কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না ;
৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস ও ইমানের একটি রোকন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখার হুকুম কী?

ক. فرض   খ. واجب

গ. سنة   ঘ. مستحب

২. يسير শব্দটি কোন বাব থেকে ব্যবহৃত?

ক. نصر   খ. ضرب

গ. كرم   ঘ. فتح

৩. তাকদির কত প্রকার?

ক. দুই   খ. তিন

গ. চার   ঘ. পাঁচ

৪. তাকদিরের স্তর কয়টি?

ক. তিন   খ. চার

গ. পাঁচ   ঘ. ছয়

৫. تقدير শব্দের অর্থ কী?

ক. নির্ধারণ করা

খ. বিশ্বাস স্থাপন করা

গ. পরিমাপ করা

ঘ. গণনা করা

৬. তাকদিরে মুবরাম কোনটি?

ক. চূড়ান্ত
খ. ঝুলন্ত
গ. পরিবর্তনশীল
ঘ. শর্তযুক্ত

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. تقدير কাকে বলে? تقدير কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা করো।

২. তাকদিরের স্তর কয়টি ও কী কী? আলোচনা করো।

৩. তাকদিরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

৪. সুরা হাদিদের ২২ ও ২৩ নং আয়াত অর্থসহ লেখ।

২য় পরিচ্ছেদ

ইবাদত

১ম পাঠ : সালাত

সালাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ইমানের পরেই এর অবস্থান। গুনাহ মাফ এবং আত্মিক উন্নতির জন্য সালাতের ভূমিকা অপরিসীম। ফরজের পাশাপাশি নফল সালাতের মধ্যে তাহাজ্জুদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সালাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

অনুবাদ	আয়াত
▪ তুমি সালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ। (সূরা হুদ- ১১৪)	١١٤– وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ. (سورة هود:١١٤)
▪ সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন তিলাওয়াত পরিলক্ষিত হয়। ▪ এবং রাতের কিছু অংশে ইবাদত করবে, এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা ইসরা : ৭৮-৭৯)	٧٨– اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا. ٧٩– وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (سورة الإسراء : ٧٨–٧٩)

تحقيق الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

أقم : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإقامة মাদ্দাহ ق + و + م জিনস أجوف واوي অর্থ- তুমি প্রতিষ্ঠা কর।

حسنات : শব্দটি বহুবচন, একবচনে حسنة অর্থ- পূণ্যসমূহ।

يذهبن : ছিগাহ جمع مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإذهاب মাদ্দাহ ذ + ه + ب জিনস صحيح অর্থ- তারা দূর করে দেয়।

سيئات : শব্দটি বহুবচন, একবচনে سيئة অর্থ- পাপসমূহ।

ذاكرين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الذكر মাদ্দাহ ذ + ك + ر জিনস صحيح অর্থ- স্মরণকারীগণ।

مشهودا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব سمع মাসদার الشهود মাদ্দাহ ش + ه + د জিনস صحيح অর্থ- পরিলক্ষিত।

فتهجد : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التهجد মাদ্দাহ ه + ج + د জিনস صحيح অর্থ- তুমি রাতে সালাত আদায় কর।

أن يبعثك : এখানে أن শব্দটি حرف ناصب আর ك শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার البعث মাদ্দাহ ب + ع + ث জিনস صحيح অর্থ- তিনি আপনাকে পৌঁছে দিবেন।

محمودا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব سمع মাসদার الحمد মাদ্দাহ ح + م + د জিনস صحيح অর্থ- প্রশংসিত।

তারকিব

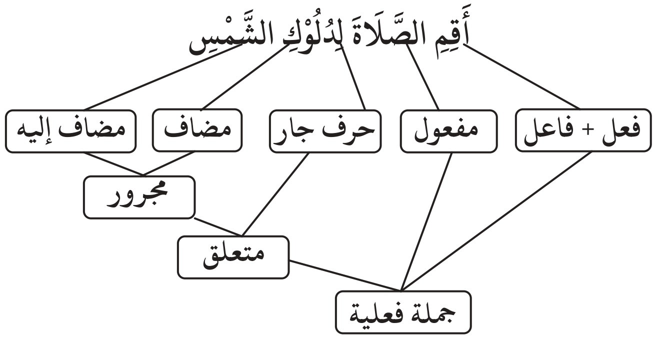

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তাআলা দিনের দুই প্রান্তে সালাতের নির্দেশের সাথে সাথে সৎকাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং সালাতে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহ পাক তাহাজ্জুদ সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, আর তা রাসুল (ﷺ)-কে মাকামে মাহমুদে পৌঁছতে সহযোগিতা করবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

টীকা

اَقِمِ الصَّلٰوةَ ... الخ : তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা কর। এখানে إقامة الصلاة এর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয় রয়েছে। যথা-

১. যথাসময়ে সালাত আদায় করা ;
২. সালাতের ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ পালন করা ;
৩. خشوع ও خضوع সহ সালাত আদায় করা।

طرفي النهار و زلفا من الليل

দিনের দুই প্রান্তের সালাতের কথা বলা হয়েছে। আর দিনের দুই প্রান্তের সালাত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, صلاة الصبح বা ফজরের সালাত ও মাগরিবের সালাত। আর زلفا من الليل রাতের কিছু অংশ। এখানে রাতের কিছু অংশ দ্বারা صلاة المغرب والعشاء অর্থাৎ, মাগরিব ও এশার সালাতকে বুঝানো হয়েছে।

إن الحسنات يذهبن السيئات

এখানে সালাত আদায় করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে এর উপকারিতাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ৫ ওয়াক্ত সালাত অন্যান্য সগিরাহ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

إن الحسنات يذهبن السيئات অর্থাৎ, সৎকাজ পাপ কাজকে মিটিয়ে দেয়।

তবে ইমাম কুরতুবি (রহ.) এর মতে, সৎকাজ বলতে জিকিরসহ যাবতীয় আমলকে বুঝানো হয়েছে।

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل

সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত আদায় করুন। অধিকাংশ তাফসিরকারকদের মতে এখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা বলা হয়েছে। لدلوك الشمس إلى غسق الليل এর মধ্যে জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার কথা বলা হয়েছে। আর وقرآن الفجر বলে ফজরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে।

সালাতের পরিচয়

সালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো দোআ, রহমত, এসতেগফার ও তাসবিহ। শরিয়তের পরিভাষায়– নির্ধারিত ঐ ইবাদতকে সালাত বলা হয়- যা তাকবির দিয়ে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়।

সালাতের গুরুত্ব

সালাত হলো ইসলামি শরিয়তের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। সময়মত সঠিকভাবে সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। সালাতের এতই গুরুত্ব রয়েছে যে, সালাত আদায় না করলে তাকে কাফেরের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন – من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمّة الله অর্থ : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাত ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়। (সহিহুত তারগিব, ৫৬৯)

সালাতের ফজিলত

ইসলামে সালাতের ফজিলত অনেক বেশি। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাতের ফজিলত বুঝাতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–(الترميذي) مفتاح الجنة الصلاة

অর্থ : সালাত জান্নাতের চাবি। (তিরমিজি, ০৪)

সালাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি : সালাত ফরজ হওয়ার শর্ত চারটি। যথা–

১. মুসলমান হওয়া।
২. বালেগ হওয়া।
৩. আকেল হওয়া।
৪. হায়েজ ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত তথা সালাতের বাহিরের ফরজ সাতটি। যথা–

১. শরীর পাক ;
২. কাপড় পাক ;
৩. সালাতের জায়গা পাক ;
৪. সতর ঢাকা ;
৫. কেবলামুখী হওয়া ;
৬. সালাতের সময় হওয়া ;
৭. সালাতের নিয়ত করা।

সালাতের রোকন : সালাতের রোকন তথা ভিতরের ফরজ ছয়টি। যথা –

১. তাকবিরে তাহরিমা বলা;
২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা;
৩. কিরাত পড়া;
৪. রুকু করা;
৫. সাজদা করা;
৬. শেষ বৈঠক করা।

সালাতের সংখ্যা ও রাকাত সংখ্যা : দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে **১৭** রাকাত ফরজ সালাত আদায় করতে হবে। সালাতগুলো হলো–

১. জোহর – চার রাকাত (ফরজ)।
২. আসর – চার রাকাত (ফরজ)।
৩. মাগরিব – তিন রাকাত (ফরজ)।
৪. এশা – চার রাকাত (ফরজ)।
৫. ফজর – দুই রাকাত (ফরজ)।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় : নিম্নে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়ের বর্ণনা দেওয়া হলো –

১. ফজর : সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত।

২. জোহর : সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলেপরার পর থেকে কোনো কিছুর মূল ছায়া ব্যতীত উহার ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

৩. আসর : জোহরের ওয়াক্ত শেষ হবার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।

৪. মাগরিব : সূর্যাস্তের পর থেকে আকাশের লালিমা ডুবা পর্যন্ত।

৫. এশা : মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। তবে উত্তম সময় হচ্ছে রাতের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে আদায় করা।

সালাতের হারাম ও মাকরুহ ওয়াক্ত : তিন সময়ে সালাত আদায় করা হারাম। আর তা হলো –

১. যখন সূর্য উদিত হয়, তা এক বল্লম পরিমাণ উপরে উঠার পূর্ব পর্যন্ত। (পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়া পর্যন্ত)
২. যখন সূর্য মাথার উপরে থাকে, যতক্ষণ না তা হেলে পড়ে।
৩. সূর্য যখন ডুবতে থাকে, যতক্ষণ না তা পূর্ণ অস্তমিত হয়।

চার সময় সালাত আদায় করা মাকরুহ। আর সে মাকরুহ সময়গুলো হলো –

১. সুবহে সাদিক ও ফজরের সালাতের মাঝে দুই রাকাত সুন্নাত ছাড়া আর কোনো সালাত আদায় করা মাকরুহ।

২. ফজরের ফরজের পর কোনো সালাত আদায় করা মাকরুহ, যতক্ষণ না সূর্য উঠে।

৩. আসরের ফরজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সালাত আদায় করা মাকরুহ।

৪. ঈদের সালাতের পূর্বে যেকোন স্থানে এবং ঈদের সালাতের পরে ইদগাহে নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ।

আয়াতের শিক্ষা

১. সালাত কায়েম করা ও সঠিক সময়ে আদায় করা ফরজ।

২. আল কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়ের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা আছে।

৩. পূণ্যের মাধ্যমে পাপ দূর করা যায়।

৪. মুমিনদেরকে নেক কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

৫. মানবজীবনে তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ বাক্যে الشمس শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক . مضاف　　　　খ. مضاف إليه

গ. صفة　　　　ঘ. بيان

২. الصلاة এর শাব্দিক অর্থ কোনটি?

ক. দোআ করা　　　　খ. কান্নাকাটি করা

গ. যিকির করা　　　　ঘ. তাকবির বলা

৩. জান্নাতের চাবি কোনটি?

ক. সালাত　　　　খ. সাওম

গ. জাকাত　　　　ঘ. হজ্ব

৪. সালাতের রোকন কয়টি?

ক. ৫　　　　খ. ৬

গ. ৭　　　　ঘ. ৮

৫. يُذهِبن শব্দের باب কী?

ক. نصر　　　　খ. ضرب

গ. إفعال　　　　ঘ. تفعيل

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লেখ।

২. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ আয়াতাংশের মর্মার্থ বর্ণনা করো।

৩. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ আয়াতাংশে কোন কোন নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

৪. সালাত কাকে বলে? সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করো।

৫. সালাতের বাইরের ও ভেতরের ফরজ কয়টি ও কী কী? আলোচনা করো।

৬. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় আলোচনা করো।

৭. সালামের হারাম ও মাকরুহ ওয়াক্ত বর্ণনা করো।

২য় পাঠ

সাওম

সাওম ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এতে দেহ ও মন রোগব্যাধি ও কুপ্রবৃত্তির আক্রমণ হতে মুক্তি লাভ করে। তাইতো প্রতিবছর এক মাস সাওম পালন করা এই উম্মতের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবশ্য এ নির্দেশ কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।	١٨٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ.
▪ সিয়াম পালন করতে হয় নির্ধারিত কিছুদিনে, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটা যাদেরকে আতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য হচ্ছে একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্য (ফিদইয়া) দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে এটা তার পক্ষে অধিক কল্যাণময়। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে। (সূরা বাকারা, ১৮৩-১৮৪)	١٨٤- اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍ ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ. (سورة البقرة : ١٨٣-١٨٤)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

كتب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব نصر মাসদার الكتابة মাদ্দাহ ك + ت + ب জিনস صحيح অর্থ- লিখে দেওয়া হয়েছে।

تتقون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و + ق + ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা ভয় করছো।

معدودات : ছিগাহ جمع مؤنث বাহাছ اسم مفعول বাব نصر মাসদার العد মাদ্দাহ ع + د + د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- গণনাকৃত।

يطيقونه : এখানে ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإطاقة মাদ্দাহ ط + و + ق জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা উহার ক্ষমতা রাখে।

تطوع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التفعل মাদ্দাহ ط + و + ع জিনস أجوف واوي অর্থ- সে সেচ্ছায় করে।

أن تصوموا : أن শব্দটি মাসদারিয়া। ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الصوم মাদ্দাহ ص+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা সাওম রাখ।

তারকিব

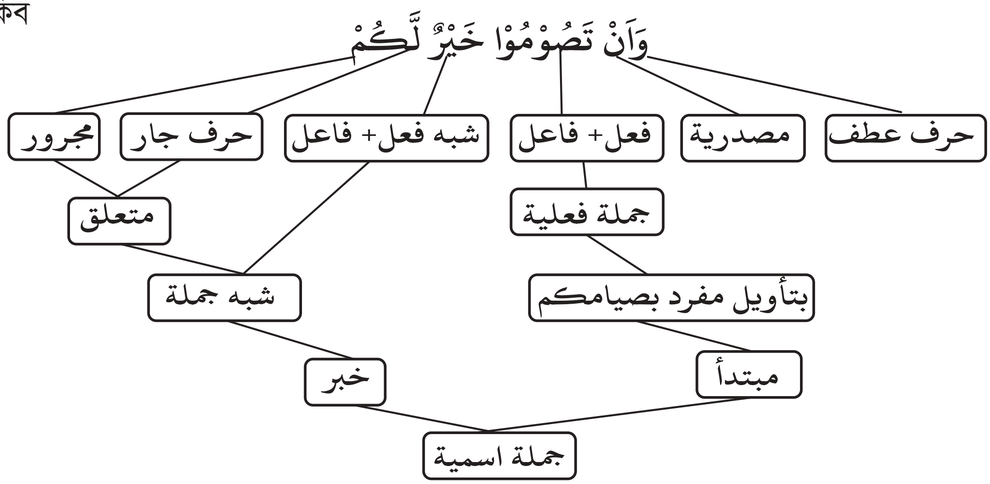

মূলবক্তব্য

আত্মশুদ্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো সাওম। পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় এ উম্মতের উপরও সাওম ফরজ করা হয়েছে। তবে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। তদুপরি অসুস্থ এবং মুসাফিরদের কষ্ট আর অতিবৃদ্ধদের অপারগতার কথা চিন্তা করে হুকুমের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাপকতা ও শিথিলতা দেওয়া হয়েছে। এ কথাই আলোচনা করা হয়েছে বক্ষ্যমাণ আয়াতে।

শানে নুজুল

আল্লামা ইবনে জারির তবারি র. স্বীয় তাফসির গ্রন্থ جامع البيان এ বর্ণনা করেছেন, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (رضي الله عنه) বলেন, রাসুল (ﷺ) প্রথম যখন মদিনায় আসলেন তখন আশুরার সাওম ও প্রতিমাসের তিনটি সাওম (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) রাখতেন। অতঃপর দ্বিতীয় বছরেই আল্লাহ তাআলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ থেকে فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ পর্যন্ত নাজিল করলেন। এতে যে ইচ্ছা সাওম রাখলো, যে ইচ্ছা সাওম ভঙ্গ করে মিসকিন কে খানা খাওয়ালো। অতঃপর পরবর্তী বছর আল্লাহ তাআলা ফিদইয়ার বিধান চির রুগ্ন ও অতিশয় বৃদ্ধ যাদের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাদের জন্য জারি রেখে সুস্থ মুকিমদের জন্য সাওম পালন ফরজ করে নাজিল করলেন– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...الخ

টীকা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ : হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদির উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে। হাদিস শরিফে আছে, ইসলাম পাঁচটি টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা-

১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) তার রাসুল।

২. সালাত কায়েম করা;

৩. জাকাত প্রদান করা;

৪. সাওম পালন করা;

৫. হজ আদায় করা। সুতরাং বুঝা গেল, সাওম ইসলামের একটি রোকন ও ফরজ ইবাদত। যা ধনী, গরিব সকলের উপরই ফরজ।

صوم (সাওম) এর পরিচয়

صوم শব্দটি মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো – الإمساك عن الشيء কোনো কিছু হতে বিরত থাকা, الترك পরিত্যাগ করা।

পরিভাষায় সাওম হলো

هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

অর্থাৎ সাওমের নিয়তে ফজরের উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকাকে সাওম বলে। (روائع البيان)

সাওমের রোকন

সাওমের রোকন হলো একটি। যথা – সাওম ভংগ হয় এমন কাজ পরিহার করা।

সাওমের শর্ত : সাওমের শর্ত তিন প্রকার । যথা–

১. **সাওম ফরজ হওয়া শর্ত :** এ প্রকার শর্ত তিনটি। যথা–

(ক) মুসলমান হওয়া;

(খ) জ্ঞানবান হওয়া;

(গ) বালেগ হওয়া।

২. **সাওম আদায় ফরজ হওয়ার শর্ত :** এ প্রকার শর্ত দুই টি । যথা–

ক. সুস্থ হওয়া ;

খ. মুকিম হওয়া।

৩. **সাওম আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত :** এ প্রকার শর্ত দুইটি। যথা –

ক. হায়েজ ও নিফাস হতে পবিত্র হওয়া ;

খ. নিয়ত করা।

বিঃ দ্রঃ মনে মনে সাওমের সংকল্প করাই নিয়ত। সাহরি খাওয়া নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে যদি খাওয়ার সময় অন্য নিয়ত না থাকে। ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে নিয়ত কমপক্ষে দুপুরের আগে করতে হবে। কিন্তু, কাজা সাওম হলে নিয়ত রাতেই করা শর্ত। তবে জমহুর আলেমগণের মতে ফরজ রোজার নিয়ত ও রাতের মধ্য করতে হবে।

(كتاب الفقه على المذاهب الأربعة)

সাওমের প্রকারভেদ : সাওম মোট ছয় প্রকার। যথা–

(১) ফরজ সাওম। যেমন রমজানের সাওম (আদা ও কাজা)।

(২) ওয়াজিব সাওম। যেমন মানতের সাওম ও কাফফারার সাওম।

(৩) সুন্নত সাওম। যেমন, আশুরার সাওম।

(৪) মুস্তাহাব সাওম। যেমন, আইয়্যামে বিজের সাওম। প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম, শাওয়ালের ৬ সাওম, আরাফাতের দিনের সাওম (যারা হজ্জ করছে না তাদের জন্য)

(৫) মাকরুহ সাওম। যেমন, শুধু শনিবার সাওম পালন করা এবং সাওমে বেছাল রাখা।

(৬) হারাম সাওম। যেমন, দুই ইদের দিনের সাওম এবং কুরবানির ঈদের পরের তিন দিনের সাওম।

(الفقه الميسر)

সাওমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হজরত মুজাহিদ (র.) বলেন, كتب الله صوم شهر رمضان على كل أمة অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সকল উম্মতের উপরই রমজানের সাওম ফরজ করেছেন। (রুহুল মাআনি) সে ধারাবাহিকতায় যখন ইহুদিদের উপর রমজানের সাওম ফরজ করা হলো, তখন তারা ভ্রান্ত হয়ে উহা পরিত্যাগ করলো এবং এর পরিবর্তে আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন করে সাওম নিজেদের উপর চাপিয়ে নিল। (কুরতুবি ও আলুসি) এভাবে নাসারাদের উপরও রমজানের সাওম ফরজ করা হয়েছিল। (কুরতুবি) ইমাম গাজালি (র.) বলেন, নাসারাদের সাওম সন্ধ্যারাত থেকে শুরু করে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পালন করতে হতো। কিন্তু সাওম বেশি হওয়ায় কষ্ট হেতু দিন দিন তারা উহা পরিত্যাগ করে ভ্রষ্ট হলো। অতঃপর মুসলমানদের উপর প্রথমত আশুরার সাওম ও প্রতিমাসে তিনটি করে সাওম ফরজ করা হয়েছিল। এ সাওম নাসারাদের সাওমের মতো এক সন্ধ্যা হতে পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখতে হত। কেউ একবার ঘুমিয়ে পড়লে পরবর্তী দিন সন্ধ্যা ছাড়া আর পানাহার করা যেত না। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে রমজানের সাওম ফরজ করা হলে আশুরা ও প্রতিমাসের তিন দিনের সাওম মানসুখ হয়ে যায়। তবে রমজানের সাওম ফরজ করার প্রথম দিকে সাওম ও ফিদিয়া প্রদানের মাঝে এখতিয়ার ছিল। যে ইচ্ছা সাওম রাখতো, আবার যে ইচ্ছা মিসকিনকে খাবার দিয়ে সাওম ভঙ্গ করত। পরবর্তী বছর ফিদিয়া প্রদানের বিধান কেবল সাওম রাখতে অক্ষম অসুস্থ ও বৃদ্ধদের জন্য বাকি রেখে অবশিষ্ট সকলের জন্য রমজানের সাওম পালন বাধ্যতামূলক করা হলো। সাওমের সময়সীমা কমিয়ে ফজর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত করা হলো। (কুরতুবি)

২০২৩

তখন নাজিল হলো-

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থ : আর তোমরা পানাহার করতে থাকো, যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে। (সূরাতুল বাকারাহ, ১৮৭)

অতঃপর মুসলমানদের সাওমের পরিমাণ ও সময়সীমা সব চূড়ান্ত হলো। এটা সাওমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

যাতে তোমরা বাঁচতে পারো বা যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো। এ আয়াতাংশে সাওম ফরজ করার হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, সাওম তার পালনকারীকে পাপ থেকে বাঁচানোর মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচায়। হাদিস শরিফে আছে الصوم جنة ما لم يخرقها قيل بما يخرقها ؟ قال بكذب أو غيبة

অর্থাৎ রাসুল (ﷺ) বলেন, সাওম (জাহান্নাম হতে) ঢাল স্বরূপ। যতক্ষণ সাওম পালনকারী উহাকে না ছিদ্র করে। বলা হলো উহাকে কিসে ছিদ্র করে? তিনি বললেন, মিথ্যা কথা ও গিবত।

অথবা আয়াতাংশের অর্থ হবে- যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো। কেননা, সাওম মানুষের শাহওয়াত তথা জৈবিক শক্তিকে দুর্বল করে। ফলে গুনাহ কমে যায় এবং ব্যক্তিকে মুত্তাকি হতে সাহায্য করে। সাওম দ্বারা তাকওয়া অর্জন ছাড়াও এর অনেক ফজিলত রয়েছে।

সাওমের ফজিলত

(১) হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (ﷺ) বলেন–

من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (رواه البخاري ومسلم)

যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রমজানের সাওম রাখবে তার পিছনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

রুগ্ন ব্যক্তি ও মুসাফিরের সাওম

যদি কোনো রুগ্ন ব্যক্তি সাওম পালন করার কারণে তার রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে সে সাওম ভঙ্গ করতে পারবে। তবে অবশ্যই পরে আদায় করতে হবে। আর মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় সাওম না রেখে পরে কাজা করে নিতে পারবে। তবে সফর যদি কষ্টকর না হয় তাহলে সাওম পালন করা উত্তম। আর সফর যদি কোনো অন্যায় কাজের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে ঐ মুসাফিরের জন্য সাওম ভঙ্গ করা হারাম।

ফিদিয়ার পরিমাণ

ফিদিয়া এর পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রত্যেকটি ফিদিয়া একটি ফিতরার সমান। অর্থাৎ, প্রত্যেক দিন এক সা খেজুর বা অর্ধ সা গম ফিদিয়া হিসেবে প্রদান করতে হবে।

আয়াতের শিক্ষা

১. পূর্ববর্তী উম্মতরাও সাওম রেখেছেন;
২. সাওম দ্বারা তাকওয়া অর্জিত হয়;
৩. স্বেচ্ছায় নফল কাজ করা উত্তম;
৪. অসুস্থ ও মুসাফির সাওম না রাখলে তা পরে আদায় করে নিবে;
৫. যে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে সে তার প্রতি রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে ফিদিয়া দিবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১। সাওমের মূল লক্ষ্য কী?

ক.খাদ্য সাশ্রয় করা　　খ. পারিবারিক খরচ কমানো
গ. আত্মশুদ্ধি করা।　　ঘ. স্বাস্থ্য কমানো।

২। الصوم শব্দটি কোন باب এর মাসদার?

ক. نصر　　খ. ضرب
গ. فتح　　ঘ. كرم

৩। সাওম ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি?

ক. ২　　খ. ৩
গ. ৪　　ঘ. ৫

৪। সাওমের বিধান কত হিজরিতে চালু হয়?

ক. ১ম   খ. ২য়

গ. ৩য়   ঘ. ৪র্থ

৫। সাওমের নিয়ত করার হুকুম কী?

ক. فرض   খ. واجب

গ. سنة   ঘ. مستحب

৬. تتقون শব্দটির মাদ্দাহ কী?

ক. تقي   খ. وقي

গ. تقو   ঘ. تقن

৭. নিচের কোনটি ওয়াজিব সাওম?

ক. রমজানের সাওম   খ. মানতের সাওম

গ. আশুরার সাওম   ঘ. সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম

৮. রমজানের সাওমের পূর্বে মুসলমানদের ওপর কোন সাওম ফরজ ছিল?

ক. আশুরার সাওম   খ. সোমবারের সাওম

গ. আরাফাতের সাওম   ঘ. মানতের সাওম

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...الخ এর শানে নুযুল বর্ণনা করো।

২. সাওম এর পরিচয় ও রোকন উল্লেখ করো।

৩. সাওমের শর্ত কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করো।

৪. সাওম কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা করো।

৫. সাওম এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো।

৬. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ এর ব্যাখ্যা লেখ।

৭. কুরআন ও হাদিসের আলোকে সাওমের ফযিলত আলোচনা করো।

৮. রুগ্ন ও মুসাফির ব্যক্তির সাওমের বিধান বর্ণনা করো।

৩য় পাঠ

জাকাত

জাকাত ইসলামি সমাজের অর্থনীতির মৌলিক উৎস এবং ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। সম্পদকে পবিত্র করতে, মনকে কৃপণতা থেকে মুক্ত রাখতে, গরিবকে সাহায্য করতে এবং পরকালের সম্বল জোগাড় করতে জাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। এ সম্পর্কে কুরআনি ফরমান হলো–

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা। (সূরা বাকারা, ১১০)	وَاَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَمَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِکُمۡ مِّنۡ خَیۡرٍ تَجِدُوۡہُ عِنۡدَ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ. (سورة البقرة:١١٠)
▪ তাদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে দোয়া করবে। তোমার দোয়া তো তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা তাওবা–১০৩)	خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَتُزَکِّیۡہِمۡ بِہَا وَصَلِّ عَلَیۡہِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّہُمۡ ؕ وَاللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ (سورة التوبة:١٠٣)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

أقيموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإقامة মাদ্দাহ ق + و + م জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা প্রতিষ্ঠা কর।

وآتوا : و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ ء + ت + ي জিনস مركب অর্থ- তোমরা আদায় করো।

وما تقدموا : و শব্দটি حرف عطف আর ما শব্দটি اسم جازم ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التقديم মাদ্দাহ ق + د + م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা যা আগে পাঠাও।

تعملون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার العمل মাদ্দাহ ع + م + ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা আমল করো।

بصير : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة এটি আল্লাহ তাআলার একটি নাম। অর্থ সর্বদ্রষ্টা।

خذ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الأخذ মাদ্দাহ أ + خ + ذ জিনস مهموز فاء অর্থ- আপনি গ্রহণ করুন।

تطهرهم : هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التطهير মাদ্দাহ ط + ه + ر জিনস صحيح অর্থ- আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন।

وتزكيهم : و শব্দটি حرف عطف এবং هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التزكية মাদ্দাহ ز + ك + ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আর আপনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।

و صل : و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার الصلاة মাদ্দাহ ص + ل + و জিনস ناقص واوي অর্থ- আর আপনি দোআ করুন।

سميع : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة মাসদার السمع মাদ্দাহ س + م + ع জিনস صحيح অর্থ- সর্বশ্রোতা।

عليم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة মাসদার العلم মাদ্দাহ ع + ل + م জিনস صحيح অর্থ- সর্বজ্ঞানী।

তারকিব

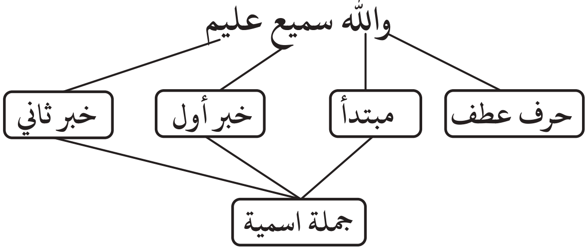

মূল বক্তব্য

আলোচ্য পাঠের সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারিমাগুলোর সারমর্ম হলো–জাকাত আল্লাহ তাআলার মহান আদেশ। ইহা আদায় করলে পরকালে তার সাওয়াব পাওয়া যাবে। সে পুরস্কারটা হবে অতি মহান। তাই শাসকবর্গের কর্তব্য হলো জনগণের নিকট থেকে জাকাত আদায় করা এবং জনগণের কর্তব্য হলো আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য প্রকাশার্থে ইখলাসের সাথে জাকাত প্রদান করা। কেননা এটাই সঠিক দ্বীনদারি।

টীকা

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ .... الخ :

সুরা বাকারার ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও আর যে ভালো কাজ তোমরা পূর্বে প্রেরণ করবে তা অবশ্যই আল্লাহর নিকট পাবে। আল্লাহ তাআলা সৎ কর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। তাই আমাদের বেশি বেশি নেক কাজ করে আখেরাতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করা উচিত। কেননা হাদিসে বলা হয়েছে, যা তুমি আগে পাঠিয়ে দিবে সেটা তোমার সম্পদ। আর যা রেখে যাবে তা তোমার ওয়ারিশদের সম্পদ। তাই আমাদের সৎ ও সুন্দর জীবন গঠন করা উচিত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, ১৮)

জাকাত -এর পরিচয়

তাফসিরে রুহুল মায়ানিতে বলা হয়েছে, জাকাত শব্দটি অভিধানে বৃদ্ধি পাওয়া এবং পবিত্র হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা জাকাত দিলে সম্পদের বরকত হয় এবং তা সম্পদকে অপবিত্রতা হতে আর আত্মাকে কৃপণতা হতে পবিত্র রাখে।

পরিভাষায়- বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে নিয়ম অনুযায়ী সম্পদের নির্ধারিত অংশ তার হকদারের মালিকানায় দিয়ে দেওয়াকে জাকাত বলে।

জাকাতের হুকুম

জাকাত ইসলামের পাঁচটি রোকনের একটি। নিয়ম অনুযায়ী জাকাত দেওয়া ফরজে আইন। এটি হিজরি ২য় সনে ফরজ হয়। ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দলিল বিদ্যমান রয়েছে। জাকাত অস্বীকারকারী কাফের।

জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি

জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যক।

১. মুসলমান হওয়া;

২. স্বাধীন হওয়া;

৩. জ্ঞানবান হওয়া;

৪. পূর্ণাঙ্গ মালিকানা থাকা;

৫. মালের নেসাব পূর্ণ হওয়া;

৬. মাল মৌলিক প্রয়োজনীয় না হওয়া ;

৭. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ বাদে নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হওয়া;

৮. হিজরি বর্ষ পূর্ণ হওয়া।

জাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

জাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত। সুতরাং হাদিয়া বা দানের নিয়তে কাউকে কোন কিছু দেয়ার পর গ্রহীতা তা ব্যয় করে ফেললে তখন যাকাতের নিয়ত করা যাবে না। তবে মনে মনে যাকাতের নিয়তে কোন অভাবী ব্যক্তিকে উপহার হিসেবে যাকাতের মাল দিলে যাকাত আদায় হবে।

যে সকল মালে জাকাত ফরজ হয়

পাঁচ প্রকার মালে জাকাত ফরজ হয়। যথা–

১। গৃহ পালিত পশু ;

২। স্বর্ণ– রৌপ্য বা নগদ অর্থ ;

৩। ব্যবসায়ের পণ্য ;

৪। খনিজ সম্পদ;

৫। ফল ও ফসল।

নেসাবের পরিমাণ

স্বর্ণের নেসাব হয় ৭.৫ ভরি হলে। রৌপ্যের নেসাব হয় ৫২.৫ ভরি হলে, গরু কমপক্ষে ৩০ টি, ছাগল কমপক্ষে ৪০টি এবং উট কমপক্ষে ৫টি হলে নেসাব হয়। আর ফসল কমপক্ষে ৫ ওয়াসাক বা ১৫ মণ হলে নেসাব পূর্ণ হয়।

জাকাতের পরিমাণ

স্বর্ণ-রৌপ্য, নগদ অর্থ বা ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে জাকাতের পরিমাণ শতকরা ২.৫ ভাগ। ফসল বৃষ্টির পানিতে হলে ১০ %, সেচ দিয়ে হলে ৫% ওয়াজিব।

জাকাতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

ইসলামে জাকাতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। ধনীদের জন্য বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে জাকাত দেওয়া ফরজে আইন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের ১৯টি সুরার ৩২ স্থানে সরাসরি জাকাত শব্দ উল্লেখ করেছেন। ইসলামে জাকাতের গুরুত্ব এতই বেশি যে, তা পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদিসে আখেরাতে শাস্তির ঘোষণা উল্লিখিত হয়েছে। রসুল (ﷺ) বলেন, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার জাকাত আদায় করে না, উক্ত মালকে কিয়ামতের দিন তার জন্য বিষধর সাপে পরিণত করা হবে, যার চোখের উপর কালো দাগ পড়ে গেছে, অতঃপর উক্ত সাপ স্বীয় চোয়ালদ্বয় দ্বারা তাকে কামড় মারবে এবং বলতে থাকবে আমি তোমার ধনভাণ্ডার, আমি তোমার মাল। (বুখারি)

জাকাত বণ্টনের খাতসমূহ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (سورة التوبة:٦٠)

আয়াত দ্বারা বুঝা যায় জাকাত পাওয়ার হকদার আট শ্রেণি। যথা-

১. ফকির ;
২. মিসকিন;
৩. জাকাত আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি ;
৪. এমন অমুসলিম যাদেরকে যাকাত দিলে ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা আছে ;
৫. দাসমুক্তির জন্যে ;

৬. ঋণে জর্জরিতদের জন্য ;

৭. আল্লাহর পথে ;

৮. অভাবগ্রস্থ মুসাফির।

যে সব লোকদের জাকাত দেওয়া যাবে না

১. নিজ সন্তান, নাতি-পুতি যত অধঃস্থন হোক ;

২. নিজ পিতা, মাতা ও দাদাকে যত ঊর্ধ্বতন হোক ;

৩. নিজ স্ত্রীকে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. জাকাত আদায় করা ফরজ ;

২. জাকাত প্রদান করা মুমিনের অন্যতম গুণ ;

৩. জাকাত বণ্টনের খাত আটটি ;

৪. জাকাত উসুল করা খলিফার দায়িত্ব ;

৫. জাকাত আদায়কারীর জন্য আখেরাতে আছে মহাপুরস্কার।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১। জাকাত কত হিজরিতে ফরজ হয়?

ক. ২য় খ.৩য়

গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম

২। কত প্রকার মালে জাকাত আবশ্যক?

ক. ৪ খ. ৫

গ. ৬ ঘ. ৭

২০২৫

৩। জাকাতের শতকরা পরিমাণ কত?

ক. ২.৫% খ. ৫%

গ. ১০% ঘ. ২০%

৪। নিচের কোনটি জাকাতের নেসাব **নয়?**

ক. ৭.৫ ভরি স্বর্ণ খ. ৫২.৫ ভরি স্বর্ণ

গ. ৫ টি উট ঘ. ১০টি গরু

৫। কুরআনের কত স্থানে زكاة শব্দটি উল্লেখ আছে?

ক. ৩০ খ. ৩২

গ.৩৫ ঘ. ৪০

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. জাকাত সম্পর্কিত একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

২. وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ ... الخ আয়াতটির অর্থ লেখ।

৩. জাকাত কাকে বলে? জাকাতের হুকুম বর্ণনা করো।

৪. জাকাত ফরজ হওয়ার ও আদায় হওয়ার শর্তাবলি কী? লেখ।

৫. কোন কোন সম্পদে জাকাত ফরজ হয়? পরিমাণ উল্লেখসহ বর্ণনা করো।

৬. জাকাতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করো।

৭. কাদেরকে জাকাত প্রদান করা যাবে এবং কাদেরকে প্রদান করা যাবে না? বর্ণনা করো।

৩য় পরিচ্ছেদ

আখলাক

ক. আখলাকে হাসানা বা সৎ চরিত্র

১ম পাঠ : তাকওয়া

মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। দুনিয়ায় সুন্দর জীবন যাপন এবং আখিরাতে মুক্তির জন্য তাকওয়ার গুরুত্ব অনেক। অধিক পরহেযগার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান। মানুষের উচিত মুত্তাকি বা পরহেজগার হওয়ার জন্য নিরন্তর সাধনা করা। এ সম্পর্কে কুরআনি ফরমান হলো–

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল। (সূরা আনফাল–২৯)	২৯– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجۡعَلۡ لَّكُمۡ فُرۡقَانًا وَّيُكَفِّرۡ عَنۡكُمۡ سَيِّاٰتِكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ وَاللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِيۡمِ . (سورة الأنفال:٢٩)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

امنوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ + م + ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা ইমান এনেছে।

تتقون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و + ق + ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা বেঁচে থাকবে।

يجعل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الجعل মাদ্দাহ ج + ع + ل জিনস صحيح অর্থ- সে করবে।

يكفِّر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التكفير মাদ্দাহ ك + ف + ر জিনস صحيح অর্থ- তিনি মিটিয়ে দিবেন।

يغفر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার المغفرة মাদ্দাহ غ + ف + ر জিনস صحيح অর্থ- তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

عظيم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ صفة مشبهة বাব كرم يكرم মাসদার العظمة মাদ্দাহ ع + ظ + م জিনস صحيح অর্থ- অতি মহান।

তারকিব

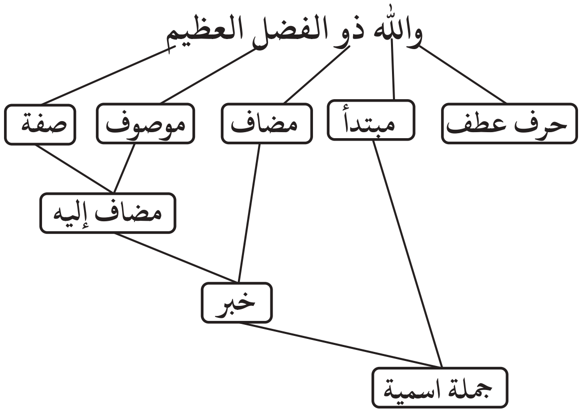

মূলবক্তব্য

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইমানদারদেরকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়ে তাকওয়ার সুফল ভোগ করার কথা বলেছেন। তাকওয়ার দ্বারা অপরাধ ও গুনাহ ক্ষমা হয়। কারণ, আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

তাকওয়ার পরিচয়

তাকওয়া মানে ভয় করা, বিরত থাকা, পরহেজগারিতা, বর্জন করা এবং যে কোনো রকম অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

পরিভাষায় – التقوى هو امتثال أوامر الله والاجتناب عن نواهيه

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আদেশসমূহ পালন করা ও তার নিষেধসমূহ বর্জন করাকে তাকওয়া বলে।

তাকওয়া অর্জনের উপায়সমূহ

১. সাওম বা রোজা পালন করা। যেমন : আল্লাহ বলেন–

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرة-١٨٣)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার। (সুরা বাকারা, ১৮৩)

২. ন্যায় বিচার করা। যেমন : আল্লাহ বলেন اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাৎ, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর। (সূরা মায়িদা, ০৮)

৩. সন্দেহযুক্ত বিষয় বা জিনিস বর্জন করা। যেমনঃ হযরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) বলেন–

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ التَّقْوٰى حَتّٰى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ

কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ তার মনে যা খটকা বাধে তা পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার শীর্ষে পৌঁছাতে পারে না।

৪. কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন;

৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ;

৬. সকল ইবাদতে নিয়তের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা;

৭. মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং আল্লাহর কথা স্মরণ ও ধ্যান করা;

৮. জাকাত আদায়;

৯. হজ্জ্ব পালন;

১০. অধিক সম্পদ অর্জনের নেশা থেকে বিরত থাকা;

১১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথানিয়মে যথাসময়ে আদায় করা;

১২. সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা ইত্যাদি।

مراتب التقوى বা তাকওয়ার স্তরসমূহ

আল্লামা কাজি নাসিরুদ্দিন বায়জাবি রহ. তাকওয়ার তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. শিরক থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে চিরস্থায়ী আজাব থেকে বেঁচে থাকা।

২. প্রত্যেক গুনাহ বা বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা। এমনকি কারো মতে, ছগিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকাও এ স্তরের তাকওয়াভুক্ত।

৩. মন মস্তিস্ককে আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা থেকে মুক্ত রেখে পরিপূর্ণ আগ্রহ ও ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা। মূলত এটাই প্রকৃত ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া।

মুফতি শফি রহ. বলেন, তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ও অলিগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ, অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তার সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা।

এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা বলেন –

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ (ال عمران - ١٠٢)

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না। (সূরা আল ইমরান, ১০২)

তাকওয়ার হক

তাকওয়ার হক প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), কাতাদাহ ও হাসান বসরি (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা। আনুগত্যের বিপরীতে কোনো কাজ না করা। আল্লাহকে সদা স্মরণ রাখা এবং কখনো ভুলে না হওয়া। সর্বদা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া। (বাহরে মুহিত)

আল্লাহ তাআলা বলেন, **فاتقوا الله ما استطعتم** অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।

তাফসিরে রুহুল মাআনিতে আছে– **اتقوا الله حق تقاته** আয়াতটি নাজিল হলে সাহাবায়ে কেরামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ আল্লাহর প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করার সাধ্য কার আছে ? এর পরিপ্রেক্ষিতে **فاتقوا الله ما استطعتم** আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাউস (র.) বলেন, **فاتقوا الله ما استطعتم** আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য হলো, পূর্ণশক্তি ব্যয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এভাবেই তাকওয়ার হক আদায় হবে।

তাকওয়ার উপকারিতা

১. ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন ;
২. গুনাহ ক্ষমা ও সুমহান পুরস্কার ;
৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় ;
;
৪. বিপদ মুক্তি ও নৈকট্য হাসিল ;
৫. দুঃখ–কষ্ট ও চিন্তা থেকে মুক্তি এবং প্রশস্ত রিজিকের ওয়াদা ;
৬. জান্নাত এর সফলতা ;
৭. আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ ;
৮. আল্লাহর রাগ থেকে মুক্তি।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. ইমানের দাবি করলেই তাকওয়াবান হওয়া যায় না ;
২. তাকওয়ার মাধ্যমে সত্য মিথ্যার পার্থক্য হয় ;
৩. তাকওয়া অর্জন করলে গুনাহ মাফ হয় ;
৪. আল্লাহর অনুগ্রহ সীমাহীন ;
৫. যিনি মুত্তাকি তিনিই প্রকৃত ইমানদার।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. تقوى অর্থ কী?

ক. ভয় করা
খ. মহব্বত করা
গ. আশা করা
ঘ. ঘৃণা করা

২. يتقون এর মাদ্দাহ কী?

ক. تقن
খ. يتق
গ. وقي
ঘ. قون

৩. তাকওয়ার স্তর কয়টি?

ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

৪. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ বাক্যে العظيم শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে।

ক. مضاف খ. مضاف إليه

গ. موصوف ঘ. صفة

৫. তাকওয়ার হাকিকাতে পৌঁছতে হলে কী করতে হয়?

ক. কুরআন তেলাওয়াত করা খ. সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করা

গ. নফল আমল করা ঘ. সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. তাকওয়ার ফযিলত সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

২. তাকওয়া (تقوى) এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করো।

৩. তাকওয়া অর্জনের উপায় বর্ণনা করো।

৪. তাকওয়ার স্তরসমূহ বর্ণনা করো।

৫. তাকওয়ার হক কী? আলোচনা করো।

৬. তাকওয়ার উপকারিতা বর্ণনা করো।

২য় পাঠ

আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি আনুগত্য

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমানের মজবুতির মাপকাঠি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার চাবি। এ সম্পর্কে কুরআনি ফরমান হলো–

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ▪ বলুন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল ইমরান: ৩১–৩২)	٣١- قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ٣٢- قُلۡ اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الۡكٰفِرِيۡنَ (سورة آل عمران:٣١-٣٢)
▪ হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসুলের এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের। অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রসুলের নিকট। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান এনে থাক, এটাই উত্তম এবং উপযুক্ত ব্যাখ্যা। (সূরা নিসা, ৫৯)	٥٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا. (سورة النساء:٥٩)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

تحبون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح + ب + ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা ভালোবাসবে।

اتبعوني : ني শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاتباع মাদ্দাহ ت + ب + ع জিনস صحيح অর্থ- তোমরা আমাকে অনুসরণ কর।

يحببكم: كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح + ب + ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তিনি তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

يغفر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার المغفرة মাদ্দাহ غ + ف + ر জিনস صحيح অর্থ- তিনি ক্ষমা করবেন।

ذنوبكم : كم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর ذنوب শব্দটি বহুবচন, একবচনে ذنب অর্থ- তোমাদের গুনাহসমূহ।

أطيعوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإطاعة মাদ্দাহ ط + و + ع জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা আনুগত্য কর।

رسول : শব্দটি একবচন, বহুবচনে رسل অর্থ- দূত, প্রেরিত পুরুষ।

تولوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التولي মাদ্দাহ و + ل + ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল।

لا يحب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ب + ب + ح জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে ভালোবাসে না।

الكافرين: ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك + ف + ر জিনস صحيح অর্থ- অবিশ্বাসীরা।

امنوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ + م + ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা বিশ্বাস করল।

تنازعتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفاعل মাসদার التنازع মাদ্দাহ ن + ز + ع জিনস صحيح অর্থ- তোমরা মতভেদ করলে।

ردوه : ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الرد মাদ্দাহ ر + د + د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা তা ফিরিয়ে দাও।

أحسن : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব كرم মাসদার الحسن মাদ্দাহ ح + س + ن জিনস صحيح অর্থ- অধিক সুন্দর।

تأويل : এটি বাবে تفعيل এর মাসদার। অর্থ ব্যাখ্যা করা।

তারকিব :

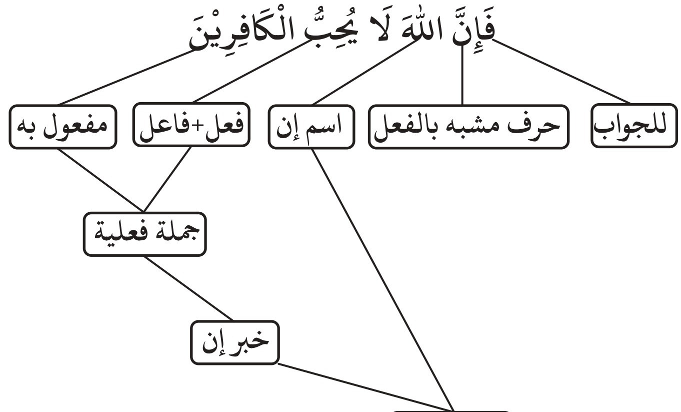

মূলবক্তব্য

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাকে নবির অনুসরণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং ২য় আয়াতে তার আদেশ পালনের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী সুরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল এবং দায়িত্বশীলের আদেশ মান্য করাকে ইমানের অঙ্গ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শানে নুজুল

(ক) সূরা আল ইমরানের ৩১ ও ৩২ নং আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে تفسير زاد المسير এ বলা হয়েছে –

১. হযরত ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)বলেন, একদা মহানবি (ﷺ) কুরাইশদের নিকটে দাঁড়ানো ছিলেন। তখন তারা মূর্তিস্থাপন করে মূর্তিকে সাজদা করছিল। তিনি বললেন, হে কুরাইশরা! তোমরা তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহিম (عَلَيْهِ السَّلَامُ) এর খেলাফ করছো। তারা বলল, হে মুহাম্মদ, আমরা আল্লাহ তাআলার মহব্বতে এসবের পূজা করছি, যাতে এরা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

২. হযরত আবু সালেহ (رحمه الله) বলেন, ইহুদিরা বলল, আমরা আল্লাহ তাআলার পুত্র এবং তার মহব্বতের লোক। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর মহানবি (ﷺ) আয়াতটি তাদের সামনে পেশ করলেও তারা কবুল করেনি।

৩. হযরত হাসান বসরি (رحمه الله) বলেন, একদা কিছু লোক বলল, আমরা আল্লাহ তাআলাকে খুব বেশি ভালোবাসি। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করে তার মহব্বতের নিদর্শন নির্ধারণ করে দিলেন।

(খ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক যুদ্ধ কাফেলায় হযরত আম্মার (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) হযরত খালেদ বিন অলিদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর সাথে ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শত্রুরা পলায়ন করল। শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তি গিয়ে হযরত আম্মার (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) এর কাছে উঠল এবং বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করলে এতে আমার কোনো উপকার হবে কি ? নাকি আমি গোত্রের লোকদের মত পলায়ন করব। আম্মার (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বললেন, তুমি থাক, তুমি নিরাপদ। লোকটি অবস্থান করতেছিল, হঠাৎ হযরত খালেদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) আসলেন এবং তাকে ধরে ফেললেন। আম্মার (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বললেন, আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। সে মুসলিম হয়েছে। তখন হযরত খালেদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বললেন, তুমি আমাকে টপকে গিয়ে নিরাপত্তা দিয়েছ, অথচ আমি আমির। তখন তাদের মাঝে ঝগড়া হল। তারা ফয়সালার জন্য রসুল (ﷺ) এর নিকট আসলে সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত নাজিল হয়। (زاد المسير)

টীকা

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ ..... الخ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর মহব্বতের আলামত হিসেবে اتباع النبي তথা নবির অনুসরণ কে নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুহাব্বতের বর্ণনা

محبة শব্দের অর্থ ঝুঁকে পড়া, ভালোবাসা। পরিভাষায়– পছন্দনীয় বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি মনের ঝুঁকে পড়াকে محبة বলে।

এ محبة মোট ৩ প্রকার। যথা –

১. মুহাব্বতে তবয়ি বা প্রাকৃতিক ভালোবাসা। যেমন: মাতা–পিতার প্রতি ভালোবাসা।

২. মুহাব্বতে আকলি বা জ্ঞানগত ভালোবাসা। যেমন: ভালো মানুষকে ভালোবাসা।

৩. মুহাব্বতে ইমানি বা ইমানগত ভালোবাসা। যেমন: আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালোবাসা।

ড. ওয়াহবা জুহাইলি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের মহব্বত তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। যেমন ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله) বলেন–

تعصي الإله و أنت تظهر حبه + هذا محال في القياس بديع

لو كان حبك صادقا لأطعته + إن المحب لمن يحب مطيع

তুমি প্রভুর অবাধ্য হয়ে তার মুহাব্বতের কথা প্রকাশ করছ? এটা অসম্ভব যা যুক্তিতে নতুন বিষয়। যদি তোমার ভালোবাসা সত্য হতো, তবে তুমি তার আনুগত্য করতে। কেননা প্রেমিক তার প্রিয়পাত্রের আনুগত্যশীল হয়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, শরিয়তের অনুসরণ করাই আল্লাহর মহব্বতের প্রমাণ। এ সম্পর্কে সাহল বিন আব্দুল্লাহ তসতরি (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহকে ভালোবাসার আলামত হলো কুরআনকে ভালোবাসা। আর কুরআনকে ভালোবাসার আলামত হলো নবি (ﷺ) কে ভালোবাসা। আর নবি (ﷺ) কে ভালোবাসার আলামত হলো সুন্নতকে ভালোবাসা। আর আল্লাহ, কুরআন, নবি এবং সুন্নতকে ভালোবাসার আলামত হলো আখেরাতকে ভালোবাসা, আখিরাতকে ভালোবাসার আলামত হলো নিজেকে ভালোবাসা

আর নিজেকে ভালোবাসার আলামত হলো দুনিয়াকে ঘৃণা করা। আর দুনিয়াকে ঘৃণা করার আলামত হলো দুনিয়া থেকে প্রয়োজনের বেশি গ্রহণ না করা। (التفسير المنير)

أطيعوا الله و أطيعوا الرسول

তোমরা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য কর এবং রাসুল (ﷺ)-এর আনুগত্য কর। আনুগত্যকে আরবিতে إطاعة বা طاعة বলে। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য বলতে তাঁর হুকুম ও বিধান মেনে নেয়া, তাঁকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করাকে বুঝায়।

ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেন, রাসুল (ﷺ) -এর আনুগত্য বলতে– তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আদেশ পালন এবং নিষেধ বর্জন করা, আর ইন্তেকালের পর তাঁর সুন্নাহর অনুসরণকে বুঝায়। (زاد المسير)

আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা ফরজে আইন। কারণ তিনি সকলের ইলাহ বা মাবুদ। আর রসুলের আনুগত্য ফরজ হওয়ার কারণ হলো– রাসুল আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত। তাছাড়া রসুলের আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য সম্ভব নয় । কেননা আল্লাহ তাআলার কথা আমরা রসুলের মাধ্যমেই জানতে পারি। তাই কোনো ব্যক্তি যদি রাসুলের আনুগত্য না করে তবে তার নিকট থেকে আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করা হবে না। কারণ আল্লাহর ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পন্থায় হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসুলের পূর্ণ আনুগত্য জাহির করা হয় । হাদিস শরিফে আছে–

فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ (رواه البخاري)

যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ) -এর আনুগত্য করে সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদের অবাধ্য হল, সে যেন আল্লাহর অবাধ্য হলো। মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যকারী। (বুখারি) অপর এক হাদিসে শুধুমাত্র মুহাম্মদ (ﷺ) -এর আনুগত্য ও অবাধ্যতা জান্নাতি ও জাহান্নামি হবার কারণ বলা হয়েছে। রাসুল (ﷺ) বলেন, আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে, তবে যে অস্বীকার করে সে ব্যতীত। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে। আরে যে আমার অবাধ্য হলো সে আমাকে অস্বীকার করলো।

(বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুলের এতায়াতের একমাত্র পুরস্কার হলো জান্নাত। যেমন –

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (سورة النساء/١٣)

এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য। (সূরা নিসা, ১৩)

وأولى الأمر منكم –এর উদ্দেশ্য

আর তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের আনুগত্য কর। আয়াতে 'উলুল আমর' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে তাফসিরে زاد المسير এ বলা হয়েছে–

১. হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) এর মতে, أمير বা নেতা উদ্দেশ্য।

২. ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) ও হাসান বসরি (رحمه الله) প্রমুখের মতে عالم উদ্দেশ্য।

৩. মুজাহিদ (رحمه الله) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য।

৪. ইকরামা (رحمه الله) বলেন, হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) উদ্দেশ্য।

উলুল আমর সম্পর্কে রাসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেন–

وَمَنْ يُّطِعْ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ (متفق عليه)

যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য করল, সে যেন আমার আনুগত্য করল। আর যে আমিরের অবাধ্য হলো, সে যেন আমার অবাধ্য হলো। (বুখারি ও মুসলিম)

৫. ইবনুল আরাবি (رحمه الله) বলেন- والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا. (أحكام القرآن)

আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হলো, উলুল আমর বলে আমির এবং আলেম উভয় শ্রেণিকে বুঝানো হয়েছে।

কেননা আমিরদের থেকে মূলত আমর বা নির্দেশ প্রকাশিত হয়ে থাকে। আলেমদের নিকট জনগণের প্রশ্ন করা واجب এবং তাদের উত্তর দেওয়া واجب পরবর্তীতে তাদের ফতোয়া মোতাবেক জনগণের জন্যে আমল করাও واجب

৬. ফখরুদ্দিন রাজি (রহ.) বলেন, أولى الأمر দ্বারা মুজতাহিদ আলেমগণ উদ্দেশ্য।

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول

আর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতবিরোধ কর তবে তা আল্লাহ এবং রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এর ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ-

১. হযরত মুজাহিদ (ﷺ) বলেন, আল্লাহর দিকে ফিরানো বলতে তার কিতাবের দিকে এবং রাসুলের দিকে বলতে তাঁর সুন্নাহর দিকে ফিরানো বুঝানো হয়েছে। (زاد المسير)

২. ইবনুল আরাবি (ﷺ) বলেন, মতবিরোধ হলে তোমরা সেটা আল্লাহর কিতাবের দিকে ফিরাও। যদি সেখানে না পাও, তবে সুন্নাহর দিকে ফিরাও। তবে হযরত আলি (رضي الله عنه) যেমন বলেছেন, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব, এই ছহিফা এবং মুসলমানের বুঝ ব্যতীত কিছু নাই। অথবা মহানবি (ﷺ) যেমন মুয়াজ (رضي الله عنه) কে বলেছিলেন, কী দ্বারা ফয়সালা দিবে? সে বলল: আল্লাহর কিতাব দ্বারা, তিনি বললেন, যদি তাতে না পাও ? সে বলল, রাসুল (ﷺ) -এর সুন্নাত দ্বারা, তিনি বললেন, তাতেও যদি না পাও? সে বলল, আমার রায় দ্বারা গবেষণা করব এবং কসুর করব না। তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি তার রাসুলের দূতকে ভালো কাজের তাওফিক দিয়েছেন। (أحكام القرآن لابن العربي)

ড. ওয়াহবা জুহাইলি বলেন, যদি তোমাদের মাঝে এবং উলুল আমরের মাঝে দ্বীন কোনো ব্যাপার নিয়ে এখতেলাফ হয় এবং কুরআন ও সুন্নায় কোনো দলিল পাওয়া না যায়, তবে বিষয়টিকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত সূত্রের দিকে ধাবিত করতে হবে এবং যা উক্ত কায়দার অনুকূল তা গ্রহণীয় হবে এবং যা কিছু প্রতিকূল তা বর্জনীয় হবে। একে উসুলে ফিকহের পরিভাষায় কিয়াস বলে।

(التفسير المنير)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. আল্লাহকে পেতে হলে নবির অনুসরণ করা জরুরি;

২. নবির অনুসরণ আল্লাহর মহব্বত লাভ ও গুনাহ মাফের কারণ;

৩. রাসুলের আনুগত্যেই আল্লাহর আনুগত্য;

৪. উলুল আমরের আদেশ মান্য করাও আবশ্যক;

৫. ড. ওয়াহবা জুহাইলি বলেন, সুরা নিসার ৫৯ নং আয়াত থেকে উলামায়ে কেরাম শরিয়তের চার প্রকার দলিল তথা কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তি উদ্ভাবন করেছেন। যেমন, أطيعوا الله থেকে কুরআন, أطيعوا الرسول থেকে সুন্নাহ এবং أولى الأمر منكم যদি ঐক্যমত্যে হয় তবে এর থেকে إجماع এবং ঐকমত্য না হলে তার থেকে قياس প্রমাণ করেছেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. اِتَّبِعُوْنِيْ শব্দটি কোন باب থেকে ব্যবহৃত?

ক. سمع খ. نصر

গ. إفعال ঘ. افتعال

২. ذنوب এর একবচন কী?

ক. ذناب খ. ذانب

গ. ذنب ঘ. ذنيب

৩. محبة মোট কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৪. أُوْلُوا الْأَمْرِ বলে কাদেরকে বুঝানো হয়?

ক. الأمراء খ. الرعايا

গ. القضاة ঘ. الفضلاء

৫. শরিয়তের দলিল কয়টি?

ক. ৩ খ. ৪

গ. ৫ ঘ. ৬

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. রাসুল (ﷺ) -এর আনুগত্য সম্পর্কে একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

২. فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ এর তারকিব করো।

৩. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ ...الخ আয়াতটির শানে নুযুল লেখ।

৪. সুরা নিসা এর ৫৯ নং আয়াতের শানে নুযুল লেখ।

৫. মহব্বত কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করো।

৬. أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ এর ব্যাখ্যা করো।

৭. أُوْلُوا الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা করো।

৮. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ এর ব্যাখ্যা লেখ।

তৃতীয় পাঠ

ধৈর্যশীলতা

এই পৃথিবী কণ্টকাকীর্ণ। বিশেষ করে মুমিনদের জন্যে এর পরিবেশ প্রতিকূল। অসৎ ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সদা তাদেরকে কষ্ট দেয়। দ্বীনি দাওয়াত দিলে তারা শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, বরং মৌখিক ও দৈহিকভাবে কষ্ট দেয়। এমতাবস্থায় সবর বা ধৈর্যের বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনের কথা চিন্তা করে সৎকাজে লেগে থাকা শ্রেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য আল্লাহর সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ। তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হবে না।	١٢٧- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ
▪ আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা নাহল,১২৭–১২৮)	١٢٨- اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ(سورة النحل: ١٢٧-١٢٨)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

واصبر : এখানে و শব্দটি حرف عطف অর্থ- এবং, ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر বাব ضرب মাসদার الصبر মাদ্দাহ ص + ب + ر জিনস صحيح অর্থ- আপনি সবর করুন।

لا تك : মূলে ছিল لا تكن, ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهى حاضر معروف বাব نصر মাসদার الكون মাদ্দাহ ك + و + ن জিনস أجوف واوي অর্থ- আপনি হবেন না।

ضيق : এটি বাবে ضرب থেকে মাসদার। অর্থ সংকীর্ণ হওয়া।

يمكرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার المكر মাদ্দাহ م + ك + ر জিনস صحيح অর্থ- তারা চক্রান্ত করে।

اتقوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و + ق + ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা ভয় করেছে।

محسنون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإحسان মাদ্দাহ ح + س + ن জিনস صحيح অর্থ- সৎকর্মপরায়নগণ।

তারকিব :

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ

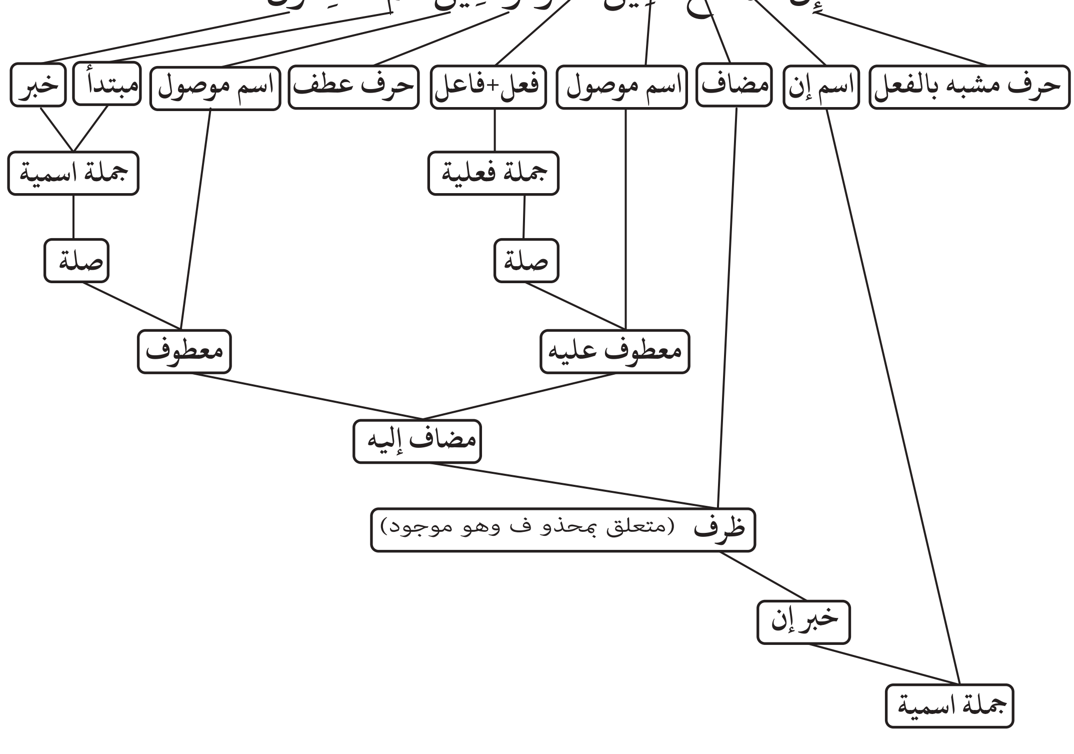

মূল বক্তব্য

কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গেলে তাদের পক্ষ থেকে যদি কোনো আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়, তবে দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীর কর্তব্য কী হবে- এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে বলেন– যদি তারা আপনাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেয় তবে আপনি প্রতিশোধ না নিয়ে সবর করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহর সাহায্যে হবে। অর্থাৎ, সবর করা আপনার জন্যে সহজ হবে। কারণ,আল্লাহ তাআলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা ২টি গুণে গুণান্বিত। এক – তাকওয়া অপরটি এহসান। তাকওয়ার অর্থ– আল্লাহভীতি এবং এহসানের অর্থ সৎকর্ম করা। অর্থাৎ যারা শরিয়ত অনুযায়ী নিয়মিত সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে থাকেন। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, কেউ তার অনিষ্ট করতে পারে না। মোটকথা বর্ণিত আয়াতে ধৈর্যধারণ করার এবং সৎকাজে লেগে থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, তাকওয়াবান এবং নেককার বান্দাহদের সাথে আল্লাহ আছেন।

টীকা

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ এর ব্যাখ্যা

আয়াতের অর্থ হচ্ছে– নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়াবান এবং যারা সৎকর্ম করে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাহায্য তাদের সাথে আছে, যারা দুইটি গুণে গুণান্বিত। তাহলো তাকওয়া ও এহসান। তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। এহসানের অর্থ হচ্ছে, সৎকর্ম করা ও সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। আর যারা তাকওয়া ও এহসানের গুণে গুণান্বিত হবে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন।

ধৈর্যশীলতা বা সবরের পরিচয়

ধৈর্যশীলতার আরবি হলো صبر (সবর)। সবর এর বাংলা অর্থ হলো – অটল থাকা, নিজেকে আটকিয়ে রাখা, বিচলিত না হওয়া ইত্যাদি। ইমাম রাজি (ﷺ) বলেন, সবর অর্থ– বিপদে বিচলিত না হওয়া।

সবরের প্রকার

সবর তিন প্রকার। যথা–

১. الصبر على الطاعات অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশ পালনে অবিচল থাকা। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন– واستعينوا بالصبر والصلوة অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।

২. পাপ কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার মাধ্যমে সবর।

৩. বিপদ–আপদে অস্থির না হওয়ার মাধ্যমে সবর।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সবর একটা মহৎগুণ। প্রবাদ আছে مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ যে সবর করে সে বিজয়ী হয়। আল্লাহ তাআলা সবরকারীকে ভালোবাসেন। তিনি তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেন– اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ وَالْيَقِيْنُ اَلْإِيْمَانُ كُلُّه (البيهقى) অর্থাৎ সবর হচ্ছে ইমানের অর্ধাংশ, আর একিন হচ্ছে পুরো ইমান। (তবারানী)

এছাড়াও ব্যক্তিগত জীবনে সফলতা লাভের ক্ষেত্রে সবরের গুরুত্ব অপরিসীম। সৎভাবে জীবন যাপন করতে হলে অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু অসৎভাবে জীবন যাপন করা অত্যন্ত সহজ। সৎভাবে জীবন পরিচালনায় কঠিন সাধনার প্রয়োজন। সবরের মাধ্যমেই এ সাধনায় সফলতা আসতে পারে। সবর না থাকলে কোনো অবস্থাতেই কেউ জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (القلم)

অর্থাৎ, অতএব তুমি অটল থাকো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতি।

তাছাড়া সমাজ ব্যবস্থাপনাকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য প্রত্যেকটি লোকের ধৈর্যশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে নানাবিধ অসুবিধা ও অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তখন সবরের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করা একটি মহৎ গুণ ;

২. সবর হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ;

৩. কাফেরদের ষড়যন্ত্রে হীনবল না হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে ;

৪. আল্লাহর সাহায্য সবরকারীর সাথে রয়েছে ;

৫. ইবাদতে, আচরণে ও বিপদাপদে ধৈর্যশীল হতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. لَا تَكُ – শব্দের মাদ্দাহ কী?

ক. تكو

খ. تكن

গ. كون

ঘ. لتك

২. সবর শব্দের অর্থ কী?

ক. অটল থাকা

খ. চুপ থাকা

গ. বৃদ্ধি পাওয়া

ঘ. দুআ করা

৩. সবর কত প্রকার?

ক. ২

খ. ৩

গ. ৪

ঘ. ৫

৪. إِنَّ কোন প্রকার حرف?

ক. حرف تاكيد

খ. حرف توقع

গ. حرف مشبهة بالفعل

ঘ. حرف زائد

৫. সবর ইমানের কত অংশ ?

ক. অর্ধেক

খ. এক তৃতীয়াংশ

গ. এক চতুর্থাংশ

ঘ. এক পঞ্চমাংশ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. সবরের ফযিলত সম্পর্কিত আয়াতটি অর্থসহ লেখ।

২. إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ আয়াতটির ব্যাখ্যা লেখ।

৩. সবর (صبر) কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা দাও।

৪. কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সবরের ফযিলত আলোচনা করো।

৫. মানবজীবনে সবরের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

৪র্থ পাঠ

প্রতিবেশী ও সঙ্গী–সাথিদের সাথে সদাচরণ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে তাকে অবশ্যই অন্যের সাথে মিলেমিশে চলতে হয়। তাই প্রতিবেশী ও সঙ্গী–সাথীদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা ইসলামের দাবি ও কুরআন মাজিদের শিক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরিক করবে না; এবং পিতা - মাতা, আত্মীয় - স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকটতম প্রতিবেশী, দূরতম প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে। (সূরা নিসা–৩৬)	وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا . (سورة النساء:٣٦)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اعبدوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার العبادة মাদ্দাহ ع + ب + د জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ইবাদত করো।

لا تشركوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإشراك মাদ্দাহ ش + ر + ك জিনস صحيح অর্থ- তোমরা শিরক করো না।

والدين : অর্থ- পিতা-মাতা। শব্দটি والد এর দ্বিবচন।

اليتمى : অর্থ- এতিমগণ। ইহা اليتيم এর বহুবচন।

المساكين : অর্থ- মিসকিনগণ। ইহা المسكين এর বহুবচন।

ابن السبيل: অর্থ- পথিক, মুসাফির। ইহা একবচন, বহুবচনে أبناء السبيل

ملكت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الملك মাদ্দাহ م + ل + ك জিনস صحيح অর্থ- সে অধিকারী হলো।

لا يحب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح+ب+ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তিনি পছন্দ করেন না।

তারকিব

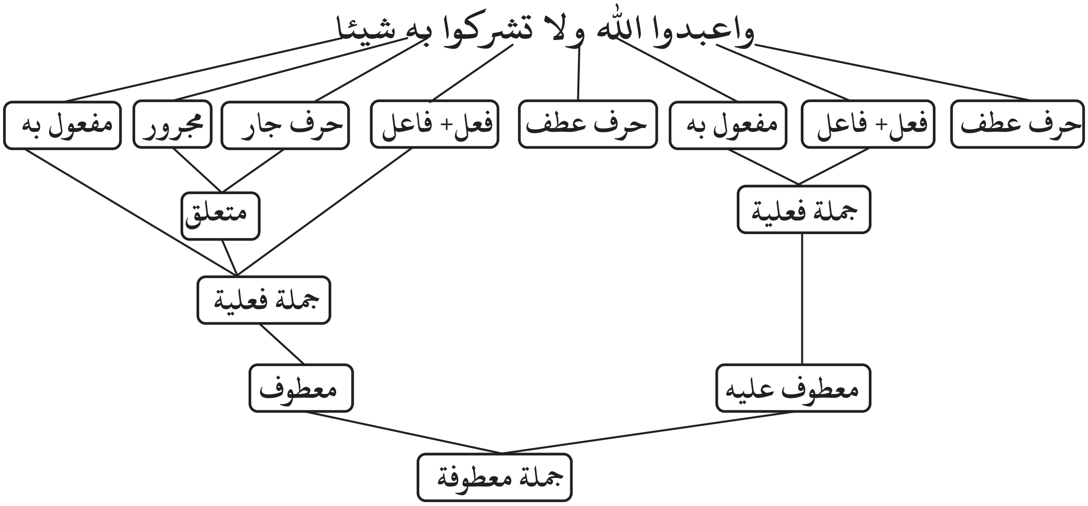

মূল বক্তব্য

ইসলামে আল্লাহর হকের পাশাপাশি বান্দার হক রক্ষার ব্যাপারেও অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, দূরবর্তী ও নিকটবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং অসহায় লোকদের প্রতি সদাচরণ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আয়াতের শেষে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, একমাত্র দাম্ভিক এবং অহংকারীরাই অন্যের হক বিনষ্ট করে।

টীকা

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا :

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সাথে কিছুকে শরিক করোনা। এই আয়াতে একান্তভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার ব্যাপারে এবং তার সাথে কাউকে শরিক না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিরক (شرك) এর পরিচয়

شرك শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদার স্থাপন করা।

পরিভাষায়– আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বাকে তার সমকক্ষ মনে করা, তাঁর ইবাদতে বা সত্ত্বায় অংশীদার স্থাপন করাকে শিরক বলে। শিরক প্রধানত দুই প্রকার।

১. শিরকে জলি। যেমন– ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করা।
২. শিরকে খফি। যেমন– রিয়া বা লৌকিকতা।

প্রথম প্রকার শিরক তথা শিরকে জলি আবার কয়েক প্রকার যথা–

১. الشرك في الألوهية : আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

২. الشرك في الربوبية : সৃষ্টি ও প্রতিপালনে আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

৩. الشرك في الأسماء والصفات : আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন কাউকে আল্লাহ তাআলার নাম ‘রহমান’ বলে ডাকা। কিংবা কাউকে আল্লাহর মতো রিজিকদাতা মনে করা।

অতএব আমাদের কর্তব্য হলো– ইখলাস সহকারে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং তার সাথে শরিক স্থাপন করা থেকে বেঁচে থাকা।

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا :

অর্থাৎ, তোমরা পিতা–মাতার সাথে সদাচারণ কর। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করা ফরজ। পক্ষান্তরে, তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হারাম। রাসুল (ﷺ) এর বাণীসমূহে যেমনিভাবে পিতা–মাতার আনুগত্য ও তাদের সাথে সদাচরণের তাগিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফজিলতের কথাও বর্ণিত আছে। ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, জাহিমা নামক সাহাবী এসে নবি (ﷺ) কে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি যুদ্ধে যেতে চাই, নবি (ﷺ) বললেন, তোমার ঘরে কি মা আছেন? সাহাবি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবি (ﷺ) বললেন–

فألزمها فإن الجنة تحت رجليها

অর্থ : তুমি তাঁর খেদমতে লেগে থাকো, কেননা জান্নাত তাঁর দুই পায়ের নিচে। (নাসায়ি, ৩১০৪)

এছাড়া তিরমিজির এক হাদিসে বর্ণিত আছে, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। অতএব, পিতা মাতার সকল বৈধ আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য ফরজ এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হারাম।

وَبِذِي الْقُرْبٰى

অর্থাৎ আর আত্মীয় স্বজনের সাথে সদাচরণ কর। উল্লিখিত আয়াতে পিতা–মাতার পরেই সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সাথে সৎ ব্যবহার করার তাকিদ দেওয়া হয়েছে।

আর যারা আত্মীয় স্বজনের সাথে সদাচরণ করে না বা সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের ব্যাপারে হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন – لا يدخل الجنة قاطع (البخاري)

অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (বুখারি, ৫৪৪৫)

সুতরাং, আমাদের প্রত্যেকের উচিত আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা এবং তাদের হক আদায় করা।

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ :

আর নিকটতম প্রতিবেশী এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করো।

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া, তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করা ইসলামে আবশ্যক করা হয়েছে। হাদিস শরিফে এসেছে–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلٰى جَارِهِ (رواه مسلم)

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করে।” (সহিহ মুসলিম, ৮২)

এখানে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করাকে ইমানের অঙ্গ বলা হয়েছে।

যারা আমাদের বাড়ির আশে পাশে বসবাস করে তারাই আমাদের প্রতিবেশী। হাসান বসরি (رحمه الله) বলেন, তোমার বাড়ির সামনের, পিছনের, ডানের এবং বামের ৪০ বাড়ি তোমার প্রতিবেশী। ইমাম জুহরি (رحمه الله) বলেন, তোমার চার পাশের ৪০ গজের মধ্যে যারা আছে তারা তোমার প্রতিবেশী। (রুহুল মায়ানি)

আলোচ্য আয়াতে দু'রকম প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। যথা :

১. الجار ذي القربى

২. الجار الجنب

প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। যেমন–

১. ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর মতে, الجار ذي القربى হলো আত্মীয় প্রতিবেশী এবং الجار الجنب হলো অনাত্মীয় প্রতিবেশী।

২. তাবেয়ী نوف البكالي (رضي الله عنه) বলেন, الجار ذي القربى হলো মুসলিম প্রতিবেশী এবং الجار الجنب হলো অমুসলিম প্রতিবেশী।

৩. হযরত আলি (رضي الله عنه) ও ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেন, الجار ذي القربى হলো স্ত্রী এবং الجار الجنب হলো সফর সঙ্গী। (ইবনে কাসির)

৪. ইমাম কুরতুবি (رحمه الله) বলেন, তোমার বাড়ি হতে যার বাড়ি নিকটে সে হলো الجار ذي القربى এবং যার বাড়ি দূরে সে হলো الجار الجنب

তাফসিরে রুহুল মাআনিতে বলা হয়েছে, এখানে সকল প্রকার প্রতিবেশী উদ্দেশ্য। চাই তার সাথে বাড়ির নৈকট্য বা আত্মীয়তা অথবা একাত্মতা থাকুক, চাই না থাকুক। সুতরাং সকলের সাহায্য–সহযোগিতা এবং তাদের খোঁজ খবর নেয়া কর্তব্য।

ইমাম বাজ্জার (رحمه الله) হজরত জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, রসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেন, প্রতিবেশী ৩ প্রকার। যথা–

১. যে প্রতিবেশীর মাত্র একটি হক। যেমন – অনাত্মীয় অমুসলিম প্রতিবেশী।
২. যে প্রতিবেশীর দুইটি হক। যেমন– অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী।
৩. যে প্রতিবেশীর তিনটি হক। যেমন–আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর হক এত বেশি যে, তাকে ক্ষুধার্ত রেখে পেটভরে ভক্ষণকারী ইমানদার নয় বলে হাদিসে ধমক দেওয়া হয়েছে। অন্য হাদিসে প্রতিবেশীকে কষ্টদাতা মুমিন নয় বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাইতো ভালো খাবার রান্না করলে তা প্রতিবেশীকে দেওয়া উচিত এবং কোনো খাবার তাদের না দিতে পারলে তাদের ছোট ছেলে মেয়ের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে উহার ময়লা না ফেলা উচিৎ বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসুল (ﷺ) বলেন– ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (البخاري)

অর্থাৎ জিবরীল (عليه السلام) আমাকে সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। এমন কি আমি ধারণা করলাম যে হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেবে। (বুখারি, ৬০১৪)

তাই প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম এবং তাদের হক আদায় করা জরুরি। তবে দূরবর্তী অপেক্ষা নিকটবর্তী প্রতিবেশীর হক বেশি অগ্রগামী। হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ) আমার দুজন প্রতিবেশী আছে, আমি কাকে হাদিয়া দেব? তিনি বললেন, যার দরজা তোমার বেশি কাছে। (রুহুল মাআনি)

রাসুল (ﷺ) ইহুদি প্রতিবেশীকেও হাদিয়া দিতেন। একবার বকরি জবেহ দিলে তিনি খাদেমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীদের হাদিয়া দিয়েছো কি ? তাইতো তিনি আবু যর (رضي الله عنه) কে বলেছেন, إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها و تعاهد جيرانك (مسلم) অর্থাৎ যখন তুমি ঝোল পাকাবে বেশি করে পানি দিবে, যাতে প্রতিবেশীকেও দিতে পারো। (মুসলিম, ৬৪৫৯)

প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস ইমাম কুরতুবি (র.) স্বীয় তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (رضي الله عنه) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসুল! প্রতিবেশীর হক কী? তিনি বললেন–

১. সে ঋণ চাইলে ঋণ দিবে;
২. সে সহায়তা চাইলে সহায়তা করবে;
৩. সে অভাবী হলে দান করবে;
৪. সে মারা গেলে তার দাফন কার্যে সাহায্য করবে;
৫. তার কোনো কল্যাণ হলে খুশির ভাব প্রকাশ করবে;
৬. তার কোনো অকল্যাণ হলে তাকে সান্ত্বনা দিবে;
৭. তোমার পাত্রের খাবার তাকে না দিলে উচ্ছিষ্ট দেখিয়ে অহেতুক কষ্ট দিবে না;
৮. তার অনুমতি না নিয়ে বাড়ি এমন উঁচু করবে না যাতে বাতাস বন্ধ হয়ে যায়;
৯. যদি কোনো ফল ক্রয় করো তবে তাকে কিছু হাদিয়া দাও। নতুবা গোপনে ঘরে নিয়ে যাও এবং তোমার সন্তানরা যেন তার কোনো অংশ নিয়ে বের না হয় যাতে প্রতিবেশীর সন্তানরা কষ্ট পায়। তোমরা কি আমার কথা বুঝেছ ? অতি অল্প ব্যক্তিই প্রতিবেশীর হক আদায় করে থাকে। (কুরতুবি)

والصاحب بالجنب :

৬ষ্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে والصاحب بالجنب এর শাব্দিক অর্থ হলো সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সে সব লোকও অন্তর্ভুক্ত, যারা কোনো সাধারণ বা বিশেষ বৈঠকে এক সাথে বসে। ইসলামি শরিয়ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে ব্যক্তি সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে। যে সকল ব্যক্তিবর্গ সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোনো মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় তোমার সমপর্যায়ে উপবেশন করে, তাদের মধ্যে মুসলমান, অমুসলমান, আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলেই সমান। সবার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, তোমার কোনো কথায় বা কাজে যেন সে কোনো রকম কষ্ট না পায়। এমন কোনো কথা বলবে না যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন, সিগারেট পান করে তার দিকে ধোঁয়া ছোড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি। (معارف القرآن)

- কোনো কোনো তাফসিরকারক বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই الصاحب بالجنب এর অন্তর্ভুক্ত, যে কোনো কাজে, কোনো পেশায় বা কোনো বিষয়ে তোমার সাথে জড়িত বা অংশীদার; তা শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস আদালতের চাকরিতেই হোক কিংবা কোনো সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক।
- হযরত সাইদ বিন জুবাইর (رحمه الله) বলেন الصاحب بالجنب বলতে বন্ধুকে বুঝানো হয়েছে।
- হযরত যায়েদ বিন আসলামের মতে, সফর সঙ্গীকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আলি ও ইবনে মাসউদ (رضي الله عنهما) এর মতে, স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে।
- যামাখশারির মতে, সফরসঙ্গী, প্রতিবেশী, সহকর্মী, সহপাঠী, পার্শ্ববর্তী মুসল্লি ইত্যাদি সকলকে বুঝানো হয়েছে।
- ইবনে জুরাইজ বলেন, যে তোমার নিকট কোনো ব্যাপারে উপকার নিতে এসেছে সে الصاحب بالجنب এর অন্তর্ভুক্ত। (তাফসিরে কাসেমি, ইবনে কাসির, কুরতুবি, রুহুল মাআনি)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. আল্লাহর ইবাদত করা ফরজ এবং শিরক করা হারাম;
২. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা ফরজ;
৩. আত্মীয় স্বজন ও এতিম মিসকিনের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে;
৪. প্রতিবেশী, সহকর্মী ও অন্যান্যদের সাথে ভালো আচরণ আবশ্যক;
৫. গর্ব-অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা হারাম ও নিন্দনীয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. ابن السبيل কী?

ক. পথের সাথী খ. পথিক

গ. ভিখারী ঘ. পথের ছেলে।

২. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ আয়াতে اللّٰه শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. فاعل খ. نائب الفاعل

গ. مفعول به ঘ. مفعول له

৩. শিরক প্রধানত কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৪. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার হুকুম কী?

ক. فرض খ. واجب

গ. سنة ঘ. مستحب

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. প্রতিবেশী ও সঙ্গীসাথিদের সাথে সদাচরণ সংক্রান্ত আয়াতটি অর্থসহ লেখ।

২. শিরক কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করো।

৩. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا আয়াতের আলোকে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

৪. কুরআন ও হাদিসের আলোকে আত্মীয় স্বজনের হক বর্ণনা করো।

৫. প্রতিবেশী কাকে বলে? প্রতিবেশী কত প্রকার ও কী কী?

৬. প্রতিবেশীর ১০টি হক বর্ণনা করো।

৭. الصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? বর্ণনা করো।

৫ম পাঠ

অঙ্গীকার পূরণের গুরুত্ব

ওয়াদা পালন বা অঙ্গীকার পূরণ করা ইমানের অঙ্গ। পক্ষান্তরে, তা ভঙ্গ বা খেলাফ করা মুনাফিকের আলামত। অঙ্গীকার পূরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো। যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে তা ব্যতীত চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন। (সূরা মায়িদা- ১)	١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَوۡفُوۡا بِالۡعُقُوۡدِ اُحِلَّتۡ لَكُمۡ بَهِيۡمَةُ الۡاَنۡعَامِ اِلَّا مَا يُتۡلٰى عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي الصَّيۡدِ وَاَنۡتُمۡ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيۡدُ. (سورة المائدة :١)
▪ তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোনো অঙ্গীকার করে থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। (সূরা নাহল, ৯১)	٩١- وَاَوۡفُوۡا بِعَهۡدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدۡتُّمۡ وَلَا تَنۡقُضُوا الۡاَيۡمَانَ بَعۡدَ تَوۡكِيۡدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ اللّٰهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيۡلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُوۡنَ. (سورة النحل:٩١)

تحقيقات الألفاظ : শব্দ বিশ্লেষণ

أوفوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإيفاء মাদ্দাহ و+ف+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা পূর্ণ করো।

أحلت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإحلال মাদ্দাহ ح+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- হালাল করা হয়েছে।

الأنعام : শব্দটি বহুবচন। একবচনে النعم অর্থ- চতুষ্পদ জন্তুসমূহ।

ما يتلى : এখানে ما শব্দটি اسم موصول ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব نصر মাসদার التلاوة মাদ্দাহ ت+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ- যা তিলাওয়াত করা হয়।

يريد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإرادة মাদ্দাহ ر+و+د জিনস أجوف واوي অর্থ- তিনি ইচ্ছা করেন।

لا تنقضوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব نصر মাসদার النقض মাদ্দাহ ن+ق+ض জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ভঙ্গ করো না।

جعلتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব فتح মাসদার الجعل মাদ্দাহ ج+ع+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা বানিয়েছ।

يعلم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع+ل+م জিনস صحيح অর্থ- তিনি জানেন।

তারকিব

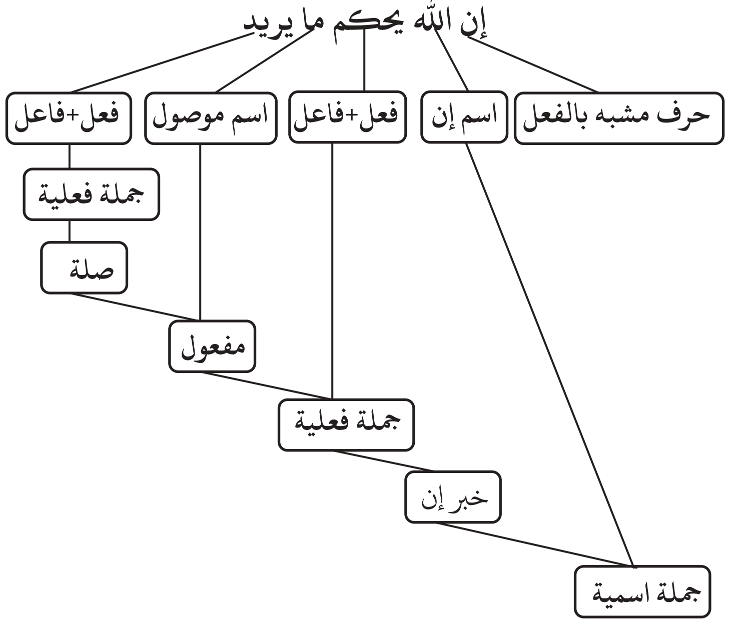

মূল বক্তব্য

প্রথমোক্ত আয়াতে ইমানদারদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে মুহরিম অবস্থায় শিকারের মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হালাল হারামের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সব প্রাণী হালাল। তবে যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসুলের হারাম হওয়ার ঘোষণা রয়েছে সেগুলো ছাড়া। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে এবং দৃঢ় শপথ ভঙ্গ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওয়াদা বা অঙ্গীকার

কারো সাথে মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে চুক্তি করা বা কথা দেওয়াকে ওয়াদা বা অঙ্গীকার বলে। অঙ্গীকার দু'প্রকার। যথা–

১. **আল্লাহ ও বান্দার মাঝে অঙ্গীকার**। যেমন– সৃষ্টির সূচনালগ্নে আল্লাহ বান্দার থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এই বলে ألست بربكم আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সবাই তাঁকে নির্দ্বিধায় প্রভু বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এ হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কৃত অঙ্গীকার। মুমিন হোক, কাফের হোক প্রত্যেকেই এ অঙ্গীকার করেছে। তাছাড়া মুমিনগণ আরো একটি অঙ্গীকার করেছে لا إله إلا الله محمد رسول الله স্বীকারের মাধ্যমে। এ অঙ্গীকারের সারমর্ম হলো, আল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণ আনুগত্য করা ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

২. **দ্বিতীয় অঙ্গীকার হচ্ছে–** মানুষের পারস্পরিক অঙ্গীকার। এতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক ও লেনদেন ইত্যাদি সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভূক্ত।

প্রথম প্রকারের অঙ্গীকার পূর্ণ করা সকল মানুষের উপর ফরজ। আর ২য় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরিয়ত বিরোধী নয় সেগুলো পূর্ণ করা ফরজ।

শরিয়ত বিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে তা শেষ করে দেওয়া ওয়াজিব। দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকার যদি কোনো এক পক্ষ পূর্ণ না করে তবে সালিশে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার অপরপক্ষের রয়েছে। শরিয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গুনাহগার হবে এবং মুনাফিকের কাতারে শামিল হবে। হাদিস শরিফে এসেছে–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (البخاري)

অর্থাৎ মুনাফিকের আলামত তিনটি। (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, (৩) আমানত রাখলে খেয়ানত করে। (বুখারি, ২৬৮২)

ওয়াদা পূর্ণ করার গুরুত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلَا (الاسراء)

২০২৫

অর্থাৎ এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (বনি ইসরাইল)

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম। মূলত যেসব লেনদেন ও চুক্তি কথার মাধ্যমে জরুরি করে নেয়া হয়। তাতে কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করা হোক সবগুলোই অঙ্গীকারের শামিল। (মাআরেফুল কুরআন পৃ-৭৫৪)

কারও সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে কোনো নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না, বরং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসুল (ﷺ) বলেন, কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে সুরা মায়েদার প্রথম আয়াত সবিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এ কারণেই রাসুল (ﷺ) যখন আমর ইবনে হাজমকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তার হাতে অর্পণ করেন তখন উক্ত ফরমানের শিরোনামে নিম্নোক্ত আয়াতটি লিখে দেন। আয়াতটি হলো, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. অঙ্গীকার পূর্ণ করা ওয়াজিব ;
২. মুহরিম ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য প্রাণী শিকার বৈধ ;
৩. আল্লাহ তাআলা সবকাজের হুকুমদাতা ;
৪. শপথ ভঙ্গ করা হারাম ;
৫. অঙ্গীকার শরিয়তবিরোধী না হলে পূর্ণ করা ওয়াজিব।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. ওয়াদা ভঙ্গ করা কার আলামত?

ক. কাফেরের খ. মুশরেকের
গ. মুনাফিকের ঘ. ফাসেকের

২. عقود এর مفرد কী?

ক. عقاد খ. عقد
গ. عقدة ঘ. عقادة

৩. أحلت শব্দের باب কী?

ক. إفعال
খ. **سمع**
গ. ضرب
ঘ. نصر

৪. إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ এটি কোন প্রকারের جملة?

ক. اسمية
খ. فعلية
গ. ظرفية
ঘ. شرطية

৫. মুনাফিকের আলামত কয়টি?

ক. দুই
খ. তিন
গ. চার
ঘ. পাঁচ

৬. অঙ্গীকার কত প্রকার?

ক. দুই
খ. তিন
গ. চার
ঘ. পাঁচ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. অঙ্গীকার পূরণ করা প্রসঙ্গে আল-কুরআনের একটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

২. অঙ্গীকার কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩. অঙ্গীকার ভঙ্গ করার হুকুম ও পরিণতি দলিলসহ বর্ণনা করো।

৪. মুনাফিকের আলামত সংক্রান্ত হাদিসটি অর্থসহ লেখ।

(খ) আখলাকে যামিমা তথা অসৎ চরিত্র

১ম পাঠ

খারাপ ধারণা

ইসলাম শান্তির ধর্ম। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রতি ইসলামে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ জন্য কুধারণা করা, গিবত ও পরনিন্দাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা, এসব থেকেই সমাজে ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃংখলার সূত্রপাত ঘটে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না। এবং একে অপরের পিছনে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত, ১২)	١٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ . (سورة الحجرات:١٢)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

امنوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان
মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা বিশ্বাস করল।

اجتنبوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاجتناب
মাদ্দাহ ج+ن+ب জিনস صحيح অর্থ- তোমরা বিরত থাকো।

لا تجسسوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التجسس
মাদ্দাহ ج+س+س জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা দোষ অনুসন্ধান করো না।

ولا يغتب : و টি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ معروف نهي বাব افتعال মাসদার الاغتياب মাদ্দাহ غ+ي+ب জিনস أجوف يائي অর্থ- এবং সে যেন পিছনে দোষ চর্চা না করে বা গিবত না করে।

أ يحب : أ শব্দটি حرف استفهام ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ معروف مثبت مضارع বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح+ب+ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে কি পছন্দ করে বা ভালোবাসে?

أن يأكل : أن শব্দটি (مصدرية) حرف ناصب ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الأكل মাদ্দাহ أ+ك+ل জিনস مهموز فاء অর্থ- খাওয়া।

اتقوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা ভয় কর।

رحيم : এটি صفة مشبهة মাসদার الرحمة মাদ্দাহ ر+ح+م জিনস صحيح অর্থ- অতি দয়ালু। এটি আল্লাহ তাআলার একটি সিফাতি নাম।

তারকিব

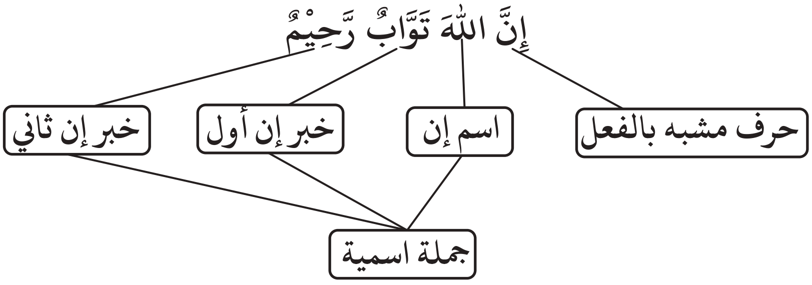

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুধারণা করতে নিষেধ করেছেন এবং গোয়েন্দাগিরি করা ও গিবত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। পরিশেষে এ সমস্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ

অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ তাআলা খারাপ ধারণা পোষণ করতে বারণ করে বলেন–
হে ইমানদারগণ! তোমরা অধিকহারে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কিছু কিছু ধারণা পাপ।

আয়াতে ظن অর্থ ধারণা করা বা আন্দাজে কথা বলা। তবে ধারণা দ্বারা ظن سوء বা কুধারণা উদ্দেশ্য এবং উহাই হারাম। আল্লামা ইবনে কাসির (رحمه الله) বলেন, আলোচ্য আয়াতে অপবাদ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অধিকহারে ধারণা করা থেকে বারণ করা হয়েছে।

হযরত ওমর (رضي الله عنه) বলেন, তোমার মুসলিম ভাই থেকে কোনো কথা প্রকাশ পেলে তা ভালো অর্থে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে শুধুমাত্র ভালো অর্থই গ্রহণ কর। (ইবনে কাসির)

মুমিন ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে হাদিসে আছে, মহানবি (ﷺ) (কাবা তাওয়াফ করার সময় কাবাকে খেতাব করে) বলেন, ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রাণ, আল্লাহর নিকট মুমিনের মর্যাদা তোমার চেয়ে বেশি। (ইবনে মাজাহ)

প্রকাশ থাকে যে, ظنّ বা ধারণা চার প্রকার। যথা –

১. **হারাম ধারণা:** আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করা। যেমন, তিনি আমাকে শাস্তি দেবেন বা সর্বদা বিপদেই রাখবেন। এমনিভাবে যে মুসলমানকে বাহ্যিকভাবে সৎ মনে হয় তার সম্পর্কে কুধারণা করাও হারাম। হাদিসে আছে : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْث তোমরা কুধারণা করা হতে বেঁচে থাক। কেননা, কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। (তিরমিজি)

২. **ওয়াজিব ধারণা :** যেখানে কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট প্রমাণ নেই সেখানে প্রবল ধারণানুযায়ী আমল করা واجب যেমন বিচারকের পক্ষ থেকে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা।

৩. **জায়েজ ধারণা:** যেমন সালাতের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহ হলে (৩/৪ রাকাত) তখন প্রবল ধারণানুযায়ী আমল করা জায়েজ।

৪. **মুস্তাহাব ধারণা:** সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। হাদিসে আছে – حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ, ভালো ধারণা পোষণ করা উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত । (আবু দাউদ, বায়হাকি)

تجسس

গোয়েন্দাগিরি করা বা কারো দোষ সন্ধান করা। কোনো মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে বের করা জায়েয নয়। হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন তাকে স্বগৃহে লাঞ্ছিত করেন।

(আবু দাউদ, ৪৮৮০)

সুতরাং, গোপনে বা নিদ্রার ভান করে কারো কথাবার্তা শোনা নিষিদ্ধ এটা تجسس এর অন্তর্ভুক্ত। তবে নিজের বা অন্য মুসলমানের হেফাজতের উদ্দেশ্যে শত্রুর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধিমূলক কথাবার্তা গোপনে শোনা জায়েজ। (বয়ানুল কুরআন)

الغيبة

গিবত কথাটা غيب হতে এসেছে। যার অর্থ –অনুপস্থিত । আর গিবত অর্থ পশ্চাতে নিন্দা করা।

পরিভাষায়- ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ فِيْ حَالِ غَيْبِهِ তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে কষ্ট দেয় এমন বিষয় আলোচনা করাকে গিবত বলা হয়।

কারো গিবত করা হারাম। যদি উল্লেখিত দোষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তবে তা গিবত হবে। অন্যথায় অপবাদ হবে ; যা আরো মারাত্মক। গিবত করা কবিরা গুনাহ। একে পবিত্র কুরআনে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। গিবত করা ও গিবত শ্রবণ করা সমান অপরাধ। হযরত মায়মুন (রহ.) বলেন : একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব ? সে বলল, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গিবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি তো তার সম্পর্কে কোনো মন্দ কথা বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ, একথা ঠিক। কিন্তু তুমি তার গিবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এ ঘটনার পর থেকে হযরত মায়মুন (রহ.) নিজে কখনও কারো গিবত করেননি এবং তার মজলিসে কারো গিবত করতে দেননি। (মাজহারি)

একটি হাদিসে রসুল (ﷺ) বলেন- الغيبة أشد من الزنا (رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس)

অর্থাৎ, গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গুনাহ। (বায়হাকি, ৬৭৪১)

অপর বর্ণনায় আছে, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যে গিবত করে তাকে গিবতকৃত ব্যক্তি মাফ না করা পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ হয় না। তাই গিবতকৃতের নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

গিবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। শিশু, পাগল ও কাফেরের গিবত করাও হারাম। তবে প্রকাশ্য ফাসিকের অপকর্মের কথা বলা, কাজির কাছে নালিশের জন্য কারো দোষ বলা ইত্যাদি গিবতের পর্যায়ভুক্ত নয়।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. কুধারণা করা হারাম।
২. বেশি বেশি ধারণা করা অনুচিত।
৩. অপরের দোষ অনুসন্ধান করা হারাম।
৪. গিবত করা হারাম।
৫. গিবত করা মানে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. أَنْ يَّأْكُلَ এর মধ্যকার أَن শব্দটি কী?

ক. حرف ناصب
খ. حرف جازم
গ. حرف مشبه بالفعل
ঘ. حرف إيجاب

২. إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ বাক্যে رحيم শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. صفة
খ. بيان
গ. اسم إن
ঘ. خبر إن

৩. ظَنّ কত প্রকার?

ক. তিন
খ. চার
গ. পাঁচ
ঘ. ছয়

৪. ভালো ধারণা করা কী?

ক. واجب
খ. سنة
গ. مستحب
ঘ. مباح

৫. গিবত করার হুকুম কী?

ক. হারাম
খ. মাকরুহ
গ. মুবাহ
ঘ. খেলাফে আওলা

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. কু-ধারণার হুকুম সম্পর্কিত ১টি আয়াত অর্থসহ লেখ।

২. اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ এর ব্যাখ্যা লেখ।

৩. ظن বা ধারণা কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করো।

৪. تجسس বলতে কী বুঝায়? হুকুমসহ বর্ণনা করো।

৫. গিবত করার হুকুম দলিলসহ বর্ণনা করো।

২০২৬

২য় পাঠ

ঠাট্টা–বিদ্রুপ ও উপহাস করা থেকে বিরত থাকা

ঠাট্টা–বিদ্রুপ ও উপহাস ঝগড়া–বিবাদের সূত্রপাত ঘটায়। যা সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করে। ইসলাম সর্বদা অপরের সম্মান বজায় রাখতে অন্যকে উপহাস না করার জন্য নির্দেশ দান করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
▪ হে মুমিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না ; ইমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। আর যারা তওবা করে না তারাই জালিম। (সূরা হুজুরাত, ১১)	يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. (سورة الحجرات: ١١)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

امنوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা বিশ্বাস করল।

لا يسخر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نهي غائب معروف বাব سمع মাসদার السخر মাদ্দাহ س+خ+ر জিনস صحيح অর্থ- সে যেন উপহাস না করে।

قوم : শব্দটি একবচন। বহুবচনে أقوام মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ- গোত্র।

أن يكونوا : أن শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكون মাদ্দাহ ك + و + ن জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা হবে।

نساء : শব্দটি বহুবচন। একবচনে امرأة অর্থ- মহিলাগণ।

لا تلمزوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব ضرب মাসদার اللمز মাদ্দাহ ل+م+ز জিনস صحيح অর্থ- তোমরা সম্মুখে দোষ চর্চা করো না।

انفسكم : كم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর أنفس শব্দটি বহুবচন। একবচনে نفس মাদ্দাহ ن+ف+س জিনস صحيح অর্থ- তোমাদের আত্মাসমূহ।

لا تنابزوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব تفاعل মাসদার التنابز মাদ্দাহ ن+ب+ز জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ব্যঙ্গ করো না।

فسوق : শব্দটি বাবে نصر থেকে মাসদার। অর্থ- পাপ, গুনাহ।

لم يتب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلم معروف বাব نصر মাসদার التوبة মাদ্দাহ ت+و+ب জিনস أجوف واوي অর্থ- সে তাওবা করেনি।

ظالمون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الظلم মাদ্দাহ ظ+ل+م صحيح অর্থ- জালিম বা অত্যাচারীগণ।

তারকিব

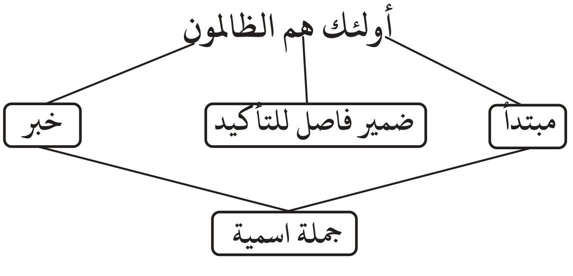

শানে নুজুল

হযরত আবু জুরাইরাহ বিন দাহহাক (رضي الله عنه) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসুল (صلى الله عليه وسلم) যখন মদিনায় আগমন করেন তখন আমাদের অধিকাংশের দুই, তিনটি করে নাম ছিল। তন্মধ্যে কোনো কোনো নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লজ্জা দেওয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা ব্যবহার করতো। তখন প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (দুররে মানসুর, ৩/৩১৩)

টীকা

سخرية

سخرية শব্দটি আরবি। এর অর্থ উপহাস করা, বিদ্রুপ করা। পরিভাষায় – কোনো ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন ও অপমান করার জন্য তার কোনো দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে **سخرية** বলা হয়। এটা যেমন মুখের দ্বারা হতে পারে, তেমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন, শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে এমনভাবে কারো সম্পর্কে আলোচনা করাকে **سخرية** বলা হয়। ইহা সর্বাবস্থায় হারাম। মহানবি (صلى الله عليه وسلم) বলেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَ يَدِهٖ (رواه البخاري)

অর্থ– যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলিম। (বুখারি, ১০)

لمز :

لمز আরবি শব্দ। এর অর্থ–কারো দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা, দোষের কারণে ভর্ৎসনা করা ইত্যাদি। আয়াতে বলা হয়েছে لَا تَلْمِزُوْٓا أَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেরা নিজেদের দোষ বের করো না। অর্থাৎ অন্যের দোষ বের করো না, তাহলে সেও তোমার দোষ বের করবে। ফলে তুমিই তোমার নিজের দোষ বের করার কারণ হলে। প্রবাদে বলা হয় **فيك عيوب وللناس عيون** অর্থাৎ তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষেরও চোখ আছে। সুতরাং তুমি কারো দোষ বের করলে সেও তোমার দোষ বের করবে। তাই হাদিস শরিফে বলা হয়েছে–

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس . (الديلمي عن أنس)

২০২৩

ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার নিজের দোষ অপরের দোষ চর্চা করা হতে বিরত রাখে। (দায়লামি)

تَنَابَزُ بِالْأَلْقَابِ

হযরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন, تنابز بالألقاب এর অর্থ হচ্ছে, কেউ কোনো গুনাহ অথবা মন্দ কাজ করে তাওবা করার পরেও তাকে সেই মন্দ কাজের নামে ডাকা। যেমন– কাউকে চোর, জিনাকারী ইত্যাদি বলে ডাকা। মহানবি (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন গুনাহ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তাওবা করেছে, তাহলে তাকে সেই গুনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছিত করেন। (কুরতুবি)

তবে কোনো ব্যক্তি যদি এমন নামে খ্যাত হয়ে যায় যে নাম ছাড়া তাকে কেউ চিনে না, তবে লজ্জা দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলে তাকে ঐ নামে ডাকা বৈধ। যেমন- কোনো কোনো মুহাদ্দিসের নামের সাথে أعرج (ল্যাংড়া) যুক্ত আছে। যেমন : عبد الرحمن الأعرج তবে ভালো নামে ডাকা সুন্নাত।

প্রকাশ থাকে যে, উপরের কাজগুলো সবই উপহাসমূলক বা অপমানজনক। তাই এ কাজগুলো হারাম। কেননা মুসলমানের সম্মান নষ্ট করা বা তাকে হেয় করা কবিরা গুনাহ। হাদিসে আছে–

إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الْاِسْتِطَالَةُ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ (أبو داود عن سعيد بن زيد)

অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের সম্মান নষ্ট করা সবচেয়ে বড় সুদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকাশ থাকে যে, সুদের ৭০টি গুনাহ। তন্মধ্যে ছোট গুনাহ হলো মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমতুল্য গুনাহ। আর তার চেয়ে বড় অপরাধ হলো মুসলমানকে অপমান করা। অপর একটি হাদিসে অন্যকে লাঞ্ছিত করাকে কিবর বা অহংকার বলা হয়েছে। যেমন মহানবি (ﷺ) বলেন– الكبر بطر الحق و غمط الناس অহমিকা বলতে বুঝায়, সত্যকে পদদলিত করা এবং মানুষকে লাঞ্ছিত করা। (মুসলিম, ১৬৭)

আর অহংকারের পরিণতি সম্পর্কে তো সকলের জানা আছে। অর্থাৎ, অহংকার পতনের মূল।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. ঠাট্টা– বিদ্রুপ করা হারাম ;
২. ঠাট্টাকারী অপেক্ষা ঠাট্টাকৃত ব্যক্তি উত্তম হতে পারে ;
৩. কারো সামনা–সামনিও তার দোষ বলা যাবে না ;
৪. কাউকে মন্দ বা বিকৃত নামে ডাকা নিষেধ ;
৫. অপরকে ঠাট্টা–বিদ্রুপকারী জালিম।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. أنفسكم এর মধ্যকার كم টি কোন ধরনের জমির?

ক. منصوب متصل　　খ. مجرور متصل

গ. مرفوع متصل　　ঘ. مرفوع منفصل

২. قوم এর বহুবচন কী?

ক. قومة　　খ. أقوام

গ. قومون　　ঘ. أقومة

৩. سخرية অর্থ কী?

ক. নিন্দা করা　　খ. বিদ্রূপ করা

গ. গিবত করা　　ঘ. অপবাদ দেওয়া

৪. سخرية করা কী?

ক. حرام　　খ. مكروه

গ. مباح　　ঘ. خلاف أولى

৫. أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ বাক্যে أولئك তারকিবে কী হয়েছে?

ক. مبتدأ　　খ. خبر

গ. فاعل　　ঘ. نائب الفاعل

৬. الأعرج কার উপাধি ছিল?

ক. মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান　　খ. মুফাসসির আব্দুর রহমান

গ. মুফতি আব্দুর রহমান　　ঘ. আদিব আব্দুর রহমান

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করার বিধান সংক্রান্ত আয়াতটি অনুবাদসহ উল্লেখ করো।

২. وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ আয়াতটির শানে নুযুল লেখ।

৩. سخرية কাকে বলে? এর হুকুম ও পরিণতি দলিলসহ লেখ।

৪. لمز কাকে বলে? এর হুকুম ও পরিণতি দলিলসহ লেখ।

৫. কাউকে মন্দ নামে ডাকার বিধান আলোচনা করো।

৬. মুসলমানের সম্মান নষ্ট করার পরিণতি দলিলসহ উল্লেখ করো।

৩য় পাঠ

দ্বিমুখী স্বভাব

ইসলাম সামাজিক শৃংখলায় বিশ্বাসী। তাই দ্বিমুখী স্বভাব বা চোগলখোরি স্বভাব এখানে নিষিদ্ধ। কেননা, সামাজিক শান্তি বিনষ্টে এগুলোর কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
❑ নুন-শপথ কলমের এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার ❑ আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। ❑ আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার ❑ আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। ❑ শীঘ্রই আপনি দেখবেন এবং তারাও দেখবে ❑ তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। ❑ আপনার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে, যারা সৎপথপ্রাপ্ত। ❑ সুতরাং আপনি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করবেন না। ❑ তারা চায় যে, আপনি নমনীয় হন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে ❑ এবং অনুসরণ করবেন না তার- যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত ❑ পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। ❑ যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ। (সূরা কলম, ১-১২)	نٓ وَالۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُوۡنَ (١) مَاۤ اَنۡتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ بِمَجۡنُوۡنٍ (٢) وَاِنَّ لَكَ لَاَجۡرًا غَيۡرَ مَمۡنُوۡنٍ (٣) وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيۡمٍ (٤) فَسَتُبۡصِرُ وَيُبۡصِرُوۡنَ (٥) بِاَيِّكُمُ الۡمَفۡتُوۡنُ (٦) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِيۡنَ (٧) فَلَا تُطِعِ الۡمُكَذِّبِيۡنَ (٨) وَدُّوۡا لَوۡ تُدۡهِنُ فَيُدۡهِنُوۡنَ (٩) وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيۡنٍ (١٠) هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيۡمٍ (١١) مَّنَّاعٍ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍ (١٢) [القلم: ١ - ١٢]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

يسطرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার السطر মাদ্দাহ س + ط + ر জিনস صحيح অর্থ- তারা লিপিবদ্ধ করে।

مجنون : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব ضرب মাসদার الجنون মাদ্দাহ ج + ن + ن জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- পাগল।

ممنون : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব نصر মাসদার المن মাদ্দাহ م+ن+ن জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- হ্রাসকৃত।

يبصرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإبصار মাদ্দাহ ب + ص + ر জিনস صحيح অর্থ- তারা দৃষ্টি দিবে।

مفتون : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব ضرب মাসদার الفتنة মাদ্দাহ ف + ت + ن জিনস صحيح অর্থ- ফেতনায় পতিত।

مهتدين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاهتداء মাদ্দাহ ه + د + ي জিনস ناقص يائي অর্থ- হিদায়াতপ্রাপ্তগণ।

مكذبين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার التكذيب মাদ্দাহ ك + ذ + ب জিনস صحيح অর্থ- মিথ্যাবাদীরা।

تدهن : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإدهان মাদ্দাহ د + ه + ن জিনস صحيح অর্থ- তুমি নমনীয়তা দেখাবে।

يدهنون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإدهان মাদ্দাহ د + ه + ن জিনস صحيح অর্থ- তারা নমনীয়তা দেখাবে।

لا تطع : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإطاعة মাদ্দাহ ط + و + ع জিনস أجوف واوي অর্থ- তুমি আনুগত্য করো না।

معتدٍ : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاعتداء মাদ্দাহ ع + د + و জিনস ناقص واوي অর্থ- সীমালংঘনকারী।

তারকিব

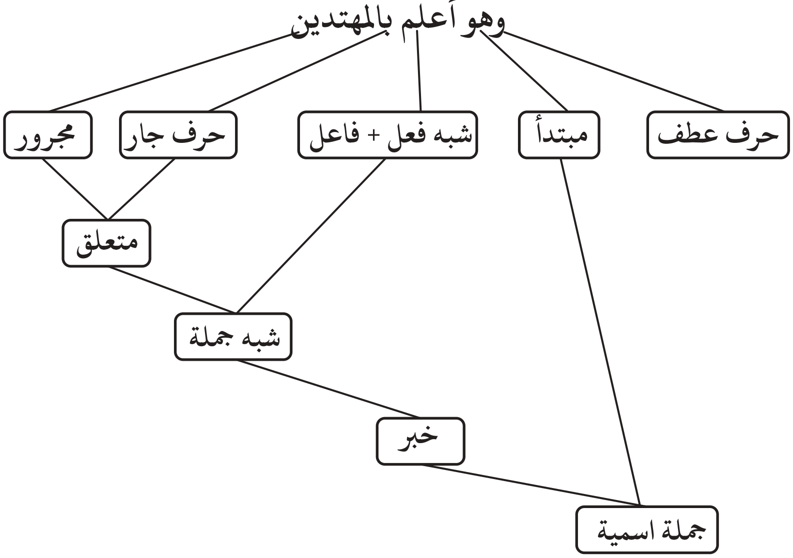

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা লেখনী ও লেখার কসম করে বলেছেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ফলে তিনি চাটুকার বা দ্বিমুখী স্বভাবের কোনো কাফেরের অনুসরণ করতে পারেন না।

শানে নুজুল

ইবনে জুরাইজ (رحمه الله) বলেন, কাফেররা মহানবি (ﷺ) কে বলতো, তিনি পাগল। তখন আল্লাহ তাআলা নবিকে সান্ত্বনা দিতে নাজিল করেন- مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

টীকা

ن ـ والقلم وما يسطرون : নুন। কলমের শপথ এবং তারা যা লিখে। ن হরফটি হরফে মুক্বাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন)। যেমন, ق ـ ص ইত্যাদি। এর অর্থ আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। কেননা এই আয়াতে মুতাশাবিহাত। আর القلم বলে ভাগ্যলিখনীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন ইবনে আসাকির হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসুল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রথম কলম সৃষ্টি করলেন। অতঃপর নুন তথা দোআত সৃষ্টি করলেন এবং কলমকে বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখ। ফলে কলম তা লিখে ফেলল। ইমাম

তবারানি হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেন, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম এবং হুত (মাছ) সৃষ্টি করলেন। কলমকে বললেন, তুমি লেখ। কলম বলল, কি লিখব, তিনি বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সব কিছু। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন-

ن ـ والقلم وما يسطرون

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। হাদিস শরিফে আছে রাসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেন-

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق নিশ্চয় আমি সচ্চরিত্রের পূর্ণতার জন্য প্রেরিত হয়েছি। (মুসতাদরাকে হাকেম, ৪২২১)

মা আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তাকে একদা মহানবি (صلى الله عليه وسلم) এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, কুরআনই তাঁর চরিত্র। তুমি কি পড়নি? **وإنك لعلى خلق عظيم** হযরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেন – **أدبني ربي فأحسن تأديبي** আমার প্রভু আমায় আদব শিখিয়েছেন, ফলে আমার আদব সুন্দর হয়েছে। (জামে সগীর, ৩৯৯) আর আল্লাহ তাআলা মহানবি (صلى الله عليه وسلم) কে শিক্ষা দিয়েছেন – **خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين**

আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন। অতঃপর যখন তিনি উক্ত চরিত্র গ্রহণ করলেন তখন আল্লাহ তাআলা বললেন- **وإنك لعلى خلق عظيم**

হযরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি দশ বছর নবি (صلى الله عليه وسلم) এর খেদমত করেছি। তিনি কোনো দিন বলেননি, কেন এ কাজটি করেছ? বা কেন ওটা করোনি? (বুখারি) মা আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, রসুল (صلى الله عليه وسلم) নিজ হাতে কখনো কোনো খাদেমকে বা স্ত্রীকে প্রহার করেননি। (আহমদ)

خلق: خلق অর্থ চরিত্র। চরিত্র মানব মনের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার কারণে তার থেকে সহজে ভালোকাজ প্রকাশ পায়। আর **خلق عظيم** হলো মহান চরিত্র যার উপরে আর কোনো চরিত্র নাই। মহানবি (صلى الله عليه وسلم) বলেন, কিয়ামতের দিনে মিজানের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কিছু হবে না। (আবু দাউদ, ৪৭৯৯)

فلا تطع المكذبين

অর্থাৎ আপনি মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায়, আপনি প্রচার কার্যে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমা পূজায় তাদেরকে বাধা না দিলে তারা ও নমনীয় হয়ে যাবে এবং

২০২৯

আপনার প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে। (কুরতুবি)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ;

মুফতি শফি (رحمه الله) বলেন, এর অর্থ হলো– আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎকাজে বাধা দেয়, যে সীমালংঘন করে এবং যে অত্যধিক পাপাচারী।

مشاء بنميم

চোগলখোর বা দ্বিমুখী স্বভাবের অধিকারী। তাফসিরে ইবনে কাসিরে বলা হয়েছে, **مشَّاء بنميم** বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে তাদের উত্তেজিত করে, পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করার জন্য একের কথা অন্যের নিকট বর্ণনা করে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রসুল (صلى الله عليه وسلم) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এ দু'জনকে আজাব দেওয়া হচ্ছে। তবে কোনো বড় বিষয়ের জন্য নয়। একজন পেশাব থেকে বাঁচতো না। অপরজন চোগলখোরি করত (বুখারি)। হযরত হুজাইফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেন – **لا يدخل الجنة قتات أي نمام** চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না (আহমদ)। হযরত আব্দুর রহমান বিন গানাম (رضي الله عنه) বলেন, রসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট হলো ঐ ব্যক্তি, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় আর সর্বনিকৃষ্ট হলো ঐ ব্যক্তি যে চোগলখোরি করে প্রিয় ব্যক্তিদের মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং যে পূত পবিত্রদের অশালীন কাজে জড়াতে চায়। (আহমদ) **نميمة** শব্দের মূল অর্থ– প্রকাশ করা, উত্তেজিত করা। পরিভাষায়– ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করাকে নামিমা বা দ্বিমুখী স্বভাব বলে। ইসলামে নামিমা হারাম।

গিবত ও নামিমা তথা চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য হলো– গিবত করার সময় ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু চোগলখোরিতে ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকে।

হুকুম

ইমাম জাহাবি (رحمه الله) বলেন, নামিমা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম এবং কবিরা গুনাহ। এটা গিবত অপেক্ষা মারাত্মক। কারণ গিবতে ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু নামিমায় তা থাকে। সর্বোপরি কথা হলো দ্বিমুখী স্বভাব বা নামিমা একটি জঘন্য চরিত্র। আমাদের সকলকে এ থেকে বাঁচতে হবে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. কলম একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু;
২. মহানবি (صلى الله عليه وسلم) সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী;
৩. মিথ্যুকের অনুসরণ করা হারাম;
৪. অধিক শপথ করা পাপী লোকের স্বভাব;
৫. চোগলখোরি করা মহাপাপ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. القلم শব্দের বহুবচন কী?

ক. القلام খ. الأقلام

গ. القلوم ঘ. الأقلمة

২. আনাস (রা.) মহানবি (ﷺ) এর খেদমত করেছেন কত বছর?

ক. ১০ খ. ১২

গ. ১৫ ঘ. ২০

৩. আল-কুরআন কার চরিত্রের প্রকাশ ছিল?

ক. মুহাম্মদ (ﷺ) খ. আবু বকর (رضي الله عنه)

গ. ওমর (رضي الله عنه) ঘ. আবু যার (رضي الله عنه)

৪. মহানবি (ﷺ) এর চরিত্রকে পবিত্র কুরআনে কিভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

ক. خلق كبير খ. خلق عظيم

গ. خلق جميل ঘ. خلق حسن

৫. মিযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী আমলের নাম কী?

ক. নামায খ. রোযা

গ. সচ্চরিত্র ঘ. সাদাকাহ

৬. نميمة এর হুকুম কী?

ক. حرام খ. مكروه

গ. مباح ঘ. خلاف أولى

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ আয়াতটির শানে নুযুল লেখ।

২. نٓ، وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ এর ব্যাখ্যা লেখ।

৩. কুরআন ও হাদিসের আলোকে মহানবি (ﷺ) এর চরিত্র বর্ণনা করো।

৪. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ এর ব্যাখ্যা লেখ।

৫. نميمة বলতে কী বুঝায়? এর হুকুম ও পরিণতি দলিলসহ বর্ণনা করো।

২০২১

৪র্থ পাঠ

জুলুম

ইসলাম চির সুন্দর ধর্ম। তাই এতে হক্কুল ইবাদের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জুলুম করা হক্কুল ইবাদ প্রতিষ্ঠার বিপরীত। তাই ইসলামে সামান্য পরিমাণ জুলুমও হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদ	আয়াত
❑ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না।	٤٠- وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثۡلُهَا ۚ فَمَنۡ عَفَا وَاَصۡلَحَ فَاَجۡرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيۡنَ
❑ তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না;	٤١- وَلَمَنِ انۡتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ سَبِيۡلٍ
❑ কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٤٢- اِنَّمَا السَّبِيۡلُ عَلَى الَّذِيۡنَ يَظۡلِمُوۡنَ النَّاسَ وَيَبۡغُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ
❑ অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, এটা তো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। (সূরা শুরা, ৪০-৪৩)	٤٣- وَلَمَنۡ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ. (سورة الشورى:٤٠-٤٣)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

أصلح : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإصلاح মাদ্দাহ ص+ل+ح জিনস صحيح অর্থ- সে সংশোধন করল।

لا يحب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح+ب+ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তিনি ভালোবাসেন না।

الظالمين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الظلم মাদ্দাহ ظ+ل+م صحيح অর্থ- জালিমগণ বা অত্যাচারীগণ।

انتصر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الانتصار মাদ্দাহ ن+ص+ر জিনস صحيح অর্থ- সে প্রতিশোধ গ্রহণ করল।

يظلمون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الظلم মাদ্দাহ ظ+ل+م জিনস صحيح অর্থ- তারা অত্যাচার করে বা জুলুম করে।

ويبغون : و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার البغي মাদ্দাহ ب+غ+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আর তারা বিদ্রোহ করে।

أليم : শব্দটি فعيل ওজনে مبالغة اسم فاعل মাদ্দাহ أ+ل+م জিনস مهموز فاء অর্থ- কষ্টদায়ক।

صبر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الصبر মাদ্দাহ ص+ب+ر জিনস صحيح অর্থ- সে ধৈর্যধারণ করল।

وغفر : و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার المغفرة মাদ্দাহ غ+ف+ر জিনস صحيح অর্থ- এবং সে ক্ষমা করল।

তারকিব

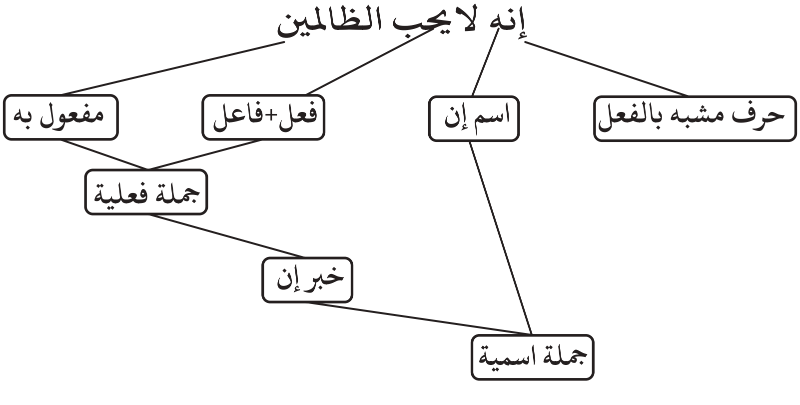

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তাআলা জুলুমের পরিণাম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে জুলুমের প্রতিবাদ করলে বা জুলুমকারীকে সংশোধন করলে তার প্রতিদানের কথাও উল্লেখ করেছেন। এবং শেষে জালেমের করুণ পরিণতির কর্থা বণনা করা হয়েছে।

টীকা

وجزاء سيئة سيئة مثلها

আর মন্দের প্রতিদান সমমন্দ। এ আয়াতের আলোকে মুফাসসিরগণ মুমিনদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা –

১. যারা জালেমকে ক্ষমা করেন এবং প্রতিশোধ নেন না;
২. যারা জালেমদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতে ২য় প্রকারের মাজলুম মুমিনদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। যারা জালেমদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তবে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের সীমারেখাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– **وجزاء سيئة سيئة مثلها** মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। মুফতি শফি (ﷺ) বলেন, তোমার যতটুকু আর্থিক বা শারিরীক ক্ষতি কেউ করলে, তুমি ঠিক ততটুকুই তার ক্ষতি কর। তবে শর্ত হলো তোমার প্রতিশোধ যেন পাপকর্ম না হয়। যেমন, কেউ কাউকে জোরপূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তার জন্য উক্ত ব্যক্তিকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না। (معارف القران)

প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন –

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ (النحل:١٢٦)

যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকু শাস্তি দিবে যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।
(সূরা নাহল, ১২৬)

প্রকাশ থাকে যে, যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, **فمن عفا و أصلح فأجره على الله** যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপোষ নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশনা রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। যেমন হযরত আলি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, **واعف عمن ظلمك** যে তোমার প্রতি জুলুম করে তাকে মাফ করে দাও।

হযরত হাসান বসরি (ﷺ) বলেন, কিয়ামতের দিনে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে যে, আল্লাহর তাআলার নিকট যার পাওনা আছে সে দাঁড়াও। তখন কেউ দাঁড়াবে না, তবে শুধু ঐ ব্যক্তি দাঁড়াবে যে ক্ষমা করেছিল।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুষম ফয়সালা

হযরত ইবরাহিম নাখয়ি (رحمه الله) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মুমিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন, ফলে তাদের ধৃষ্ঠতা আরো বেড়ে যাবে। তাই যে ক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীর ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। কাজি আবু বকর ইবনে আরাবি ও ইমাম কুরতুবি (رحمه الله) এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তারা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ উভয়টি অবস্থা ভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয় তাকে ক্ষমা করা উত্তম। আর যে ব্যক্তি স্বীয় জেদ ও অত্যাচারে অটল থাকে তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। (معارف القران)

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেন, ২ ব্যক্তি পরস্পর গালি গালাজ করলে প্রথম ব্যক্তি সীমালংঘন করে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসুল (صلى الله عليه وسلم) এর উপস্থিতিতে হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) কে গালি দিল। তা দেখে রাসুল (صلى الله عليه وسلم) মুচকি হাসছিলেন। লোকটি যখন অনেক গালি দিল আবু বকর (رضي الله عنه) গালির জবাব দিলেন। তখন রাসুল (صلى الله عليه وسلم) রাগ হয়ে উঠে গেলেন। হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) পিছে পিছে গিয়ে রাসুল (صلى الله عليه وسلم)কে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (صلى الله عليه وسلم)! লোকটি আমাকে গালি দিচ্ছিল। আর আপনি বসে ছিলেন। অতঃপর আমি যখন তার কোনো একটি কথার জবাব দিলাম আপনি রাগ হলেন এবং উঠে গেলেন? তখন রাসুল (صلى الله عليه وسلم) বললেন, তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিল সে তোমার পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু যখন তুমি জবাব দিলে শয়তান এসে বসল। আমি তো আর শয়তানের সাথে বসতে পারি না। (আহমাদ, মাজহারি)

জুলুমের প্রতিশোধ নেয়া সম্পর্কে ফুজাইল ইবনে আয়াজ (رحمه الله) বলেন, যদি কোনো লোক তোমার নিকট অপর কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসে। তবে বল, হে ভাই! তুমি মাফ করে দাও। কেননা, মাফ করা তাকওয়ার নিকটবর্তী। যদি সে বলে, অন্তর মানে না, তবে বলবে, যদি তুমি ন্যায় মাফিক প্রতিশোধ নিতে পার তবে নাও। অন্যথায় ক্ষমার দরজা প্রশস্ত। কেননা, যে ক্ষমা করে তার পুরস্কার আল্লাহর তাআলার নিকট। (ইবনে কাসির)

ظلم সম্পর্কে কিছু কথা

ظلم শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো– অন্যায় বা অত্যাচার। পরিভাষায়– অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করাকে জুলুম বলে। (نضرة النعيم)

আল্লামা জুরজানি রহ. এর মতে, জুলুম হলো অন্যের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা এবং সীমালঙ্ঘন করা। (نضرة النعيم)

এজন্য গুনাহকেও ظلم বলে। আর এ কারণেই شرك কে কুরআন মাজিদে বড় জুলুম বলা হয়েছে।

ظلم এর প্রকার : জুলুম তিন প্রকার। যথা–

১. **মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর উপর জুলুম :** যেমন : কুফর, শিরক, নেফাক ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে আছে, إن الشرك لظلم عظيم (لقمان:١٣) নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।

২. **মানুষের পরস্পরের মাঝে জুলুম :** যেমন: কুরআন মাজিদ আছে, إنما السبيل على الذين يظلمون الناس (الشورى:٤٢) অভিযোগ তাদের উপর যারা মানুষের প্রতি জুলুম করে।

৩. **ব্যক্তির নিজের নফসের উপর জুলুম করা :** তথা গুনাহ করা। যেমন: কুরআন মাজিদ আছে, ربنا ظلمنا أنفسنا ... الخ (الأعراف: ٢٣) হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের আত্মার উপর জুলুম করেছি।

জুলুম করা কবিরা গুনাহ। হাদিস শরিফে আছে- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة তোমরা জুলুম থেকে বাঁচো। কেননা, জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। (মুসলিম)

অন্য হাদিসে আছে, তোমরা মাজলুমের দোআকে ভয় কর। কেননা, তা অগ্নি–স্ফুলিঙ্গের ন্যায় আকাশে উঠে যায়। (হাকেম)

সুতরাং সকল প্রকার জুলুম থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা জুলুমকারীকে পছন্দ করেন না। জালেমের জন্য কিয়ামতে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. ক্ষতির বদলে সমান পরিমাণ ক্ষতি করা যায়;
২. ক্ষতিকারীকে ক্ষমা করা উত্তম;
৩. আল্লাহ তাআলা জালেমকে পছন্দ করেন না;
৪. জালেমের প্রতিশোধ নেয়া দোষের নয়;
৫. আসল দোষ হলো মানুষের প্রতি জুলুম করা এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিশৃঙ্খলা করা।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. أَصْلَحَ শব্দের باب কী

ক. نصر খ. فتح

গ. إفعال ঘ. افّعّل

২. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ বাক্যে الظالمين শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. فاعل খ. نائب الفاعل

গ. مفعول به ঘ. مفعول فيه

৩. মন্দের প্রতিদান প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে মুমিন কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

৪. সর্বোত্তম ব্যবহার কোনটি?

ক. প্রতিশোধ গ্রহণ করা খ. ক্ষমা করে দেওয়া

গ. ক্ষতি করা ঘ. সমান শাস্তি দেওয়া

৫. কিয়ামতের দিনে জুলুম কীরূপ হবে?

ক. রক্তবর্ণ খ. নীল বর্ণ

গ. অন্ধকার ঘ. ধোঁয়াসদৃশ

৬. জুলুম কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ সংক্রান্ত একটি আয়াত অর্থসহ উল্লেখ করো।

২. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ এর তারকীব কর।

৩. جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লেখ।

৪. ক্ষমা করা ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা বর্ণনা করো।

৫. জুলুম কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? দলিলসহ আলোচনা করো।

২০২৩

৫ম পাঠ

লৌকিকতা

লৌকিকতা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। বিশেষ করে ইবাদত যদি এ উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাকে গোপন শিরক বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
❑ নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে ; বস্তুত তিনি তাদেরকে এর শাস্তি দেন, আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সঙ্গে দাঁড়ায়- কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে । ❑ দোটানায় দোদুল্যমান- না এদের দিকে, না তাদের দিকে! এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না । (নিসা ১৪২-১৪৩)	١٤٢- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ١٤٣- مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا. (سورة النساء)
❑ সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, ❑ যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, ❑ যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, ❑ এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে । (সূরা মাউন, ৪-৭)	٤- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ٥- الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٦- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ٧- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ. (سورة الماعون)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

يخادعون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المخادعة মাদ্দাহ خ+د+ع জিনস صحيح অর্থ- তারা ধোঁকাবাজি করে।

قاموا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা দাঁড়ায়।

خادع : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব فتح মাসদার الخدع মাদ্দাহ خ+د+ع জিনস صحيح অর্থ- ধোঁকাবাজ।

يراءون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার والرياء মাদ্দাহ ر+ء+ي জিনস مركب অর্থ- তারা লৌকিকতা করে।

لا يذكرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الذكر মাদ্দাহ ذ+ك+ر জিনস صحيح অর্থ- তারা স্মরণ করে না।

يضلل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإضلال মাদ্দাহ ض+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে গোমরাহ করে।

تجد : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و+ج+د জিনস مثال واوي অর্থ- তুমি পাবে।

المصلين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার الصلاة باب تفعيل এর একটি ওযন আছে فعال মাদ্দাহ ص+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ- নামাযিগণ।

ساهون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার السهو মাদ্দাহ س+ه+و জিনস ناقص واوي অর্থ- বে-খবর বা অমনোযোগীগণ।

يمنعون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার المنع মাদ্দাহ م+ن+ع জিনস صحيح অর্থ- তারা নিষেধ করে।

الماعون : শব্দটি একবচন, বহুবচনে المواعين অর্থ- আসবাবপত্র, গৃহস্থলীর জিনিসপত্র।

২০২৩

তারকিব

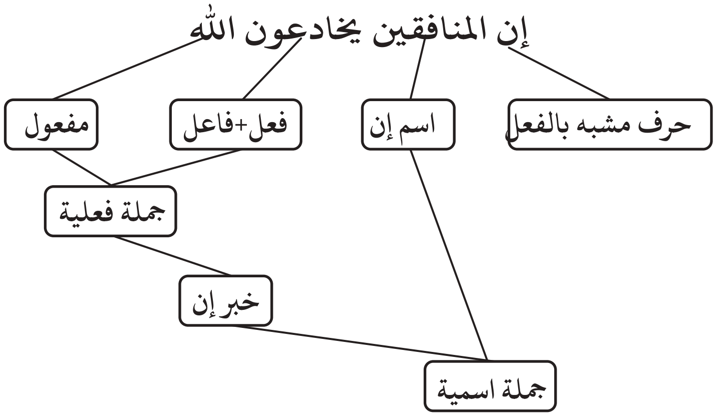

মূলবক্তব্য

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকের খারাপ চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা নামাযে অলসতা করে, লোক দেখানো ইবাদত করে এবং বখিলি করে। এর দ্বারা তারা আল্লাহ তাআলা এবং তার রসুলকে ধোঁকা দিতে চায়। মূলত তারা নিজেরাই ধোঁকাগ্রস্ত এবং দিকভ্রান্ত।

মুনাফিকের পরিচয়

منافق শব্দটি আরবি। যার অর্থ কপট বা দ্বিমুখী স্বভাবের অধিকারী। পরিভাষায়– যে ব্যক্তি কুফরিকে গোপন রেখে ইসলামকে প্রকাশ করে তাকে মুনাফিক বলে।

এ মুনাফিক দুই প্রকার। যথা :

১. আকিদাগত মুনাফিক। একে কাফের বলে।
২. আমলগত মুনাফিক। একে ফাসেক বলে।

আকিদাগত মুনাফিকের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। যেমন আল কুরআনে আছে–

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار (النساء:١٤٥)

মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে। (সুরা নিসা, ১৪৫)

তবে আমলগত মুনাফিক মূলত কবিরাগুনাহকারী ফাসেক। বিনা তাওবায় মারা গেলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

হাদিসে আছে মুনাফিকের আলামত ৩টি যথা–

১. মিথ্যা বলা;
২. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা;
৩. আমানতের খেয়ানত করা। (মুসলিম)

وإذا قاموا إلى الصلاة ... الخ : এ আয়াতে মুনাফিকদের সালাতের তিনটি বেহাল দশার কথা আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হলো–

১. মুনাফিক নামাযে দাঁড়ায় অলস ভঙ্গিতে তথা তার নামাযে সে একাগ্রচিত্তে থাকে না।
২. সে লোক দেখানোর জন্য সালাত পড়ে, তার নামাযে কোনো এখলাস থাকে না।
৩. সে নামাযে কম জিকির করে থাকে।

এ বৈশিষ্ট্যগুলো মুমিনের গুণের বিপরীত। কেননা মুমিন খুশুর সহিত, একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য এবং ধীরস্থিরতার সাথে সালাত আদায় করে থাকে।

الذين هم عن صلاتهم ساهون : যারা তাদের সালাত থেকে গাফেল থাকে বা অমনোযোগী থাকে। এর দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন–

১. তাদের সালাত সম্পূর্ণরূপে ছুটে যায়;

২. অথবা তারা সালাতের সময় চলে যাওয়ার পরে নামায পড়ে;

৩. অথবা তারা মহানবি (ﷺ) ও সালফে ছালেহিনদের মতো গুরুত্ব দিয়ে সালাত পড়ে না, বরং মোরগের মতো কয়েকটি ঠোকর মারে এবং خشوع এর সাথে সালাত পড়ে না।

ويمنعون الماعون

অত্র আয়াতে মুনাফিকের আরেকটি দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে এ মর্মে যে, তারা الماعون থেকে বাঁধা দেয় বা বিরত থাকে। তবে الماعون কী ? এর ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন। যেমন-

১. হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه), হযরত ইবনে উমর (رضي الله عنه), মুজাহিদ রহ., কাতাদা রহ., ও হাসান বসরি রহ., প্রমুখের মতে, এখানে الماعون বলে যাকাতকে বুঝানো হয়েছে। যাকাতকে الماعون বলার কারণ হলো, মাউনের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। আর যাকাত ৪০ ভাগের ১ ভাগ হওয়ায় পূর্ণ মালের তুলনায় তা তুচ্ছ বস্তুর মতো। অর্থাৎ মুনাফিকরা যেমন নামাযে ত্রুটি করে, তেমনি যাকাত আদায়েও তারা গড়িমসি করে।

২. কারো কারো মতে, এখানে الماعون বলে গৃহস্থলীর উপকরণ তথা কুঠার, ডেক, বালতি, কাঁচি, দা, কড়াই ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকদের স্বভাব এতো নীচু যে, তারা এ সামান্য বস্তুও ধার দিতে চায় না। সুতরাং তাদের যাকাত দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

রিয়া বা লোকদেখানো

লৌকিকতা এর আরবি শব্দ رياء অর্থাৎ যা লোক দেখানোর জন্য করা হয়।

পরিভাষায়– هو إظهار العمل للناس ليروه و يظنوا به خيرا মানুষকে দেখানোর জন্য আমলকে প্রকাশ করা, যাতে তারা তার সম্পর্কে ভালো ধারণা করে।

আল্লামা জুরজানি (﵀) বলেন– هو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه গাইরুল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমলের মধ্যে ইখলাসকে পরিত্যাগ করাকে রিয়া বলে। (তারিফাত, ২৩)

ইমাম কুরতুবি (র.) বলেন, লৌকিকতা হলো إظهار الجميل ليراه الناس মানুষ যাতে দেখে এ উদ্দেশ্য ভালোকাজ জাহির করাই রিয়া বা লৌকিকতা।

ইবাদতে রিয়া করা মুনাফিকের লক্ষণ। হাদিসে রিয়া করাকে ছোট শিরক বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কাছে রিয়াকারীর কোনো পুরস্কার নেই । যেমন রসুল (ﷺ) বলেন–

اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ تُجَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَرَاؤُوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً (رواه أحمد عن محمود بن لبيد)

আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি যার ভয় করি, তা হলো ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ) ছোট শিরক কী ? তিনি বললেন, রিয়া। আল্লাহ তাআলা যেদিন বান্দাদেরকে তাদের আমলের পুরস্কার দিবেন সেদিন তাদেরকে বলবেন, যাও! দুনিয়াতে যাদেরকে দেখাতে তাদের কাছে ভালো কোনো কিছু পাও কিনা। (আহমদ)

রিয়ামুক্ত ইবাদতই দিদারে ইলাহি পেতে সহায়ক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا (الكهف : ١١٠)

সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরিক না করে। (সূরা কাহফ, ১১০)

তবে যদি কারো মনে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও আপনা আপনি তার ভালোকাজ প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং এতে তার ভালো লাগে তবে এটা রিয়া হবে না। বরং এক্ষেত্রে মহানবি

(ﷺ) এর বাণী হলো– (أبو يعلى) له أجران أجر السر و أجر العلانية তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব। গোপন করার সাওয়াব এবং প্রকাশ করার সাওয়াব।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, رياء এর হাকিকত হলো- طلب ما في الدنيا بالعبادة ইবাদতের বিনিময়ে দুনিয়ার কোনো বস্তু কামনা করা। এর চারটি পর্যায় আছে। যথা–

১. الرياء بالسمت **(আচরণগত রিয়া) :** মানুষের প্রশংসা লাভ ও তাদের মাঝে প্রাধান্য বিস্তারের আশায় চরিত্রকে সুন্দর করা।

২. الرياء بالثياب **(আবরণগত রিয়া) :** মানুষ যাতে তাকে দরবেশ বা দুনিয়া বিরাগী বলে এ উদ্দেশ্য ছিন্নবেশ ধারণ করা।

৩. الرياء بالقول **(উক্তিগত রিয়া) :** কথার মাঝে দুনিয়াদারদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে উপদেশ দেওয়া এবং ছুটে যাওয়া নেক কাজের জন্য আফসোস প্রকাশ করা ইত্যাদি।

৪. الرياء بالعمل **(আমলগত রিয়া) :** সালাত, দান, খয়রাত ইত্যাদি প্রকাশ করা। মানুষকে দেখানোর জন্য সালাতকে সুন্দর করা বা দীর্ঘ করা ইত্যাদি।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. মুনাফিকরা খুবই খারাপ চরিত্রের হয়ে থাকে;
২. মুনাফিকদের শাস্তি আল্লাহ তাআলা অবশ্যই দিবেন;
৩. নামাযে অলসতা করা মুনাফিকের খাসলাত;
৪. রিয়া করা এক ধরনের নিফাক;
৫. মুনাফিকরা খুব কমই জিকির করে;
৬. অধিকহারে জিকির করা মুমিনের আলামত;
৭. মুনাফিকদের জন্য রয়েছে পরকালীন দুর্ভোগ;
৮. সালাতের সময়ের প্রতি অমনোযোগী হওয়া মুনাফিকের লক্ষণ;
৯. মুনাফিক সাধারণত কৃপণ স্বভাবের হয়ে থাকে;
১০. ছোট ছোট বস্তু ধার দিতে অস্বীকৃতি এক প্রকার নীচতা।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. يخادعون এর باب কী

ক. إفعال খ. تفعيل

গ. مفاعلة ঘ. تفعل

২. إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ আয়াতে الله শব্দ তারকিবে কী হয়েছে?

ক. فاعل খ. نائب الفاعل

গ. مفعول به ঘ. مفعول له

৩. মুনাফিক কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

৪. আকিদাগত মুনাফিকের অপর নাম কী?

ক. মুশরিক খ. ফাসিক

গ. কাফির ঘ. জাহিল

৫. অলস ভঙ্গিতে নামাযে দাঁড়ানো কার বৈশিষ্ট্য?

ক. মুশরিক খ. মুনাফিক

গ. ফাসিক ঘ. জাহিল

৬. রিয়া বা লোকদেখানো কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. রিয়া এর কুফল সংক্রান্ত আল-কুরআনের দুটি আয়াত অর্থসহ লেখ।

২. মুনাফিকের পরিচয় দাও। মুনাফিক কত প্রকার ও কী কী? মুনাফিকের আলামতসমূহ উল্লেখ করো।

৩. মুনাফিকের নামাযের করুণদশা কুরআন মাজিদের আলোকে বর্ণনা করো।

৪. الماعون অর্থ কী? এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের অভিমত উল্লেখ করো।

৫. রিয়া কাকে বলে? কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে রিয়ার কুফল উল্লেখ করো।

৬. রিয়ার হাকিকত কী? রিয়ার পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

তাজভিদ শিক্ষা

তাজভিদের পরিচয় ও গুরুত্ব

تجويد শব্দটি **جودة** হতে উৎকলিত। এর অর্থ **التحسين** বা সুন্দর করা। যে নিয়ম-কানুন অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করলে তেলাওয়াত শুদ্ধ ও সুন্দর হয়, তাকে ইলমে তাজভিদ বলে। তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা ফরজ। অন্যথায় অশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। আর অশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী পাপী হয়। প্রখ্যাত তাবেয়ি মাইমুন ইবনে মেহরান বলেন–

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ (إحياء علوم الدين)

অর্থ: কুরআনের এমন কিছু পাঠক আছে, কুরআন যাদের লানত করে। অর্থাৎ যারা অশুদ্ধ তিলাওয়াত করে। কারণ তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পাঠ শুধু মহানবি (ﷺ) –এর নির্দেশই নয়, আল্লাহ তাআলার হুকুমও বটে। এরশাদ হচ্ছে- (المزمل:٤) وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আর কুরআন তেলাওয়াত কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে । অন্য আয়াতে আছে-

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ (البقرة:١٢١)

অর্থাৎ, যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তাদের যারা যথাযথভাবে এটা তিলাওয়াত করে ।

আর যেহেতু তাজভিদ অনুযায়ী না পড়লে কুরআনকে সঠিক ও শুদ্ধভাবে পড়া সম্ভব নয়, তাই তাজভিদ এর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জাজরি বলেন–

اَلْأَخْذُ بِالتَّجْوِيْدِ حَتْمٌ لَازِمٌ + مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْاٰنَ اٰثِمٌ

অর্থাৎ, তাজভিদকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক, যে কুরআনকে তাজভিদসহ পড়ে না সে পাপী হয়। তাই আমাদের জন্য ইলমে তাজভিদের কায়দাগুলো জানা জরুরি।

১ম পাঠ

তায়া'উজ ও তাসমিয়া পড়ার নিয়ম

তায়া'উজ আউযু বিল্লাহ (أعوذ بالله) পড়াকে বলে এবং তাসমিয়া বিসমিল্লাহ (بسم الله) পড়াকে বলে। কুরআন মাজিদ পাঠ করার পূর্বে শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করা অতি জরুরি। এজন্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন –

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (سورة النحل ـ ٩٨)

অর্থ : যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় নিবে। (সুরা আন নাহল, ৯৮)

أعوذ بالله পাঠ করার কয়েক প্রকার বাক্য আছে । যেমন–

١. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

٢. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

٣. أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم.

٤. أعوذ الله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم.

٥. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي.

٦. اللّٰهُمَّ إني أعوذ بك من إبليس و جنوده.

তবে, অধিকাংশ মুহাক্কিক আলিমের মতে, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পাঠ করাই উত্তম। কেননা, মহানবি (ﷺ) তা দ্বারাই কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত আরম্ভ করতেন। أعوذ بالله পাঠ করার সাথে بسم الله পাঠ করাও জরুরি। ইমাম আছেম কুফি (রহ.) এর শাগ্‌রিদ ইমাম হাফছ (রহ.) এর মতে, بسم الله الرحمن الرحيم প্রত্যেক সূরার অংশ বা একটি আয়াত। কাজেই কোনো সুরা بسم الله ব্যতীত পাঠ করলে সেই সূরা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এজন্য প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে بسم الله পাঠ করা একান্ত জরুরি। তবে সূরা তাওবার শুরুতে بسم الله পাঠ করতে হয় না। কারণ উক্ত সূরা নাযিলকালে بسم الله নাযিল হয়নি। তাছাড়া بسم الله الرحمن الرحيم আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা ও দয়া স্বরূপ। আর সূরা তাওবা কাফের ও মুশরিকদের ওপর গজব ও আজাবের দৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন। এ কারণে এই সূরায় بسم الله নাযিল হয়নি। অতএব এ সূরার শুরুতে بسم الله পড়া হয় না। কেবল মাত্র أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পাঠ করেই এ সূরা পড়া শুরু করতে হয়। তবে সূরা তাওবার মধ্যখান থেকে পাঠ করা শুরু করলে بسم الله পড়াতে কোনো দোষ নেই।

بسم الله (تَسْمِيَةٌ) এবং أعوذ بالله (تَعَوُّذٌ) পাঠ করার নিয়ম চার প্রকার । যথা–

১. **فصل كل** (ফাসলি কুল)

২. **وصل كل** (ওয়াসলি কুল)

৩. **فصل أول وصل ثاني** (ফাসলি আউয়াল ওয়াসলি সানি)

৪. **وصل أول فصل ثاني** (ওয়াসলি আউয়াল ফাসলি সানি)

১. **فصل كل** (ফাসলি কুল) : অর্থাৎ **أعوذ بالله** ও **بسم الله** এবং পরবর্তী সূরার অংশ পাঠকালে প্রতি আয়াতে ওয়াক্‌ফ করে পাঠ করাকে ফাসলি কুল (**فصل كل**) বলে। যেমন–

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم O بسم الله الرحمن الرحيم O قل أعوذ برب الناس O

২. **وصل كل** (ওয়াসলি কুলল) : অর্থাৎ **اعوذ بالله** ও **بسم الله** এবং পরবর্তী সূরার অংশ পাঠকালে নিঃশ্বাস ও আওয়াজ বহাল রেখে একত্রে পাঠ করাকে (**وصل كل**) ওয়াসলি কুল বলে। যেমন– **أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس O**

৩. **فصل أول وصل ثاني** (ফাসলি আউয়াল ওয়াসলি সানি) : অর্থাৎ **اعوذ بالله** ও **بسم الله** এবং পরবর্তী সূরার অংশ পাঠকালে **اعوذ بالله** পাঠ করে ওয়াক্বফ করা এবং **بسم الله** সহ পরবর্তী সূরা পাঠকালে ওয়াক্বফ না করে একত্রে পাঠ করাকে **فصل أول وصل ثاني** (ফাসলি আউয়াল ওয়াসলি সানি) বলে। যেমন–

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم O بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس O

৪. **وصل أول فصل ثاني** (ওয়াসলি আউয়াল ফাসলি ছানি) : অর্থাৎ **اعوذ بالله** ও **بسم الله** এবং পরবর্তী সূরার অংশ পাঠকালে **أعوذ بالله** এবং **بسم الله** একত্রে পাঠ করে **وقف** (ওয়াক্বফ) করা এবং পরবর্তী সূরার অংশ পৃথকভাবে পাঠ করাকে **وصل أول فصل ثاني** (ওয়াসলি আউয়াল ফাসলি ছানি) বলে। যেমন–

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O قل أعوذ برب الناس O

তবে এই সব নিয়ম কুরআন পাঠ শুরুর ক্ষেত্রে জায়েজ। কিন্তু একটি সূরার শেষাংশে بسم الله কে মিলিয়ে পড়া এবং পরবর্তী সূরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পড়া জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় بسم الله পূর্ববর্তী সূরার অংশ হওয়া বুঝায়। যেমন–

من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم O قل أعوذ برب الناس O

২য় পাঠ

মাদ্দের বর্ণনা

মাদ্দ (مد) অর্থ– দীর্ঘ করা। অর্থাৎ, মাদ্দ বিশিষ্ট হরফটি উচ্চারণকালে শ্বাস এবং আওয়াজকে দীর্ঘ করে পাঠ করা, যেন স্বাভাবিকভাবে মাদ্দটি পরিপূর্ণ হয়।
মাদ্দ প্রথমত দুই প্রকার। যথা–

১. মাদ্দে আসলি (مد أصلي) মূল মাদ্দ বা ভিত মাদ্দ;

২. মাদ্দে ফারয়ি (مد فرعي) উপ–মাদ্দ বা শাখা মাদ্দ।

১. মাদ্দে আসলির (مد أصلي) বর্ণনা

মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা : ي - ا - و একত্রে واي হয়। و সাকিনের পূর্বের হরফে পেশ, ا এর পূর্বের হরফে যবর এবং ي সাকিনের পূর্বের হরফে যের থাকলে তাকে মাদ্দের হরফ বা حرف مدّ বলে। যেমন– نوحيها একে মাদ্দে আসলি (مد أصليّ) বা মাদ্দে তাবয়ি (مد طبعي) বলে। এই মাদ্দ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পাঠ করতে হয়।

এক আলিফ দুই হরকতের সমান। যেমন – ب + ب বলতে যে সময় প্রয়োজন হয় তা–ই এক আলিফের পরিমাণ। অথবা হাতের একটি আঙ্গুল সোজা অবস্থা থেকে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে এক আলিফ, এভাবে দু'টি আঙ্গুল বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে দু'আলিফ, এবং তিন ও চার আলিফের পরিমাণ নির্ধারণ এভাবে করা যায়।

মাদ্দে আসলির আর একটি ধারা হলো, যখন কোনো হরফে খাড়া যবর (ـٰ), খাড়া যের (ـٖ) এবং উল্টা পেশ (ـٗ) থাকে। তখন খাড়া যবরে আলিফ যুক্ত মাদ্দের হুকুম, খাড়া যেরে ইয়া যুক্ত মাদ্দের

হুকুম এবং উল্টা পেশে ওয়াও যুক্ত মাদ্দের হুকুম প্রযোজ্য হবে। একেও মাদ্দে আসলি বা মদ্দে তাবয়ি এর ন্যায় এক আলিফ দীর্ঘ করে পাঠ করতে হয়।

২. মাদ্দে ফারয়ি (مد فرعيّ) –এর বর্ণনা : মাদ্দে ফারয়ি দশ প্রকার। যথা –

১. মাদ্দে মুত্তাসিল বা ওয়াজিব (مد متصل أو واجب)

২. মাদ্দে মুনফাসিল বা জায়েজ (مد منفصل أو جائز)

৩. মাদ্দে আরিজ (مد عارض)

৪. মাদ্দে লিন (مد لين)

৫. মাদ্দে বদল (مد بدل)

৬. মাদ্দে সিলাহ (مد صلة)

৭. মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাক্‌কাল (مد لازم كلمي مثقل)

৮. মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফ্‌ফাফ (مد لازم كلمي مخفف)

৯. মাদ্দে লাজিম হারফি মুছাক্‌কাল (مد لازم حرفي مثقل)

১০. মাদ্দে লাজিম হারফি মুখাফ্‌ফাফ (مد لازم حرفي مخفف)

উল্লেখ্য যে, মাদ্দে ফারয়ি এর কোনো কোনো মাদ্দ গঠন করতে মাদ্দে আসলির সম্পর্ক থাকবে। তখন তার বিস্তারিত বর্ণনা না দিয়ে কেবল মাদ্দে আসলি বলে উল্লেখ করা হবে এবং মাদ্দের পরিমাণ নির্ণয় নীতি সম্পর্কে দেওয়া বিবরণ স্মরণ রাখতে হবে।

১. মাদ্দে মুত্তাসিল (مد متصل) : একই শব্দের মধ্যে মাদ্দে আসলির পরে হামজা থাকলে তাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বা ওয়াজিব মাদ্দ বলে। এটা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমনঃ **أُولٰٓئِكَ - جَآءَ - سُوْٓءَ - جِيْٓئَ** ইত্যাদি।

২. মাদ্দে মুনফাসিল (مد منفصل) : পাশাপাশি দুটি শব্দের প্রথম শব্দের শেষে মাদ্দে আসলি এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে হামজা থাকলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বা জায়েজ মাদ্দ বলে। যথা **وَمَآ أُنْزِلَ - قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ - اَلَّذِيْٓ أَطْعَمَهُمْ** ইত্যাদি।

৩. **মাদ্দে আরিজ (مد عارض) :** এই মাদ্দটি ওয়াক্ফ বা বিরতি অবস্থায় হয়। ওয়াসল বা মিলিয়ে পাঠ করলে মাদ্দ হয় না। ওয়াক্ফ বা বিরতির কারণে শব্দের শেষের হরফটি অস্থায়ী সাকিন করতে হয়। অস্থায়ী সাকিনের পূর্বে মাদ্দে আসলি থাকলে তাকে মাদ্দে আরিজ লিস্সুকুন (مد عارض للسكون) বলে। এটা তিন আলিফ থেকে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়া হয়। তবে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করা উত্তম। যেমন ঃ حِسَابٌ ـ تَعْلَمُوْنَ ـ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ইত্যাদি।

৪. **মাদ্দে লিন (مد لين) :** লিন অর্থ নরম করা বা সহজ করা। এটি ওয়াকফ (وقف) বা বিরতি অবস্থায় মাদ্দ হয়। ওয়াসল (وصل) বা মিলিয়ে পাঠ করলে মাদ্দ হয় না। ওয়াও (و) সাকিন এবং ইয়া (ي) সাকিন এর পূর্বের হরফে যবর থাকলে তাকে মাদ্দে লিন (مد لين) বলে। এটা এক আলিফ থেকে দুই আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন–بَيْتٌ ـ خَوْفٌ ـ سَيْرٌ ইত্যাদি।

৫. **মাদ্দে বদল (مد بدل) :** বদল অর্থ পরিবর্তন করা। হামজা সাকিনকে পূর্বের হরফের হরকত অনুযায়ী মাদ্দের হরফ (و+ا+ي) দ্বারা বদল বা পরিবর্তন করে পড়াকে মাদ্দে বদল (مد بدل) বলে। যেমন: آمن মূলে أأمن ছিল, اومن মূলে أأمن ছিল এবং إيمانا মূলে إإيمانا ছিল।

কেননা হামজা হরফে শিদ্দাহ সিফাত আছে বিধায় একত্রে দু'হামজা উচ্চারণ করা কঠিন। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী সহজ করার জন্য হরকতের মোতাবেক হরফ দ্বারা হামজাকে পরিবর্তন করা হয়েছে। এই মাদ্দ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৬. **মাদ্দে সিলাহ (مد صلة) :** সিলাহ অর্থ হা (ه) জমিরে একটি মাদ্দ বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ হা (ه) জমিরে পেশ হলে তার সাথে ওয়াও সাকিন বৃদ্ধি করে পড়া এবং হা (ه) জমিরে যের হলে তার সাথে ইয়া সাকিন বৃদ্ধি করে পড়া। একে মাদ্দে সিলাহ (مد صلة) বলে। যেমন ঃ له–এর স্থলে لهو এবং به এর স্থলে بهي. ইত্যাদি।

মাদ্দে সিলাহ (مد صلة) দুই প্রকার–

ক. সিলাহ তবিলাহ (صلة طويلة)

খ. সিলাহ কাসিরাহ (صلة قصيرة)

ক. সিলাহ তবিলাহ (صلة طويلة) : হা (ه) জমিরের পূর্বে এবং পরে হরকত থাকলে এবং পরের হরকতটি হামজার উপর হলে তখন পেশের সাথে و (ওয়াও) বৃদ্ধি করে এবং যেরের সাথে ي (ইয়া) বৃদ্ধি করে মাদ্দে মুনফাসিলের ন্যায় তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে সিলাহ–এ তবিলাহ বলে। যেমন – مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ـ مِنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ইত্যাদি।

খ. সিলাহ কাসিরা (صلة قصيرة) : হা (ه) জমিরের পূর্বে এবং পরে হরকত থাকলে এবং পরের হরফটি হামজা না হলে তখন তার পেশের সাথে ওয়াও (و) এবং যেরের সাথে ইয়া (ي) বৃদ্ধির করে মাদ্দে আসলির ন্যায় এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে সিলাহ–এ কাসিরাহ বলে। যেমন– يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا এবং إنه هو ইত্যাদি।

৭. **মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাককাল** (مد لازم كلمي مثقل) : একই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে তাশদিদযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাক্‌কাল বলে। যথা : حَآجَّةٌ ـ دَآبَّةٌ ـ ضَآلِّيْنَ ইত্যাদি। এটা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৮. **মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফ্‌ফাফ** (مد لازم كلمي مخفف) : একই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে জযমযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফ্‌ফাফ বলে। যথা: آٰلْـٰئٰنَ –এটা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৯. **মাদ্দে লাজিম হারফি মুসাক্‌কাল** (مد لازم حرفي مثقل) : হুরুফে মুক্বাত্তাআত যা সুরার প্রারম্ভে থাকে, তার মধ্যে যে সমস্ত হরফের নাম তিন হরফ বিশিষ্ট তাতে যদি মাদ্দের হরফের পরে তাশ্‌দিদযুক্ত আসলি সাকিন থাকে তাহলে তাকে মাদ্দে লাজিম হারফি মুসাক্‌কাল বলে। যথা الٓمّٓ ـ طٰسٓمّٓ ইত্যাদি। একে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

১০. **মাদ্দে লাজিম হারফি মুখাফ্‌ফাফ** (مد لازم حرفي مخفف) : হুরুফে মুক্বাত্তায়াত, যা সুরার প্রারম্ভে থাকে, তার মধ্যে যে সমস্ত হরফের নাম তিন হরফ বিশিষ্ট ঐ সমস্ত হরফে মাদ্দের হরফের পরে জযমযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফ্‌ফাফ বলে। যেমন: يٰسٓ ـ الٓرٰ ـ حٰمٓ ـ نٓ ـ صٓ ইত্যাদি। একে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৩য় পাঠ

হায়ে জমির পড়ার নিয়ম

আরবি ভাষার মধ্যে নাম পুরুষের (غائب) সর্বনাম হিসেবে শব্দের শেষে 'হা' (ہ) ব্যবহার করা হয়, একে 'হা' জমির (هاء ضمير) বলে। 'হা' জমির পড়ার নিয়মগুলো নিচে উল্লেখ করা হল।

১. হা (ہ) জমিরের পূর্বে যের অথবা ইয়া সাকিন থাকলে ہ (হা) জমিরে যের হয়। যেমন– وإليه ـ به
কিন্তু দুই স্থানে এর ব্যতিক্রম বা বিপরীত। হাফসের মতে উক্ত স্থানদ্বয়ে পেশ পড়তে হয়। যথা-

(১) সূরা কাহফের ৬৩ নং আয়াতে وما أنسانيهُ

(২) সূরা ফাতহ এর ১০ নং আয়াতে عليهُ الله

এছাড়া হা–জমিরের পূর্বে যের থাকা সত্ত্বেও নিয়মের বিপরীত দুই স্থানে হা–জমির সাকিন পড়তে হয়। যেমন–

(১) সূরা শু'আরা এর ৩৬ নং আয়াত এবং সুরা আ'রাফ –এর ১১১ নং আয়াতে وأرجهْ

(২) সূরা নামল এর ২৮ নং আয়াতে فألقهْ

২. হা (ہ) জমিরের পূর্বে যের অথবা ي (ইয়া) সাকিন না থাকলে হা (ہ) জমিরে পেশ হবে। যেমন لَـهُ ـ اَخَاهُ ـ مِنْهُ ـ رَأَيْتُمُوْهُ কিন্তু একস্থানে নিয়মের বিপরীত হা (ہ) জমিরে যের পড়তে হয় । যেমন– সূরা নুর এর সপ্তম রুকূতে ويتقهِ فأولئك

৩. হা (ہ) জমিরের পূর্বের এবং পরের হরফে হরকত থাকলে হা (ہ) জমিরের হরকতকে (إشباع) দীর্ঘ করে পড়তে হয়। অর্থাৎ যেরের সাথে ইয়ায়ে মাদ্দাহ (ياء مدة) এবং পেশের সাথে ওয়াও মাদ্দাহ (واو مدة) বৃদ্ধি করে পড়তে হয়। যেমন– **مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ۔وَرَسُوْلُهٗۤ أَحَقُّ** কিন্তু একস্থানে নিয়মের ব্যতিক্রম (إشباع) দীর্ঘ হবে না। সূরা জুমার এর প্রথম রুকুতে وإن تشكروا يرضهُ لكم পেশকে সিলাহ্ (صلة) ব্যতীত পড়তে হবে।

৪. হা (ہ) জমিরের পূর্বে বা পরে যদি সাকিন হরফ থাকে তখন হা (ہ) জমিরকে দীর্ঘ করে পড়তে হয় না। যেমন– أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ـ بِهِ الْحَقُّ ـ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ـ مِنْهُ قَلِيْلًا কিন্তু একটি স্থানে নিয়মের ব্যতিক্রম 'হা' (ہ) জমির দীর্ঘ করে পড়তে হয়। তা হচ্ছে সূরা ফুরক্বান এর শেষ রুকুতে فيه مهانا এটা ইমাম হাফস (رحمه الله)–এর নিয়ম অনুযায়ী পাঠ করা হয়।

৪র্থ পাঠ

জমিরে ‘আনা’ পড়ার নিয়ম

কুরআন মাজিদে ‘আনা’ (أَنَا) শব্দের নুনের সাথে আলিফ লেখা আছে। পূর্বে এ আলিফ ছিল না। এতে (رسم الخط) রসমুলখত অনুযায়ী আলিফ লেখা হয়েছে, কিন্তু পড়ার সময় তা পড়তে হয় না। জমিরের নুন সর্বদা أَنَ (আনা) যবর বিশিষ্ট হয় এবং মাস্‌দারের নুন সর্বদা أَنْ (আন্) জযমবিশিষ্ট হয়। ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবন ‘আফ্‌ফান (رضي الله عنه) –এর সময়ে কুরআন মাজিদ হরকতবিহীন ছিল। কোনটি জমিরের أَنَ (আনা) আর কোনটি মাসদারের أَنْ (আন্) হরতকবিহীন অবস্থায় তা একই রূপ أن এবং أن ছিল। এ কারণে সাধারণের পাঠে জটিলতা দেখা দেয়। এ জন্য সর্বসাধারণের নির্ভুল পাঠের সুবিধার্থে জমিরের أنَ (আনা) এবং মাসদারের أنْ (আন্) – কে পৃথক করার লক্ষ্যে জমিরের আনার নুনের সাথে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে أنَا (আনা) করা হয়। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা জমিরের أنَ (আনা), মাসদারের আন্ (أن) নয়। এটা লেখায় আসবে, কিন্তু পড়ায় আসবে না। যেমন– لٰكِنَّا هُوَ اللهُ ـ اَنَا أُوْحِي ـ وَلَا اَنَا عَابِدٌ ـ إِنَّ أَنَا إِلَّا ইত্যাদি।

এখানে لكنّا শব্দের নুনের আলিফও أنَا (আনা) শব্দের আলিফ। পূর্বের শব্দ أنَ + لكن ছিল। আনার আলিফকে বিলোপ করার পর নুনের সাকিনকে দ্বিতীয় নুনের মধ্যে ইদগাম করে لكنّ করা হয় এবং নুনের সাথে বর্ণিত রসমুলখত (رسم الخط) এর আলিফ চিহ্নটি যোগ করে لكنّا করা হয়। সুতরাং নুনের আলিফটি অতিরিক্ত। এ জন্য لكنا هو الله এর নুনের আলিফটি পড়ার সময় বাদ পড়ে যায়। উক্ত নুনের উপর وقف (ওয়াক্বফ) করলে আলিফ পড়া যাবে এবং এক আলিফ দীর্ঘ মাদ্দ করতে হয়। যেমন –لكنّا

এতদ্ব্যতীত أَنَابَ ـ أَنَابُوْا ـ أَنَامِلَ ـ أَنَاسِيَّ এ চার স্থানে নুনের সাথে যুক্ত আলিফ অতিরিক্ত নয়। এ আলিফকে ওয়াক্বফ (وقف) এবং ওয়াসল (وصل) উভয় অবস্থায় এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ মাদ্দ করে পড়তে হয়।

৫ম পাঠ

পোর ও বারিকের বিবরণ

পোর অর্থ মুখভর্তি মোটা আওয়াজে উচ্চারণ করা এবং বারিক অর্থ হালকা, পাতলা আওয়াজে উচ্চারণ করা। আরবি হরফসমূহ সুন্দর করে উচ্চারণের ক্ষেত্রে পোর ও বারিকের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এজন্যে কুরআন মাজিদ পাঠকালে পোর ও বারিকের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পোর হরফ বারিকরূপে উচ্চারিত হলে তিলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। অনুরূপভাবে বারিক হরফ পোর উচ্চারণ করা হলে তাতেও সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। কারণ কুরআন মাজিদকে খুব সুন্দরভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করার প্রতি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আরবি হরফগুলোর মধ্যে হুরুফে মুস্তালিয়া (خص ضغط قظ) সর্বদা পোররূপে উচ্চারিত হয়।

পোর উচ্চারণের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা – উচ্চস্তর, মধ্যমস্তর ও নিম্নস্তর।

হুরুফে মুস্তালিয়ার যে কোনো একটির পরে আলিফ (ا) যুক্ত হলে এবং তার পূর্বে যবর থাকলে উচ্চস্তরের পোর হয়। উক্ত আলিফ হরফ ব্যতীত শুধু যবর বা পেশ থাকলে মধ্যম স্তরের পোর হয় এবং যের থাকলে সর্বনিম্ন স্তরের পোর হয়। যথা :

উচ্চস্তরের পোর : خَالِدُوْنَ ـ صَادِقُوْنَ ـ غَافِلُوْنَ ইত্যাদি

মধ্যমস্তরের পোর : مِنَ الظُّلُمَاتِ ـ اِنْطَلَقُوْا ইত্যাদি

নিম্নস্তরের পোর : اَلصِّرَاطُ ـ ظِلّ ইত্যাদি

সাকিন হরফের পূর্বে হুরুফে মুস্তাফিলাহ (حروف مستفلة) এর ২২টি হরফের কোনো একটি হরফ হলে তা সর্বদা বারিক উচ্চারিত হয়। এ হরফগুলো হলো-

ا ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ع ـ ف ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ه ـ ي

আলিফ (ا), রা (ر) এবং আল্লাহ (الله) শব্দের লাম (ل) এ তিনটি হরফ তাদের পূর্বে হরকত অনুযায়ী পোর বা বারিক হয়। যেমন–

صَاخَّةٌ ـ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ এটা হরকত অনুযায়ী পোর এবং بَائِسِيْنَ ـ ثَابِتِيْنَ ـ تَابِعِيْنَ এটা হরকত অনুযায়ী বারিক ইত্যাদি।

লাম (ل) হরফ পোর ও বারিক পড়ার নিয়ম

(ل) লাম হরফ একাকি অবস্থায় যে কোনো হরকত ধারণ করুক না কেন তা বারিক পড়তে হয়। যেমন– لَ ، لِ ، لُ অবশ্য উক্ত লাম (ل) আল্লাহ (الله) শব্দের মধ্যে হলে এবং তার পূর্বে যবর বা পেশ থাকলে পোর পড়তে হয়। যেমন– اَللّٰهُمَّ - عَبْدُ اللهِ –اللهُ ইত্যাদি। আর আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বে যের হলে ঐ লাম বারিক পড়তে হয়। যেমন– بِسْمِ اللهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ইত্যাদি।

ر (রা)- কে পোর পড়ার নিয়ম

১. ر (রা) এর উপর যবর বা পেশ হলে ঐ 'রা' –কে পোর বা মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন– رَسُوْلٌ - رَقُوْدٌ - رَعَدٌ - رُزِقُوْا ইত্যাদি।

২. ر (রা) সাকিনের পূর্ববর্তী হরফে যবর বা পেশ থাকলে ঐ 'রা'– কে পোর বা মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন – بَرْق - يَرْجِعُوْن - قُرْاٰن - فُرْقَان ইত্যাদি।

৩. ر (রা) সাকিনের পূর্বে অস্থায়ী যের হলে ঐ রা– কে পোর বা মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। যথা– اَمِ ارْتَابُوْا - اِنِ ارْتَبْتُم - مَنِ ارْتَضٰى ইত্যাদি।

৪. ر (রা) সাকিনের পূর্ববর্তী হরফে যের এবং পরবর্তীকে হরফ মুস্তালিয়া হলে ঐ 'রা'– কে পোর বা মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। যথা- مِرْصَاد - قِرْطَاس - فِرْقَة ইত্যাদি।

৫. ر (রা) সাকিনের পূর্বের হরফ 'ي' ইয়া ব্যতীত অন্য কোনো হরফ সাকিন হলে এবং তার পূর্বে যবর বা পেশ থাকলে ঐ 'রা' –কে ওয়াক্বফ অবস্থায়, পোর বা মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। যথা– شَهْر - قَدْر - أُمُوْر - أَمْر ইত্যাদি।

ر (রা) বারিক পড়ার নিয়ম

১. ر (রা) এর নিচে যের হলে ঐ 'রা' – কে বারিক বা হালকা পাতলা করে পড়তে হয়। যথা : أَرِنَا - رِزْقًا

২. ر (রা) সাকিনের পূর্ববর্তী হরফে যের থাকলে ঐ 'রা' – কে বারিক বা হালকা পাতলা উচ্চারণ

করে পড়তে হয়। যথা– فِرْعَوْن ـ مِرْيَة ـ شِرْعَة ইত্যাদি।

৩. যে ر (রা) এর উপরে وقف (ওয়াক্বফ) করা হয় ঐ “রা” এর পূর্বে ي (ইয়া) সাকিন থাকলে ঐ “রা”– কে বারিক বা হালকা–পাতলা করে উচ্চারণ করতে হয়। যথা– قَدِيْر ـ بَصِيْر ـ خَبِيْر ইত্যাদি।

ষষ্ঠ পাঠ

লাহান

لحن শব্দটি বাবে فتح يفتح এর মাসদার। আরবি ভাষায় বলা হয়, لحن الرجل في كلامه أي أخطأ অর্থাৎ, লোকটি তার কথা বা বাক্যে ভুল করেছে। সুতরাং বলা যায়, لحن শব্দের শাব্দিক অর্থ ভুল করা বা অশুদ্ধ পড়া। তাজবিদ শাস্ত্রের পরিভাষায়, তাজবিদের নিয়মপদ্ধতির বিপরীত কুরআন শরিফ পড়লে তাকে لحن বলে।

أقسام اللحن : لحن দুই প্রকার : (١) اللحن الجلي (٢) اللحن الخفي

لحن جلي: علم التجويد –এর বিপরীত মারাত্মক ও প্রকাশ্য ভুলকে لحن جلي বলে। لحن جلي পাঠ করা হারাম। এতে কবিরা গুনাহ হয়। নামাজে لحن جلي করলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। لحن جلي করার কারণে কুফরির পর্যায় চলে যেতে পারে। যেমন – সূরা ফাতিহার মধ্যে أنعمتَ –এর জায়গায় أنعمتُ পড়লে কুফরি হবে। কেননা, সে সময় নেয়ামতের মালিক আল্লাহ না হয়ে পাঠক নিজেই মালিক হয়ে যান।

لحن خفي: علم التجويد –এর পরিপন্থী সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশ্য ভুলকে لحن خفي বলে। لحن خفي – কে তাজবিদের পরিভাষায় মাকরুহ বলা হয়েছে। এতে গুনাহ হয় না, তবে এর থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। যেমন– صِرَاط শব্দের ر বারিক করে পড়া। অথচ তাকে তাজবিদের নিয়ম অনুযায়ী পোর করে পড়া উচিত।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. তাজবিদের আবশ্যকতামূলক কবিতাটি কার?

ক. ইমাম শাতেবি খ. ইমাম জজরি

গ. ইমাম হাফস ঘ. ইমাম কিসায়ি

২. تعوذ ও تسمية কত ভাবে পড়া যায়?

ক. চার খ. পাঁচ

গ. ছয় ঘ. সাত

৩. أُولَٰٓئِكَ শব্দটি কোন প্রকার মাদ্দ এর উদাহরণ?

ক. مد أصلي খ. مد متصل

গ. مد منفصل ঘ. مد لين

৪. بسم الله – এর ل মধ্যে তাজবিদের কোন কায়দাটি প্রযোজ্য?

ক. পোর খ. বারিক

গ. গুন্নাহ ঘ. এমালা

৫. وَلَا أَنَا عَابِدٌ –এর মধ্যে নিচের কোন কোন মাদ্দ রয়েছে?

ক. ২টি مد أصلي ও ১টি مد منفصل খ. ৩টি مد أصلي ও ১টি مد منفصل

গ. ২টি مد أصلي ও ১টি مد متصل ঘ. ১টি مد أصلي ও ১টি مد منفصل

৬. হা (ه) জমির পাঠ করার কয়টি নিয়ম রয়েছে?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৭. পোর উচ্চারণের স্তর কয়টি?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৮. লাহন (لحن) কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. ইলমে তাজবিদ কাকে বলে? তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করার হুকুম ও গুরুত্ব আলোচনা করো।

২. তায়া'উজ ও তাসমিয়া বলতে কী বুঝায়? এগুলো পাঠের নিয়ম সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩. মাদ্দ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? মাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণের নিয়ম উল্লেখ করো।

৪. মাদ্দে ফারয়ি কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৫. মাদ্দে লাযিম কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

৬. 'হায়ে জমির' পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৭. 'জমিরে আনা' পড়ার নিয়ম উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

৮. পোর ও বারিক বলতে কী বোঝায়? এর স্তর এবং হরফসমূহ উল্লেখ করো।

৯. الله শব্দের ل পাঠ করার নিয়মগুলো বর্ণনা করো।

১০. ر (রা) অক্ষর পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

১১. লাহন (لحن) কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? হুকুম ও উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

শিক্ষক নির্দেশিকা

কুরআন মাজিদ মানব জীবনের সার্বিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এতে একদিকে যেমনিভাবে মানব জীবনের আত্মিক বিষয় বিবৃত হয়েছে। তেমনিভাবে মানুষের জাগতিক কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট বিধানাবলি ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। জ্ঞানের ভাণ্ডার কুরআন মাজিদ থেকে এসব নির্দেশনা প্রাপ্তির জন্য কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন মাজিদকে পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু মানব জীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারা পরিবর্তনশীল হওয়ায় শিক্ষাদান ব্যবস্থায় বিশ্বব্যাপী আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

তাই বিশ্বব্যাপী আর্থ–সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি–২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে কুরআন মাজিদের শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ট, ফলপ্রসু এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক মনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধ সম্পন্ন, সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটি কারিকুলামের নির্দেশনা মোতাবেক কুরআন মাজিদের ওপর একটি ভূমিকা, মুখস্থকরণের জন্য কিছু সূরা এবং বিয়ষভিত্তিক কুরআন মাজিদের আয়াত উল্লেখ করে তার মূল বক্তব্য, শানে নুজুল, প্রয়োজনীয় টীকাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা কারা হয়েছে। বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় প্রতিটি বিষয়ের

২০২৬

আলোচনা শেষে বিষয়ভিত্তিক অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। সবশেষে তাজবিদ অংশ সংযোজিত হয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়ার, শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ব করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও নিম্নে কিছু পরামর্শ সম্মানিত শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রদত্ত হলো :

১। যেহেতু কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার বাণী, সেহেতু ইহা পাঠদান শুরুর প্রাক্কালে ১/২ টি ক্লাসে এর মাহাত্ম, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা দরকার।যাতে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে গ্রন্থটি জানার ও অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পুস্তকের বাহির হতে মর্মস্পর্শী ১/২ টি ঘটনা পেশ করা যেতে পারে।

২। শিক্ষক মহোদয় প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন।

৩। প্রথমত আয়তের সরল অনুবাদ শিক্ষা দেবেন। এক্ষেত্রে শাব্দিক বিশ্লেষণ ভালোভাবে আয়ত্ব করিয়ে আয়াতের অনুবাদ শিক্ষা দেবেন। বিশেষ বিশেষ আয়াত মুখস্থ করাবেন।

৪। তাহকিক ও তারকিব বোর্ড ব্যবহার করে অনুশীলন করাবেন।

৫। আখলাক সম্পর্কিত বিষয়গুলো পাঠদানের ক্ষেত্রে সৎচরিত্রের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহবৃদ্ধি এবং অসৎ চরিত্রের প্রতি তার ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।

৬। ইমান ও ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতগুলো পাঠাদানের সময় শিক্ষার্থীদেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করবেন।

৭। ২য় অধ্যায়ের সুরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তা তাজবিদসহ পাঠ করত অর্থসহ মুখস্থ করণের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষাসমূহ ছাড়াও পাক্ষিক ও মাসিক পাঠদানের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করলে পাঠ মূল্যায়ন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।

৯। পরিশেষে, আবারো সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, একজন শিক্ষা দরদী, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকই পারেন তার শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান অর্জনে যোগ্য করে তুলতে। আর এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশলের বিকল্প নেই।

সমাপ্ত

২৭০৮

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি : কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে
অনুগ্রহ করবে, আমি তো তার কাঙাল।
– সূরা ক্বাসাস : ২৪

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য